সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

চতুর্ব্বিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৪

চতুর্ব্বিংশ ভাগের সূচীপত্র

Printed by—R. C. Mitra at the Visvakosha Press,
9 Visvakosha Lane, Baghbazar, Calcutta.

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বীকার্য্য

স্বীকার্য্যটি এই ;—

"যে কোন সীমাবদ্ধ সরল রেখাকে সরলভাবে যথেচ্ছ পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত করা যাইতে পারে।"

"দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় স্বীকার্য্য এবং দশম স্বতঃসিদ্ধকে একই তথ্যের অন্তর্নিহিত করা হইয়াছে। তবে প্রথম স্বীকার্য্য ও দশম স্বতঃসিদ্ধের তাৎপর্য্য—অর্থাৎ, দুই বিন্দুর মধ্যে সরল রেখা অঙ্কনে আমাদের সামর্থ্য এবং দুই বিন্দুর মধ্য দিয়া একাধিক সরল রেখা অঙ্কনে অসামর্থ্য, যেরূপ যথাক্রমে স্বতন্ত্র ভাবে আলোচিত হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধেও তদ্রূপ দ্বিতীয় স্বীকার্য্যে উক্ত সরল রেখার পরিবর্দ্ধনে সামর্থ্য আলোচিত হইবে।

এই স্বীকার্য্যটিতে সমতলের কোন উল্লেখ নাই; অথচ এই স্বীকার্য্যের প্রয়োগকালে মানিয়া লওয়া হয় যে, সরল রেখাটি যে সমতলে অবস্থিত, সেই সমতলের মধ্য দিয়াই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

এ বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে, সরল রেখার সহিত সমতলের কি সম্পর্ক, তাহা জানা আবশ্যক।

ইউক্লিড সমতলের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিয়াছেন ;—

যে তলের অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় সরল রেখা পরস্পরের সহিত সোজাভাবে অবস্থান করে, তাহাকে সমতল বলে।

এই সংজ্ঞা কোন স্পষ্ট অর্থই প্রকাশ করে না। অপিচ অন্য প্রতিজ্ঞার প্রমাণ-কালেও এই সংজ্ঞাদ্বারা কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। তজ্জন্যই অধুনা সমতলের সংজ্ঞা নিম্নলিখিত আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

যে তলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন দুই বিন্দুর যোজক সরল রেখা সর্ব্বতোভাবে উক্ত তলে অবস্থিতি করে, তাহাকে সমতল বলে।

নিয়মিত তল মাত্রেরই অন্তর্ভুক্ত যে কোন দুই বিন্দুর যোজক সমরেখা সেই তলে অবস্থিত থাকে। সরল রেখা মাত্রই সমরেখা এবং তদনুযায়ী নিয়মিত তলই সমতল। অতএব

যে কোন সরল রেখা তদনুযায়ী সমতলে সর্ব্বতোভাবে অবস্থিতি করিবে। সুতরাং উপর্য্যুক্ত সংজ্ঞার স্থলে নিম্নোক্ত সংজ্ঞাই যথেষ্ট।

যে নিয়মিত তলের সমরেখা সরল রেখা, তাহাকে সমতল বলে।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, সরল রেখা মাত্র সমতলেরই সমরেখা। ইহাই সমতল ও সরল রেখার মধ্যে একমাত্র সম্পর্ক।

সমরেখা মাত্রই হয় সরল রেখা, নয় বৃহৎ বৃত্তের কোন অংশ। অতএব সমরেখার সহিত তৎসংলগ্ন সমরেখার যোগে,—অর্থাৎ উক্ত সরল রেখার সহিত তৎসংলগ্ন সরল রেখার যোগে অথবা বৃহৎ বৃত্তের সহিত তৎসংলগ্ন বৃহৎ বৃত্তের অপর অংশযোগে,—যে সমরেখা জন্মে, তাহাই প্রথমোক্ত সমরেখার বর্দ্ধনে উৎপন্ন সমরেখা। অতএব দ্বিতীয় স্বীকার্য্যটিকে নিম্নলিখিতরূপে আরও ব্যাপক করা যাইতে পারে।

যে কোন সমরেখাকে, উহা যে নিয়মিত তলে অবস্থিত, তাহার মধ্য দিয়া, উভয় মুখে নিয়মিত রেখার পূর্ণ দৈর্ঘ্য প্রাপ্তি পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে।

একটি সমরেখা তাহার সংলগ্ন সমরেখা-যোগে পরিবর্দ্ধিত সমরেখায় পরিণত হয়। এইরূপ পরিবর্দ্ধনে বর্ত্তুলের অভ্যন্তরস্থিত সমরেখা, যত ক্ষণ তাহার পূর্ণ নিয়মিত রেখা,—বৃহৎ বৃত্তের লঘু ধনুর পর্য্যায় অতিক্রম না করে, তত ক্ষণ তাহা সমরেখা নামেই অভিহিত থাকিবে। সমতলের সমরেখা (অর্থাৎ সরল রেখা) বর্দ্ধমান হইয়া সমরেখার অবস্থাকে অতিক্রম করিবে, ইহা মানব-বুদ্ধির অগম্য। অর্থাৎ কোন বিশেষ সীমা (limit) অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত নিয়মিত রেখার অংশ মাত্রই সমরেখা নামের যোগ্য। অতএব একটি সমরেখা ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে, তাহা উক্ত সীমা পর্য্যন্ত সমরেখার সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে এবং তৎপরেও বর্দ্ধিত হওয়া সম্ভবপর হইলে তাহার নিয়মিত রেখার দৈর্ঘ্য প্রাপ্তি পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে। সরল রেখা যতই বর্দ্ধিত হউক, মানব-বুদ্ধিতে তাহা সরল রেখারূপেই বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু পরিবর্দ্ধিত বর্ত্তুল রেখা যে উক্ত অনুবন্ধ অতিক্রম করিতে পারে, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষের গোচর। ইহাই দ্বিতীয় স্বীকার্য্য এবং ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বীকার্য্যের অর্থ প্রসার করিয়া আমি যে তথ্যে উপনীত হইয়াছি, ইহা সেই তথ্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। অর্থাৎ সরলরেখা ও বর্ত্তুলরেখা এই সম্বন্ধে উভয় তথ্যই সম্পূর্ণরূপে সমরেখার সংজ্ঞার অন্তর্নিহিত। এরূপ অবস্থায় উক্ত স্বীকার্য্যের কোন আবশ্যকতাই থাকিতে পারে না।

ইউক্লিডের সরল রেখা সীমাবদ্ধ। তজ্জন্যই তিনি বিশেষ বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে উহার পরিবর্দ্ধন আবশ্যক মনে করিয়া দ্বিতীয় স্বীকার্য্যের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা যখন পূর্ব্ব হইতেই সরল রেখার পরিমাণ অসীম ধরিয়া লইয়াছি এবং ইউক্লিডের মতানুযায়ী সীমাবদ্ধ সরল রেখাকে তাহার অংশ মাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি, তখন সরল রেখার পরিবর্দ্ধনের আবশ্যকতা আমাদের পক্ষে আদৌ থাকিতেছে না।

সমরেখা মাত্রই বর্দ্ধিত হইলে তদনুযায়ী নিয়মিত তলের মধ্য দিয়াই বর্দ্ধিত হইবে এবং সরল রেখার বৃদ্ধিও তদনুযায়ী সমতলের মধ্য দিয়াই ঘটিবে। সরল রেখার পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধে এই প্রকারের সীমা ইউক্লিডের একাদশ অধ্যায়ের প্রথম প্রতিজ্ঞায় প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই প্রতিপাদনের পূর্ব্বে যে যে স্থলে দ্বিতীয় স্বীকার্য্যের প্রয়োজন হইয়াছে, সর্ব্বত্রই এই তথ্যটি বিনা প্রমাণে মানিয়া লওয়া হইয়াছে, বলিতে হইবে। অর্থাৎ ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বীকার্য্যে সমতলের উল্লেখ না থাকিলেও এই কথাটি মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে, সরল রেখামাত্র তদনুযায়ী সমতলের মধ্য দিয়াই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ইউক্লিড সামতলিক জ্যামিতির আলোচনায় প্রায় সর্ব্বত্রই সমতলের অস্তিত্ব ধরিয়া লইয়াছেন, স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই।

এক্ষণে সরল রেখার পরিবর্দ্ধনক্রিয়া সমতলের মধ্যেই আবদ্ধ রাখার জন্য একাদশ অধ্যায়ের প্রথম প্রতিজ্ঞাটি কি প্রকারে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, দেখা যাউক।

ঐ প্রতিজ্ঞাটি ও তাহার প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"একটি সরল রেখার একাংশ একটি সমতলের অভ্যন্তরে থাকিলে অপরাংশ সেই সমতলের বহির্দ্দেশে থাকিতে পারে না।
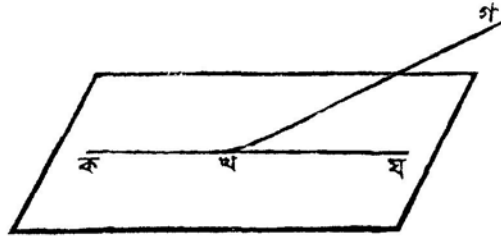
কারণ, যদি সম্ভব হয়, মনে কর, ক খ গ সরল রেখার খ গ অংশ উক্ত সমতলের বহির্দ্দেশে রহিয়াছে।

তাহা হইলে ক খ সরল রেখার বর্দ্ধনে উৎপন্ন অপর একটি সরল রেখা উক্ত সমতলের অভ্যন্তরে থাকিবে।

মনে কর, ইহা খ ঘ।

অতএব ক খ গ ও ক খ ঘ এই দুইটি সরল রেখার সাধারণ অংশ ক খ।

তাহা অসম্ভব। কারণ, যদি আমরা খ বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া ক খ ব্যাসার্দ্ধ লইয়া একটি বৃত্ত অঙ্কিত করি, তাহা হইলে সেই বৃত্তের ব্যাসদ্বয় পরিধিকে অসমান ভাবে ছিন্ন করিবে।

অতএব একটি সরল রেখার একাংশ একটি সমতলের অভ্যন্তরে থাকিলে অপরাংশ উক্ত সমতলের বহির্দ্দেশে থাকিতে পারে না।"

খ বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া এবং ক খ সরল রেখাকে ব্যাসার্দ্ধ লইয়া অঙ্কিত বৃত্তের পরিধি যে ব্যাসদ্বয় দ্বারা অসমান ভাবে ছিন্ন হওয়ার কথা বলা হইল, সেই ব্যাসদ্বয় নিশ্চয়ই ক খ গ ও ক খ ঘ সরল রেখার অংশ। তবেই স্বীকার করিতে হইবে, খ বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া এবং ক খ সরল রেখাকে ব্যাসার্দ্ধ লইয়া এরূপ একটি বৃত্ত অঙ্কিত করা যায় যে, তাহা ক খ গ ও ক খ ঘ এই দুই সরল রেখার অংশকে ব্যাস করিতে পারে। কিন্তু বৃত্ত সামতলিক ক্ষেত্র। অতএব ক খ গ ও ক খ ঘ এই সরল রেখাদ্বয় একই সমতলে অবস্থান করিতেছে, ইহা স্বীকার করাই হইয়াছে।

এই স্বীকৃত তথ্যটি সূত্রাকারে এই রূপ গ্রহণ করিবে ;—

দুইটি সরল রেখা সংলগ্ন থাকিলে তাহারা একই সমতলে অবস্থিত থাকিবে।

ঐ প্রথম প্রতিজ্ঞার পরবর্ত্তী দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটি এই ;—

"যদি দুইটি সরল রেখা পরস্পরকে ছেদ করে, তবে তাহারা একই সমতলে অবস্থিত থাকিবে ; অপিচ তিন সরল রেখায় যে ত্রিভুজ জন্মে, সেই ত্রিভুজও একই সমতলে অবস্থিত থাকিবে।"

এই প্রতিজ্ঞার প্রথম ভাগের সহিত পূর্ব্বোক্ত স্বীকৃত তথ্যের বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। অথচ এই দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটি যে উক্ত তথ্যের সাহায্যে প্রতিপাদিত প্রথম প্রতিজ্ঞার পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে, কেবল তাহাই নহে। ইহার প্রতিপাদনেও উক্ত প্রথম প্রতিজ্ঞাটি প্রযুক্ত হইয়াছে।

কোন দুইটি রেখার অন্তর্ভুক্ত সাধারণ বিন্দু থাকিলেই সেই রেখাদ্বয়কে পরস্পর সংলগ্ন বলা হয়। এই সাধারণ বিন্দু উক্ত রেখাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত যে কোনটির আরব্ধি, সমাপ্তি, অথবা অন্তর্ব্বর্ত্তী হইতে পারে। আমরা সরল রেখাকে অসীম বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। আমাদের মতে কোন সরল রেখারই আরব্ধিও নাই, সমাপ্তিও নাই। অতএব দুইটি সরল রেখা পরস্পর সংলগ্ন হইলে, সাধারণ বিন্দু, তাহাদের উভয়েরই অন্তর্ব্বর্ত্তী হইবে। দুইটি রেখার অন্তর্ভুক্ত সাধারণ বিন্দু উভয়েরই অন্তর্ব্বর্ত্তী হইলে রেখাদ্বয় পরস্পরকে হয় স্পর্শ করিবে, নয় ছিন্ন করিবে। আমরা জ্যামিতিক অভিজ্ঞতা হইতে অবগত আছি যে, সরল রেখাদ্বয় তদবস্থায় পরস্পরকে ছিন্ন করিয়াই থাকে। অতএব উক্ত স্বীকৃত তথ্যটিকে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার প্রথম ভাগের সহিত অভিন্নই ধরিতে হইবে।

কিন্তু ইউক্লিড সর্ব্বত্রই সরল রেখাকে সান্ত আকারে রাখিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় সরল রেখার পরিমাণ সান্ত রাখিয়া উক্ত স্বীকৃত বিষয়টিকে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা হইতে স্বতন্ত্র আকার দেওয়া যায় কি না, দেখা কর্ত্তব্য।

আমরা সরল রেখাদ্বয়কে অন্তর্ব্বর্ত্তী বিন্দুতে সংলগ্ন করিয়াছি, এজন্য ঐ তথ্যটি ইউক্লিডের দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা হইতে অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এখন কিন্তু উহাদিগকে প্রান্ত বিন্দুতে সংলগ্ন রাখিয়া সূত্র গঠনের চেষ্টা করিতে হইবে।

"ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য্য" নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, "কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটি কণিকা কোন একটি বিন্দু হইতে অপর একটি বিন্দু পর্য্যন্ত যে পথে গমন করে, অন্য এক সময়ে সেই কণিকা সেই পথের পূর্ব্ববর্ত্তী বিন্দুকে পরবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বিন্দুকে পূর্ব্ববর্ত্তী করিয়া প্রথমোক্ত বিন্দুতে উপস্থিত হইতে পারে।" অর্থাৎ যে কোন রেখার আরম্ভিকে সমাপ্তি এবং সমাপ্তিকে আরম্ভিরূপে ধরিতে পারা যায়। সাধারণতঃ রেখা মাত্রের অন্তর্ব্বর্ত্তী বিন্দু সেই রেখার আরম্ভি ও সমাপ্তি হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় যে সকল রেখার দুইটি মাত্র বিন্দু আরম্ভি ও সমাপ্তি হইতে পারে, তাহাদের উক্ত বিন্দুদ্বয়কে ঐ বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা এক জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটি সাধারণ নাম দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ বিন্দুকে প্রান্ত-বিন্দু বলা যাইবে।

তাহা হইলে, উক্ত তথ্যটি এই রূপ গ্রহণ করিবে।

দুইটি সরল রেখা কোন প্রান্ত-বিন্দুতে মিলিত হইলে একই সমতলে অবস্থিত থাকিবে।

এই প্রতিজ্ঞাটি দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও উহার অনুরূপ বটে। অপিচ, ইহা উক্ত প্রথম ভাগ হইতে সহজে বোধগম্যও নহে। এমন অবস্থায় ইহাকে স্বতঃসিদ্ধরূপে না ধরিয়া উক্ত ভাগকে স্বতঃসিদ্ধ বলিতে কি আপত্তি থাকিতে পারে? বিশেষতঃ এই দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার ইউক্লিড-দত্ত প্রমাণকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করার পক্ষে আরও একটি গুরুতর আপত্তি আছে।

ইউক্লিড-দত্ত প্রমাণটি এই;—
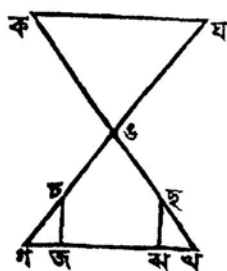
কারণ, "মনে কর, ক খ ও গ ঘ দুইটি সরল রেখা ঙ বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করিতেছে।

আমি বলি যে, ক খ ও গ ঘ একই সমতলে অবস্থিতি করিবে; এবং প্রত্যেক ত্রিভুজ একই সমতলে অবস্থিতি করিবে।

কারণ, ঙ গ ও ঙ খ এর অন্তর্ভুক্ত চ ও ছ যে কোন দুই বিন্দু গ্রহণ কর।

এবং চ জ ও ছ ঝ দুইটি সরল রেখা টান।

আমি প্রথমে বলি যে, ঙ গ খ ত্রিভুজ একই সমতলে অবস্থিত।

কারণ, যদি ঙ গ খ ত্রিভুজের অংশ চ গ জ অথবা ছ খ ঝ এক সমতলে অবস্থিত

থাকিয়া অপর অংশ অন্য সমতলে অবস্থিতি করে, তবে ঙ গ ও ঙ খ সরল রেখার একাংশ এক সমতলে অবস্থিত থাকিয়া অপরাংশ অন্য সমতলে অবস্থিত থাকিবে।

কিন্তু যদি ঙ গ খ ত্রিভুজের চ গ খ ছ অংশ এক সমতলে এবং অপরাংশ অন্য সমতলে অবস্থিত হয়,

তাহা হইলে ঙ গ ও ঙ খ উভয় সরল রেখার একাংশ এক সমতলে ও অপরাংশ অপর সমতলে অবস্থিতি করিবে।

কিন্তু উহা অসম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। [১১—১

অতএব ঙ গ খ ত্রিভুজ একই সমতলে অবস্থিত।

কিন্তু ঙ গ খ ত্রিভুজ যে সমতলে অবস্থিত, ঙ গ ও ঙ খ সরল রেখার প্রত্যেকেই সেই সমতলে অবস্থিত থাকিবে;

এবং ঙ গ ও ঙ খ সরল রেখা যে সমতলে অবস্থিত, ক খ ও গ ঘ সরল রেখাও সেই সমতলে অবস্থিত থাকিবে। [১১—১

অতএব ক খ ও গ ঘ সরল রেখা একই সমতলে অবস্থিত থাকিবে, এবং প্রত্যেক ত্রিভুজ এক সমতলেই অবস্থিত থাকিবে।"

এই প্রমাণে "ত্রিভুজ মাত্রই একসমতলে অবস্থিতি করিবে" ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য চ গ জ অথবা ছ খ ঝ ত্রিভুজ সমতলে অবস্থিতি করে, ইহা মানিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু উক্ত রূপ প্রমাণের পূর্ব্বে এরূপে মানিয়া লওয়ার ক্ষমতা কিছুতেই থাকিতে পারে না।

আধুনিক জ্যামিতিতে প্রথম ও দ্বিতীয়, উভয় প্রতিজ্ঞাই অন্যরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

প্রথম প্রতিজ্ঞার প্রমাণ অনেকটা ইউক্লিডের অনুরূপ। প্রভেদের মধ্যে,—

সমতলটিকে ক খ ঘ সরল রেখার চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিয়া গ বিন্দু দিয়া পরিচালিত করা হইয়াছে; দেখান হইয়াছে যে, ক খ গ সরল রেখা উক্ত সমতলে অবস্থিতি করায় (প্রথম অধ্যায়ের একাদশ প্রতিজ্ঞার অনুমানের সাহায্যে দুই সরল রেখার সাধারণ অংশ থাকা অসম্ভব হওয়ায়) ক খ গ ও ক খ ঘ সরল রেখাদ্বয়ের ক খ সাধারণ অংশ থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটির প্রমাণ এই ;—
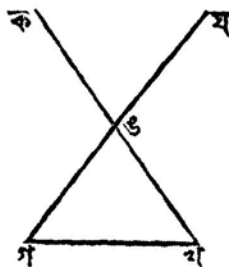
"ক খ ও গ ঘ দুইটি সরল রেখা ঙ বিন্দুতে ছেদ করিতেছে এবং গ খ সরল রেখা ক খ ও গ ঘ সরল রেখার সহিত যথাক্রমে খ ও গ বিন্দুতে সংলগ্ন হইয়াছে। তাহা হইলে—

(১) ক খ ও গ ঘ এই দুই সরল রেখা এক সমতলে অবস্থিতি করিবে।

(২) ক খ, গ ঘ ও খ গ এই তিন সরল রেখা একই সমতলে অবস্থিতি করিবে।

(১) মনে কর, ক খ সরল রেখা দিয়া একটি সমতল চালিত হইয়াছে।

এই সমতলকে ক খএর চতুর্দ্দিকে এরূপ ভাবে আবর্ত্তিত কর, যেন সমতলটি গ বিন্দু দিয়া চলিতে পারে।

তাহা হইলে, যেহেতু গ ও ঙ বিন্দু উক্ত সমতলে অবস্থিত আছে।

অতএব গ ঙ ঘ সরল রেখা উক্ত সমতলে অবস্থিতি করিবে।

অর্থাৎ ক খ ও গ ঘ সরল রেখা একই সমতলে অবস্থিতি করিবে।

(২) যেহেতু ক খ ও গ ঘ সরল রেখা যে সমতলে অবস্থিত, খ ও গ বিন্দু সেই সমতলে অবস্থিত আছে।

অতএব খ গ সরল রেখাও উক্ত সমতলে অবস্থিতি করিবে।

উল্লিখিত প্রমাণ দুইটি ইউক্লিডের প্রমাণ অপেক্ষা নিম্নলিখিত তিনটি কারণে উৎকৃষ্ট ;—

(১) প্রথম প্রতিজ্ঞায় এরূপ কোন তথ্যের সাহায্য লওয়া হয় নাই, যাহা পরবর্ত্তী প্রতিজ্ঞার অন্তর্নিহিত।

(২) দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞায় যাহা সপ্রমাণ করিতে হইবে, তাহাকেই প্রমাণের অবলম্বনরূপে ধরিয়া লওয়া হয় নাই।

(৩) ব্যাসের সংজ্ঞার মধ্যে "বৃত্তমাত্রই ব্যাসদ্বারা দুই সমান খণ্ডে বিভক্ত হয়" এই তথ্যটি নিতান্ত অস্পষ্ট ভাবে ও বিনা উল্লেখে মানিয়া লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহা প্রমাণ কালে আবশ্যক হয় নাই, তজ্জন্যই ইদানীং উহাকে উক্ত সংজ্ঞা হইতে বর্জ্জন করা হইয়াছে।

কিন্তু এই প্রমাণদ্বয়ে নিম্নলিখিত তথ্য তিনটি বিনা প্রমাণে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

(১) যে কোন সরল রেখার মধ্য দিয়া সমতল চলিতে পারিবে।

(২) উক্ত সরল রেখাকে স্থির রাখিয়া, উক্ত সমতলকে তাহার চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করাইয়া, কোন নির্দ্দিষ্ট বিন্দু দিয়া পরিচালিত করা যাইতে পারে।

(৩) কোন দুই বিন্দু এক সমতলে অবস্থিতি করিলে তাহার যোজক সরল রেখা উক্ত সমতলে অবস্থিতি করিবে।

নিম্নে ইহাদের সম্বন্ধে পৃথক্ ভাবে আলোচনা করা হইতেছে। কিন্তু বিশেষ কারণে পারম্পর্য্য ঠিক রাখা হইল না।

(৩) এই সত্যটি দশম স্বতঃসিদ্ধের অনুমানরূপে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। যেহেতু আধুনিক সংজ্ঞা (১ পৃঃ) অনুসারে সমতলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন দুই বিন্দুর যোজক সরল

রেখা উক্ত সমতলে অবস্থিতি করে, অতএব উক্ত স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে বিন্দুদ্বয়ের আর কোন যোজক সরল রেখা থাকা অসম্ভব।

সমতলের বাহিরে যে তদ্রূপ সরল রেখা থাকিতে পারে না, তাহাই এতদ্দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অতএব দশম স্বতঃসিদ্ধের এই প্রয়োগটি ঘন জ্যামিতির আলোচ্য বিষয়। আমরা "দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে উক্ত তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা সমতল ও নিয়মিত তলের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিয়াছি। এ বিষয়ে ঘন-জ্যামিতিবিষয়ক আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়াছি। উক্ত প্রবন্ধে আর একটি আলোচনাও আপাততঃ স্থগিত রাখা হইয়াছে। ইহা খ চিহ্নিত তত্ত্ব। ঘন-জ্যামিতির দশম স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ক আলোচনার অবসর এখন পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই; খ চিহ্নিত তত্ত্বটির আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধেই শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

(২) এই তথ্যে উক্ত আবর্ত্তন ব্যাপারটি উপরিপাতনের প্রকারান্তর মাত্র। কারণ, "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, কোন স্থান অন্যত্র চালিত হইতে পারে না। কোন স্থানের দ্রব্যকে অপর কোন স্থানের উপর পাতিত করার নামই প্রথমোক্ত স্থানকে শেষোক্ত স্থানের উপর পাতিত করা। সেইরূপ কোন স্থান আবর্ত্তন করিতেও পারে না। সমতলের আবর্ত্তনের অর্থে, কোন দ্রব্যকে আবর্ত্তন করিয়া এক সমতলে অবস্থিত কণিকা-সমষ্টিকে অপর সমতলের উপর পাতিত করাই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, উক্ত আবর্ত্তন ব্যাপারের পূর্ব্ব হইতেই সেখানে একটি সমতল অবস্থিতি করে। অতএব দ্বিতীয় তথ্যটিকে স্বীকার করার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত তথ্যটি স্বীকার করিতেই হইবে।

যে কোন সরল রেখা ও যে কোন বিন্দু, এই উভয়ের মধ্য দিয়া একটি সমতল চলিতে পারিবে।

তাহা হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞায় সমতলের আবর্ত্তনের কোন আবশ্যকতা থাকে না। অর্থাৎ প্রথম প্রতিজ্ঞায় **ক খ ঘ** সরল রেখা ও **গ** বিন্দু এই উভয়ের এবং দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞায় **ক খ** সরল রেখা ও **গ** বিন্দু, এই উভয়ের মধ্য দিয়া একটি সমতল চলিয়াছে; এই কথাটি সমতল আবর্ত্তন না করিয়াই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহাতে প্রতিজ্ঞা দুইটিও আরও সহজে প্রতিপাদিত হয়।

আমরা "দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ প্রতিজ্ঞার প্রমাণে উক্ত প্রবন্ধে উক্ত **খ** চিহ্নিত তত্ত্বের প্রয়োজন। **খ** তথ্যটি এই;—

এক সমতলের অভ্যন্তর একটি সরল রেখাকে অপর একটি সমতলের অভ্যন্তরস্থিত আর একটি সরল রেখার উপরে স্থাপন পূর্ব্বক প্রথমোক্ত সমতলের পৃষ্ঠস্থিত যে কোন পার্শ্ব অপর সমতলের যে কোন পার্শ্বে রাখিয়া সমতল দুইটি মিলান যাইতে পারে।

এই সমতলদ্বয়ের অভ্যন্তরস্থিত কেবল সরল রেখা দুইটিকে মিলান হইয়াছে। কিন্তু উক্ত সরল রেখা দুইটিকে মিলাইলেই সমতল দুইটি মিলিত হয় না। তজ্জন্য ইহাদের অভ্যন্তরস্থিত আরও কিছু মিলান দরকার। ২৩শ ভাগ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২৬৮ পৃষ্ঠার চিত্রে **ক খ** ও **ক গ** সরল রেখাদ্বয় যথাক্রমে **ঘ ঙ** ও **ঘ চ** সরল রেখাদ্বয়ের সঙ্গে মিলিত হওয়াতেই ত্রিভুজ দুইটি অর্থাৎ সমতল দুইটি মিলিত হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, **ঘ ঙ** ও **ঘ চ** সরল রেখা, এই উভয়ের মধ্য দিয়া কেবল একটি সমতল যাইতে পারিবে। কিন্তু প্রথম তথ্যের অনুযায়ী যে যে সমতল **ঘ** ও **চ** বিন্দুর মধ্য দিয়া চলে, **ঘ চ** সরল রেখা তাহার যে কোনটিতেই অবস্থিত থাকিবে। সুতরাং "**ঘ ঙ** ও **ঘ চ** সরল রেখা এই উভয়ের মধ্য দিয়া কেবল একটি সমতল চলিতে পারিবে" ইহা না বলিয়া কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে, **ঘ ঙ** সরল রেখা ও **চ** বিন্দু, এই উভয়ের মধ্য দিয়া কেবল একটি সমতল চলিবে।

দ্বিতীয় তথ্যের পরিবর্ত্তন করিয়া যে নূতন আকারের তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা উক্ত **ঘ ঙ** ও **ঘ চ** সরল রেখার মধ্য দিয়া সমতল চলিবে। কিন্তু কয়টি সমতল চলিতে পারে, তাহার কোন সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হয় নাই। অথচ উপরে বলিয়াছি, উক্ত সমতলের সংখ্যা একটি মাত্র হইবে।

এক্ষণে আমরা দেখিতেছি, "দুই বিন্দু দিয়া একটি মাত্র সরল রেখা চলিতে পারে", সরল রেখা সম্বন্ধে ইহা ঠিক্ বলিয়াই যেরূপ **ক** চিহ্নিত তথ্যের অনুযায়ী একটি সরল রেখার সহিত সরল রেখাকে মিলান যাইতে পারে, তদ্রূপ সমতল সম্বন্ধেও এইরূপ আর একটি তথ্য আছে, যাহার নিমিত্ত **খ** চিহ্নিত তথ্য অনুসারে একটি সমতল আর একটি সমতলের সহিত মিলান যায় এবং এইরূপে পরিবর্ত্তিত দ্বিতীয় তথ্যে সমতলের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেই নিম্নোক্ত তথ্যটি উৎপন্ন হইবে। যথা ;—

একটি সরল রেখা ও একটি বিন্দুর মধ্য দিয়া কেবল একটি সমতল চলিবে।

আমরা "দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি, সমান সমান বৃত্তের ধনু ও সমান সমান বর্ত্তুলের সমরেখা মিলিত হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে দুইটি বৃত্ত অথবা বর্ত্তুল সমান হইলেই তাহাদিগকে মিলান যায়। এই সমানতাই ধনু ও সমরেখাগুলি মিলাইবার হেতু। পুনশ্চ সরল রেখা মাত্রই এবং সমতল মাত্রই মিলিত হইতে পারে।

এক্ষণে "দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে যেরূপ সমতলে অবস্থিত সমরেখাগুলিকে এক জাতিতে এবং সমান সমান বর্ত্তুলে অবস্থিত সমরেখাগুলিকে এক এক জাতিতে পরিণত করা হইয়াছে, সেইরূপ সমস্ত সমতলকে এক জাতির এবং সমান সমান যাবতীয় বর্ত্তুলাংশগুলিকে এক এক জাতির অন্তর্ভুক্ত করিলে **খ** চিহ্নিত তথ্যটি নিম্নলিখিতরূপে প্রসারিত হইবে।

এক জাতীয় দুইটি নিয়মিত তলের একটির অন্তর্ভুক্ত একটি সমরেখাকে অপরটির অন্তর্ভুক্ত একটি সমরেখার উপরে স্থাপন করিয়া প্রথমোক্ত নিয়মিত তলকে শেষোক্ত নিয়মিত তলের সহিত মিলান যাইতে পারে।

কোন বর্ত্তুলাংশের অভ্যন্তর-স্থিত সমরেখা তাহার সজাতীয় অপর বর্ত্তুলাংশের অভ্যন্তর-স্থিত সমরেখায় স্থাপন মাত্র বর্ত্তুলাংশদ্বয় মিলিয়া যাইবে। কিন্তু দুইটি সমতল মিলাইতে হইলে উক্ত স্থাপিত সমরেখা ব্যতীত আর একটি বিন্দু মিলান আবশ্যক। বর্ত্তুল হইতে সমতলের এরূপ প্রভেদ কেন উপস্থিত হয়, জানা আবশ্যক। আমরা ক্রমাগতই উপরিপাতনের প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আসিতেছি। তদ্দ্বারা একটি নিয়মিত রেখা অপর নিয়মিত রেখার সহিত এবং একটি নিয়মিত তল অপর নিয়মিত তলের সহিত কোন্ অবস্থায় মিলিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধেও উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণ পর্য্যন্ত উপরিপাতন ক্রিয়ার বিশ্লেষণ দ্বারা ঐ সকল অবস্থা পাওয়া যায় নাই। নিম্নে উপরিপাতন ক্রিয়া বিশ্লেষণ করিয়া উক্ত বিরোধ খণ্ডন করা যাইতেছে।

গ ঙ ঘ
ক খ

ক খ একটি বৃহত্তর সরল যষ্টির উপরে **গ ঘ** একটি লঘুতর সরল যষ্টি মিলিতভাবে রাখা হইয়াছে। **গ ঘ** যষ্টিটি **ক খ** যষ্টির সহিত মিলিত রাখিয়া **ক খ** যষ্টির উভয় প্রান্ত পর্য্যন্ত সরাইয়া আনা যায়। কিন্তু **গ ঘ** যষ্টির অন্তর্ভুক্ত একটি কণিকা **ক খ** যষ্টির একটি কণিকার সহিত ঙ বিন্দুতে সংযুক্ত রাখা গেল। এখন আর **গ ঘ** যষ্টি **ক খ** যষ্টির সহিত মিলিত রাখিয়া সরান যায় না।

এইরূপে যদি **ক খ** ও **গ ঘ** কাটি দুইটি সরল যষ্টি না হইয়া সমান বৃত্তের ধনুর আকৃতি-বিশিষ্ট হয়, তবে তদ্দ্বারাও পূর্ব্বমত কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

আমরা ইহা হইতে নিম্নলিখিত তথ্য পাইতেছি ;—

(ক) একটি স্থির নিয়মিত রেখার সহিত তাহার সজাতীয় অপর একটি নিয়মিত রেখা মিলিত হইয়া যদি কোন একটি বিন্দুতে স্থির থাকে, তবে এই অবস্থা ঘটিলে শেষোক্ত নিয়মিত রেখাটিও স্থির থাকিবে।*

কোন স্থানে অবস্থিত কণিকা সমষ্টির চালনাকেই সেই স্থানের চালিত অবস্থা বলা যায়। যে স্থান উক্ত প্রকারে চালিত হইতেছে না, তাহাকে "স্থির" বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট করিতে পারি।
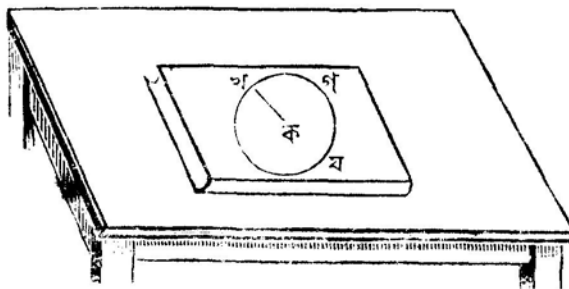
* একটি স্থানে অবস্থিত কণিকাসমষ্টির চালনাকেই উক্ত স্থানের চালিত অবস্থা ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে। এমতাবস্থায় যে স্থান উক্ত প্রকারে চালিত হইতেছে না, তাহাকে "স্থির" বিশেষণ দ্বারা পৃথক্ করিতে পারি।

এই প্রকারে সমতল সম্বন্ধে পরীক্ষার নিমিত্ত একটি টেবিল ও একখানা পুস্তক গ্রহণ করা যাউক। ইহাদের উভয়েরই পার্শ্বদেশ সমতল।

টেবিলটি স্থিরভাবে আছে। ইহার উপরে একখানা পুস্তক রহিয়াছে। পুস্তকখানা টেবিলের পিঠের সহিত মিলিত রাখিয়া সর্ব্বত্রই সরাইতে পারা যায়।

পুস্তকের পিঠের একটি কণিকা টেবিলের পিঠের একটি কণিকার সঙ্গে **ক** বিন্দুতে সংযুক্ত রাখ।

এক্ষণে আর পুস্তকখানা সর্ব্বত্র সরান যাইবে না।

পুস্তকের পৃষ্ঠস্থ একটি কণিকা গ্রহণ কর।

মনে কর, কণিকাটি **খ** বিন্দুতে অবস্থিতি করে।

ক বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া **ক খ** ব্যাসার্দ্ধ লইয়া **খ গ ঘ** বৃত্ত অঙ্কিত কর।

পুস্তকখানা **ক** বিন্দুতে স্থির রাখিয়া নাড়িলে **খ** বিন্দুতে অবস্থিত কণিকা সর্ব্বদাই **খ গ ঘ** বৃত্তের উপরে থাকিবে।

উক্ত কণিকাটি **খ** বিন্দুতেই স্থিরভাবে রাখ।

এখন আর পুস্তকখানি নড়িবে না।

বর্ত্তুলাংশের উপরেও এইরূপ একই প্রকারের ক্রিয়া দেখান যায়। তবে উক্ত বিন্দুদ্বয় পরস্পর বিপরীত (diametrically opposite) হইলে কেবল সেই অবস্থাতে এই নিয়ম টিকিবে না।

ইহা হইতে এই তথ্য দুইটি পাওয়া যাইতেছে ;—

(খ) একটি স্থির নিয়মিত তলের সঙ্গে তাহার সজাতীয় অপর একটি নিয়মিত তল মিলিত হইয়া যদি কোন একটি বিন্দুতে স্থির থাকে, তবে সেই অবস্থায় শেষোক্ত তলটির অন্তর্ভুক্ত অন্য কোন বিন্দু, স্থির বিন্দুটিকে কেন্দ্র করিয়া এবং স্থির বিন্দু হইতে সেই দ্বিতীয় বিন্দুর দূরত্বকে ব্যাসার্দ্ধ নিয়া যে বৃত্ত অঙ্কিত হয়, কেবল মাত্র সেই বৃত্তের যে কোন স্থানে চালিত হইতে পারিবে।

(গ) একটি স্থির নিয়মিত তলের সঙ্গে তাহার সজাতীয় অপর একটি নিয়মিত তল মিলিত হইয়া, পরস্পর বিপরীত নয়, এরূপ কোন দুই বিন্দুতে যদি সংযুক্ত থাকে, তবে সেই অবস্থায় শেষোক্ত নিয়মিত তলটি স্থিরভাবে অবস্থিতি করিবে।

এইরূপে একটি ইষ্টক অথবা তৎসদৃশ কোন দ্রব্যের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাই ;—

(ঘ) ঘনক্ষেত্রের একটি বিন্দু স্থির থাকিলে, উক্ত ঘনক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দু, তাহা হইতে উক্ত স্থির বিন্দুর দূরত্বকে ব্যাসার্দ্ধ নিয়া এবং স্থির

বিন্দুটিকে কেন্দ্র করিয়া যে বর্ত্তুল আঁকা যায়, একমাত্র তাহার উপরেই অবস্থিতি করিবে।

(ঙ) ঘনক্ষেত্রের দুই বিন্দু স্থির থাকিলে, (১) স্থির বিন্দুদ্বয়ের মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত সরলরেখা স্থিরভাবে অবস্থিতি করিবে, (২) অপর যে কোন বিন্দু, তাহা হইতে উক্ত সরলরেখার উপর পতিত লম্বকে ব্যাসার্দ্ধ লইয়া এবং লম্বের পতন-বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া যে বৃত্ত অঙ্কিত হয়, কেবল সেই বর্ত্তুলের উপরেই অবস্থিতি করিবে।

উপরোক্ত অবস্থায় যে সমস্ত বিন্দু স্থির হয় নাই, তাহাদের অন্তর্ভুক্ত একটিকে স্থির রাখিলেই ঘনক্ষেত্রটি স্থির হইয়া পড়িবে। অতএব—

(চ) এক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ যে কোন তিন বিন্দু স্থির থাকিলেই ঘনক্ষেত্র স্থিরভাবে অবস্থিতি করে।

যে কোন তলকে ও রেখাকে কোন না কোন ঘনক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অতএব চ সত্যটি তল ও রেখার সম্বন্ধেও চলিবে।

সমতলের সমরেখা সরল রেখা, অতএব সমতলের অভ্যন্তরস্থিত একটি মাত্র সমরেখা স্থির থাকিলেই সমতলটি স্থির থাকিবে না। তজ্জন্য উক্ত সরল রেখার বহিঃস্থিত একটি বিন্দুকেও স্থির রাখা দরকার। কিন্তু বর্ত্তুলের অভ্যন্তরে সরল রেখার অবস্থিতি অসম্ভব হওয়ায় উক্ত বর্ত্তুলের অভ্যন্তরস্থিত সমরেখা কেন, যে কোন তিন বিন্দু স্থিরভাবে অবস্থিতি করিলেই বর্ত্তুলটি স্থিরভাবে অবস্থিতি করিবে।

১০ পৃষ্ঠায় সমতল ও বর্ত্তুলের মিলান সম্বন্ধে যে বিরোধের বিষয় নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার মীমাংসা হইল। কি সমতল, কি বর্ত্তুলাংশ, ইহাদের সম্মিলন সময়ে অভ্যন্তরস্থিত সমরেখা মিলাইবার কোন আবশ্যকতা নাই। এক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ তিন বিন্দু মিলাইলেই যথেষ্ট।

"দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধের ক তথ্য অনুযায়ী দুইটি রেখা দুই বিন্দুতে সংযুক্ত রাখিয়া মিলান যায় কি না, তাহা পরীক্ষার প্রণালী উপরোক্ত গ তথ্য হইতেই পাওয়া যাইতেছে। যেহেতু দুই বিন্দু দ্বারা যখন একটি নিয়মিত তল স্থির রাখা যায়, তখন তদন্তর্ভুক্ত রেখাগুলিও স্থির রাখা যাইবে।

ক তথ্যটি যেরূপ সাধারণ রেখাসম্বন্ধে তথ্যরূপে পরিণত হইয়াছে, খ তথ্যটিকেও সেইরূপ সাধারণ তলের সম্বন্ধে তথ্যরূপে পরিণত করা যায়। তাহাতে তথ্যটি এই দাঁড়াইবে;—

একটি তলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুকে অপর একটি তলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুতে স্থাপনপূর্ব্বক প্রথমোক্ত তলের অন্তর্ভুক্ত অথচ উক্ত বিন্দুর সঙ্গে

একই সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ অতি নিকটবর্ত্তী অপর দুইটি বিন্দুকে শেষোক্ত তলের অন্তর্ভুক্ত দুইটি বিন্দুতে স্থাপিত করা যায়।

"দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে, সমান সমান বৃত্তের ধনু দুই বিন্দুতে সংলগ্ন হইলে ধনু দুইটি মিলিত ও অমিলিত উভয় অবস্থাতেই থাকিতে পারে। সমান সমান বর্ত্তুলের অংশও তিন বিন্দুতে সংলগ্ন হইলে তদ্রূপ মিলিত ও অমিলিত উভয় অবস্থায়ই থাকিতে পারে। কিন্তু দুইটি সরলরেখা যেরূপ দুই বিন্দুতে সংলগ্ন হইলেই পরস্পর মিলিয়া যায়, দুইটি সমতলও সেইরূপ এক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ তিন বিন্দুতে মিলিত হইলেই পরস্পর মিলিয়া যাইবে।

ইহা হইতে নিম্নলিখিত তথ্যটি দাঁড়াইতেছে ;—

এক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ যে কোন তিন বিন্দুর মধ্য দিয়া একটি মাত্র সমতল থাকিতে পারিবে।

৮ পৃষ্ঠায় লিখিত "যে কোন সরলরেখা ও যে কোন বিন্দু এই উভয়ের মধ্য দিয়া একটি সমতল চলিতে পারিবে।" এই তথ্যটিকে উপরোক্ত তথ্যের প্রকার ভেদরূপে ধরিয়া লওয়া যায়। অতএব ঐ উপরোক্ত তথ্যটি দ্বিতীয় তথ্যের শেষ পরিণতি।

একাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় প্রতিজ্ঞার প্রমাণটি এই তথ্যের অনুমান মাত্র।

যেহেতু পরস্পর ছেদকারী সমতলদ্বয়ের ছেদ রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুগুলি দ্বারা একাধিক সমতল চলিতে পারায় তাহারা একই সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ছেদ-রেখাটি সরলরেখা।

(১) এই তথ্য অনুসারে সরলরেখা মাত্রই কোন না কোন সমতলে অবস্থিতি করে। পুনশ্চ ১ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি, সমতলের পরিচয়ে সরল রেখার আবশ্যকতা। এ ক্ষেত্রে উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে।

"দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি, সমতল ও সরলরেখা যথাক্রমে নিয়মিত তল ও সমরেখার বিশেষ জাতি। এমন অবস্থায় এই সাধারণ জাতির সাহায্যে উক্ত সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

নিয়মিত তল দুই জাতিতে বিভক্ত ;—সমতল ও বর্ত্তুল। সমতলের সহিত তাহার সমরেখা যে সরল রেখা,—তাহার কি সম্পর্ক, জানি না। কিন্তু বর্ত্তুলের সঙ্গে তাহার সমরেখা যে বর্ত্তুল রেখা, তাহার সম্পর্ক আমরা অবগত আছি। ইহা বর্ত্তুলের সমদ্বিখণ্ডকারক বৃত্তের অংশ।

আমরা সমতল ও সরল রেখার ধর্ম্ম বিশ্লেষণ করিয়া ইহাদের কোন সম্পর্কই ধরিতে পারিতেছি না। উক্ত প্রথম সত্যে দেখিতেছি, সরলরেখা মাত্রই সমতলে অবস্থিতি করে। সুতরাং সরল রেখার পূর্ব্বে সমতলের অস্তিত্ব আবশ্যক। কিন্তু যে নিয়মিত তলের সমরেখা

সরলরেখা নয়, তাহা সমতলই হইতে পারে না। সাধারণতঃ সমরেখা মাত্রই নিয়মিত তলের অভ্যন্তরে অবস্থিত। অতএব বিশেষ জাতি সমতল ও সরল রেখার এই সম্পর্ক সাধারণ জাতির অনুরূপ বটে। এক্ষণে সাধারণ জাতীয় নিয়মিত তলের সহিত সমতলের এই মাত্র ভেদ যে, ইহার সমরেখা সরলরেখা। তাহা হইলে সমতল ও সরল রেখার প্রকৃতি নির্ব্বাচন অপরাপর সমরেখার সহিত সরলরেখার ভেদের উপর নির্ভর করিতেছে। সমরেখা মাত্রই সরলরেখা অথবা বৃহৎ বৃত্তের অংশ। অতএব এই বিশেষত্ব বৃহৎ বৃত্ত ও সরল রেখার পার্থক্য বই আর কিছুই নয়।

"দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি,—"দেশ, সমতল ও বর্ত্তুলের সহিত যথাক্রমে সমতল, সরলরেখা ও বর্ত্তুল রেখার একই রকমের একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে।" তদবস্থায় এই সম্পর্কদ্বারা, বর্ত্তুলের অভ্যন্তরস্থিত অপরাপর বৃত্ত হইতে বৃহৎ বৃত্তকে, সমতলের অভ্যন্তরস্থিত বৃত্ত হইতে সরলরেখাকে এবং দেশের অভ্যন্তরস্থিত বর্ত্তুল হইতে সমতলকে পৃথক্ করিতেছে। একই সম্পর্কদ্বারা সাধিত হওয়ায় পার্থক্যও একই প্রকারের হইবে। অর্থাৎ বৃত্তের সঙ্গে সরলরেখার যে পার্থক্য, বর্ত্তুলের সঙ্গে সমতলেরও সেই পার্থক্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বৃহৎ বৃত্ত ও সরলরেখার পার্থক্যের অভিজ্ঞতার উপরে, সমতল ও সরলরেখা এই উভয় পদার্থের নির্ব্বাচন নির্ভর করে। সরলরেখা সমতলের এবং বৃহৎবৃত্ত বর্ত্তুলের অভ্যন্তরে অবস্থিত নিয়মিত রেখা। অতএব উক্ত পার্থক্যের অভিজ্ঞতায় একাধারে সমতল ও বর্ত্তুলের পার্থক্য এবং বৃহৎ বৃত্তের সাধারণ জাতি বৃত্তের ও সরল রেখার পার্থক্য এই উভয়ই আছে। অর্থাৎ কার্য্যতঃ উভয়দিগের আলোচনায় একই প্রকারের পার্থক্য দাঁড়াইতেছে। অতএব সমতল ও সরলরেখা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের মূলে এই তথ্য নিহিত আছে যে, বর্ত্তুলের সহিত বৃহৎবৃত্তের যে সম্পর্ক থাকায় বৃহৎবৃত্তকে বর্ত্তুলের অভ্যন্তরস্থিত অপরাপর বৃত্ত হইতে পৃথক্ করে, সমতলের সহিত সরলরেখার এবং দেশের সহিত সমতলের সেই সম্পর্ক থাকিয়া বৃত্তের সহিত সরলরেখার ও বর্ত্তুলের সঙ্গে সমতলের পার্থক্য সাধিত হইতেছে। অধিকন্তু সমান সমান বর্ত্তুলের অবস্থিত সমরেখাগুলিকে যেরূপ এক এক জাতীয় সমরেখা ধরিয়াছি, সমতলে অবস্থিত সমরেখাকে ঠিক সেইরূপ একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি (২০শ ভাগ, ২৮১ পৃঃ)। পুনরায় সমান সমান বর্ত্তুলের অংশগুলিকে এক এক জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া তৎসঙ্গে যাবতীয় সমতলকেও অপর একটি জাতিতে পরিণত করা যায় (৯ পৃঃ)।

এরূপ অবস্থায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, যাবতীয় নিয়মিত তলের বিভিন্ন পরিমাণ লইয়াই উক্ত বিভাগ পাইতেছি। তবে সমতলের সম্পূর্ণ আকৃতি অবগত না হওয়াতেই তাহাকে বর্ত্তুলের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিতেছি না। কিন্তু একটি বর্ত্তুলের যে কোন পার্শ্ব তাহার সজাতীয় বর্ত্তুলের একটি মাত্র পার্শ্বের সঙ্গে মিলিত হয়; অপর পার্শ্বের সহিত মিলিত হইতে পারে না। সমতল সম্বন্ধে তদ্রূপ বাধা নাই। অর্থাৎ কোন সমতলের যে কোন পার্শ্ব অপর যে কোন সমতলের যে কোন পার্শ্বের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে।

ইহাই বর্ত্তুল হইতে সমতলের প্রধান পার্থক্য। অথচ এই পার্থক্য, বর্ত্তুলের অন্তর্ভুক্ত অপরাপর বৃত্ত হইতে বৃহৎ বৃত্তের যে পার্থক্য, তাহা বই আর কিছুই নহে। অর্থাৎ দেশের অন্তর্গত বৃহৎ বর্ত্তুলই সমতল। পুনরায় তাহা হইলেই সমতলের বর্ত্তুল রেখা সরল রেখা।

"দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, ইউক্লিডের প্রথম ছাব্বিশটি প্রতিজ্ঞা মাত্র বর্ত্তুলেও প্রযোজ্য হইতে পারে। কিন্তু পরবর্ত্তী প্রতিজ্ঞাগুলি বার্ত্তুলিক জ্যামিতিতে প্রযুক্ত হয় না। সমতলকে বর্ত্তুল জাতির অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে ইহা আর একটি বিশেষ অন্তরায়। নিম্নলিখিত উপায়ে আমরা এই আপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইব।

প্রথম প্রতিজ্ঞা

একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান হইবে।
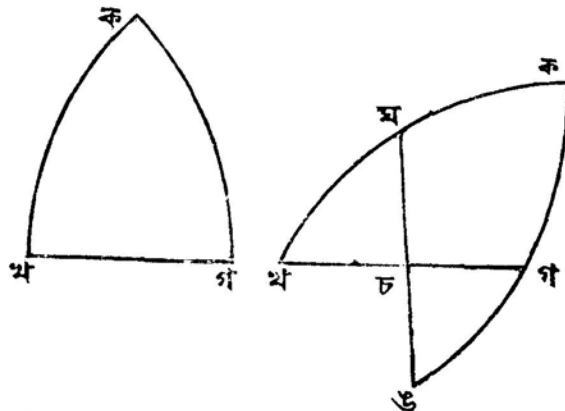
ক খ গ একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজ, ইহার **ক খ** ও **ক গ** বাহুদ্বয়ের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান। **ক খ গ** ও **ক গ খ** কোণদ্বয় একত্র যোগে দুই সমকোণের সমান হইবে।

(১) যদি **ক খ** ও **ক গ** বাহুদ্বয় পরস্পর সমান হয়, (প্রথম চিত্র)

তবে ইহাদের প্রত্যেকে বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের অর্দ্ধ অর্থাৎ বৃত্তার্দ্ধের পাদরেখার সমান।

অতএব **ক খ গ** ও **ক গ খ** কোণের প্রত্যেকে সমকোণ।

অতএব **ক খ গ** ও **ক গ খ** কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান।

(২) যদি **ক খ** ও **ক গ** বাহুদ্বয় অসমান হয়, (দ্বিতীয় চিত্র)

তবে পাদরেখা অপেক্ষা ইহাদের একটি বৃহত্তর ও অপরটি লঘুতর।

মনে কর, **ক খ** বাহু বৃহত্তর ও **ক গ** বাহু লঘুতর।

ক খ হইতে **ক ঘ** পাদরেখা ছিন্ন কর।

ক গ রেখা বর্দ্ধিত করিয়া **ক ঙ** পাদরেখায় পরিণত কর।

ঘ ঙ এই দুই বিন্দুকে বর্ত্তুল রেখা দ্বারা যোগ কর।

খ গ ও ঘ ঙ এর ছেদ বিন্দু চ।

ক ঘ ও ক ঙ এর প্রত্যেকে পাদরেখা।

অতএব ক ঘ ও ক ঙ এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান।

আবার, ক খ ও ক গ এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান।

অতএব ক ঘ ও ক ঙ এর সমষ্টি ক খ ও ক গ এর সমষ্টির সমান।

অতএব ঘ খ, গ ঙ এর সমান।

এক্ষণে ঘ খ চ ও গ ঙ চ দুইটি ত্রিভুজ;

ইহাদের ঘ খ বাহু গ ঙ বাহুর সমান;

অপিচ, খ ঘ চ কোণ গ ঙ চ কোণের সমান;—যেহেতু ইহাদের প্রত্যেকে সমকোণ।

এবং ঘ চ খ কোণ বিপর্য্যস্ত গ চ ঙ কোণের সমান।

অতএব ঘ খ চ কোণ চ গ ঙ কোণের সমান।

কিন্তু চ গ ঙ ও চ গ ক কোণদ্বয় একযোগে দুই সমকোণের সমান।

অতএব ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একযোগে দুই সমকোণের সমান।

দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা

একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে।
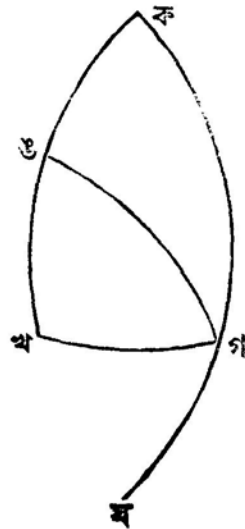
ক খ গ একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজ। ক খ ও ক গ বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর; ক খ গ ও ক গ খ কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে।

ক গ বর্দ্ধিত করিয়া ক ঘ এই বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধে পরিণত কর।

ক খ ও ক গ এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর।

অতএব ক খ, গ ঘ অপেক্ষা বৃহত্তর।

ক খ হইতে গ ঘ এর সমান ক ঙ অংশ ছিন্ন কর।

গ ঙ এই দুই বিন্দু বর্ত্তুল রেখা দ্বারা যোগ কর।

ক ঙ, গ ঘ এর সমান।

অতএব ক ঙ ও ক গ এর সমষ্টি ক ঘ বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান।

অতএব ক ঙ গ ও ক গ ঙ কোণ দ্বয়ের সমষ্টি দুই সম কোণের সমান।

খ গ ঙ ত্রিভুজের ঙ খ গ ও খ গ ঙ কোণদ্বয়ের সমষ্টি ক ঙ গ কোণ অপেক্ষা বৃহত্তর।

উভয়ে ক গ ঙ কোণ যোগ করিলে

ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয়ের সমষ্টি ক ঙ গ ও ক গ ঙ কোণদ্বয়ের সমষ্টি অপেক্ষা বৃহত্তর।

কিন্তু ক ঙ গ ও ক গ ঙ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান।

অতএব ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর।

তৃতীয় প্রতিজ্ঞা

একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হইবে।
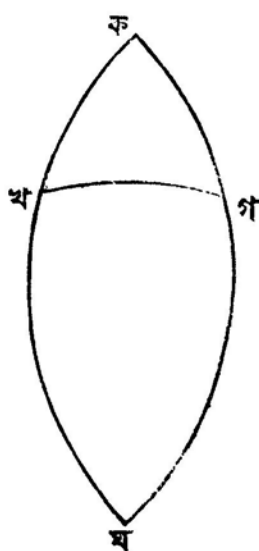
ক খ গ একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজ, ইহার **ক খ** ও **ক গ** বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর; **ক খ গ** ও **ক গ খ** কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হইবে।

ক খ ও **ক গ** বাহু বর্দ্ধিত করিয়া **ক** বিন্দুর বিপরীত **ঘ** বিন্দুতে মিলিত কর।

ক খ ঘ ও **ক গ ঘ** রেখাদ্বয়ের প্রত্যেকে বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ।

অতএব **ক খ ঘ** ও **ক গ ঘ** রেখাদ্বয়ের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের দ্বিগুণ।

ক খ ও **ক গ**এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর।

অতএব **খ ঘ** ও **ঘ গ** এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর।

অতএব **ঘ খ গ** ও **ঘ গ খ** কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর।

কিন্তু **ক খ গ** ও **ঘ খ গ** কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান;

এবং **ক গ খ** ও **ঘ গ খ** কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান।

অতএব **ক খ গ** ও **ক গ খ** কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর।

এই তিনটি প্রতিজ্ঞা হইতে আমরা নিম্নলিখিত তিনটি নূতন প্রতিজ্ঞা পাইতেছি।

(১) বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুদ্বয়ের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান হইবে।

(২) বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুদ্বয়ের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে।

(৩) বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুদ্বয়ের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর হইবে।

সমতল যদি দেশের বৃহৎ বর্ত্তুল হয় এবং জ্যামিতি শাস্ত্রে যে দৈর্ঘ্যকে অনন্ত রেখা নামে অভিহিত করিয়া জ্যামিতিক ক্রিয়া সম্পাদন করা হয়, তাহা উক্ত বৃহৎ বর্ত্তুলের পাদরেখা হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বার্ত্তুলিক প্রতিজ্ঞা তিনটি নিম্নলিখিত সামতলিক প্রতিজ্ঞাত্রয়ে পরিণত হইয়া পড়ে।

(১) ত্রিভুজের দুই কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুদ্বয়ের সমষ্টির অনন্তার্দ্ধ হইবে।

(২) ত্রিভুজের দুই কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুদ্বয়ের সমষ্টির অনন্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে।

(৩) ত্রিভুজের দুই কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুদ্বয়ের সমষ্টির অনন্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর হইবে।

স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, প্রথমটি ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের অষ্টাবিংশতিতম প্রতিজ্ঞা এবং তৃতীয়টি পঞ্চম স্বীকার্য্য বই কিছুই নয়।
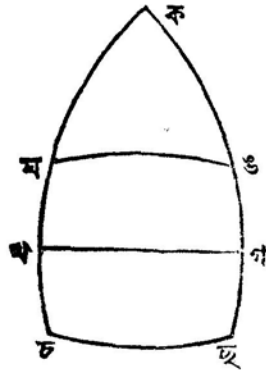
ক খ গ একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজ। ইহার ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান।

ক খ ও ক গ রেখাদ্বয়ে ঘ ও ঙ বিন্দু গ্রহণ কর।

ক খ ও ক গ এই দুই রেখাকে চ ও ছ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত কর।

ঘ ঙ ও চ ছ যোগ কর।

ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান।

অতএব ক ঘ ঙ ও ক ঙ ঘ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর;

এবং ক চ ছ ও ক ছ চ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর।

কিন্তু সামতলিক জ্যামিতিতে এ বিষয়ে বিরোধ দেখা যায়। কারণ, সে ক্ষেত্রে ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান হইলে ক ঘ ঙ ও ক ঙ ঘ কোণদ্বয়ের সমষ্টি এবং ক চ ছ ও ক ছ চ কোণদ্বয়ের সমষ্টিও দুই সমকোণের সমান হইবে।

এখানে ঘ খ, ঙ গ, খ চ ও গ ছ সরল রেখা ক খ ও ক গ সরল রেখার তুলনায় এত ক্ষুদ্র যে, ক খ ও ক গ এর সমষ্টি অনন্তের দ্বিগুণ হইলে ক ঘ ও ক ঙ এর সমষ্টি অথবা ক চ ও ক ছ এর সমষ্টিকে অনন্তের দ্বিগুণ ধরিতে বিশেষ কোন আপত্তি নাই। অতএব এ বিরোধকেও বিরোধ বলা চলে না।

উক্ত প্রকারের ক্ষুদ্র জাতীয় রেখাকেই আমরা সান্ত রেখা আখ্যা প্রদান করিয়াছি।

অতএব সমান্তরাল সরল রেখার সংজ্ঞা নিম্নলিখিত আকারে পরিণত হয়;—

কোন ত্রিভুজের দুই বাহুর সমষ্টি অনন্তের দ্বিগুণ হইলে তৃতীয় বাহু সংলগ্ন উক্ত বাহুদ্বয়ের সান্ত অংশদ্বয়ের নাম সমান্তরাল সরল রেখা।

ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের ষড়্‌বিংশতি প্রতিজ্ঞার পরবর্ত্তী প্রতিজ্ঞাগুলিকে বার্ত্তুলিক জ্যামিতিতে প্রয়োগে অক্ষমতার একমাত্র কারণ এই যে, বর্ত্তুলের উপরে সমান্তরাল বর্ত্তুল রেখার অস্তিত্ব অসম্ভব। যেহেতু সমান্তরাল সরল রেখা অবিরামে বর্দ্ধিত হইলেও তাহারা

মিলিত হয় না। কিন্তু বর্ত্তুল রেখা বর্দ্ধিত হইলে বৃহৎ বৃত্তে পরিণত হয় এবং একই বর্ত্তুলস্থিত যে কোণ দুইটি বৃহৎ বৃত্ত, তাহাদের সমদ্বিখণ্ডকারক বিন্দুদ্বয়ে ছিন্ন হইয়া থাকে।

কিন্তু সমান্তরাল সরল রেখার সংজ্ঞা যদি উক্তরূপে পরিবর্ত্তিত হয়, তবে এই আপত্তি খণ্ডিত হইয়া পড়ে এবং তদ্দ্বারা সামতলিক জ্যামিতির প্রমাণ কার্য্যেও বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না।

তাহা হইলে সমগ্র সামতলিক জ্যামিতিটি বার্ত্তুলিক জ্যামিতিরই একটি অংশ হইয়া পড়িল। কারণ, পাদরেখার তুলনায় অনন্ত ক্ষুদ্র বর্ত্তুল রেখাই সরল রেখা এবং বর্ত্তুলের অনন্ত ক্ষুদ্র অংশই সমতলে পরিণত হইল। দৃষ্টান্তস্বরূপ জরিপ কার্য্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেহেতু পৃথিবী বর্ত্তুলাকার হইলেও তাহারই উপরিস্থিত ভূমির মাপ সামতলিক জ্যামিতি দ্বারা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এমন কি, আদালতের নিতান্ত কূট তর্কেও এ সম্বন্ধে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় না।

এক্ষণে দেখিতেছি, প্রথম সত্যাটি দ্বারা "বর্ত্তুল রেখা মাত্রই বর্ত্তুলে অবস্থিতি করে," একমাত্র ইহাই সূচিত হইতেছে; অর্থাৎ এই সত্যাটি সূত্রাকারে উল্লেখের কোন প্রয়োজনই নাই।

আমরা ২ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি, "বর্ত্তুলের অভ্যন্তরস্থিত সমরেখা, যত ক্ষণ তাহার পূর্ণ নিয়মিত রেখা—বৃহৎ বৃত্তের লঘু ধনুর পর্য্যায় অতিক্রম না করে, তত ক্ষণ তাহা সমরেখা নামেই অভিহিত থাকিবে। সমতলের সমরেখা অর্থাৎ সরল রেখা বর্দ্ধমান হইয়া সমরেখার অবস্থাকে অতিক্রম করিবে, ইহা মানব-বুদ্ধির অগম্য।"

এক্ষণে উল্লিখিত বাক্য এবং ইউক্লিডের একাদশ অধ্যায়ের প্রথম প্রতিজ্ঞা, এই উভয় হইতে সরল রেখার পরিবর্দ্ধন-ক্রিয়া নিম্নলিখিতরূপে পরিব্যক্ত হইতেছে ;—

একটি সরল রেখা যে সমতলে অবস্থিতি করে, সর্ব্বদা তাহার মধ্য দিয়াই পরিবর্দ্ধিত হইবে। এইরূপ পরিবর্দ্ধনে, যত ক্ষণ পর্য্যন্ত উহা সান্ত থাকে, তত ক্ষণ উহা সরল রেখা নামেই অভিহিত হইবে। সান্তত্ব নষ্ট হইলে ইহা সরলত্ব-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তুল রেখায় পরিণত হইবে। তথাপি ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইলে ইহা অনন্তে উপস্থিত হইবে। রেখাটি যদি পুনরায় এইরূপ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে অনন্তের দ্বিগুণিত পরিমাণ স্থানে উপস্থিত হয়, তবে ইহা আর সমরেখা নামে অভিহিত হইবে না। তথাপি বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে যে মুখে বর্দ্ধিত হইতেছিল, তাহার বিপরীত দিক্‌ হইতে প্রত্যাগত হইয়া সরল রেখাটির অপর প্রান্তের সঙ্গে একই সরল রেখায় মিশিয়া যাইবে।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

দ্বিজ রঘুনাথের সত্য-নারায়ণের পুথি*

বঙ্গদেশে প্রাচীন ও নবীন অসংখ্য সত্য-নারায়ণের পুথি বা পাঁচালী দৃষ্ট হয়; বোধ হয়, বঙ্গের এমন কোন প্রদেশ বা পরগণা নাই, যেখানে উহার নিজস্ব সত্য-নারায়ণের পুথি না আছে। এই সকল পুথির মধ্যে কোন কোন পুথি মুদ্রিত হইয়া প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির স্থান অধিকার করিয়াছে। মুদ্রিত পুস্তক পাইলে অধিকাংশ লোকেই পুথি হাতে লিখিয়া লওয়ার কষ্ট স্বীকার করার প্রয়োজন বোধ করেন না,—সুতরাং এই কারণে যে অনেক প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির অনাদর ও তাহা হইতে ক্রমে সেই পুথিগুলির বিলোপ সাধিত হইয়াছে, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় কোন কোন সত্য-নারায়ণের প্রাচীন পুথি প্রকাশিত হইয়াছে। আজ আমরাও পাঠকবর্গকে সেইরূপ একখানা প্রাচীন সত্যনারায়ণের পুথি উপহার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এই পুথি-খানা প্রবন্ধ-লেখকের জন্ম-ভূমি ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামগড় গ্রামে সত্য-নারায়ণের পূজা উপলক্ষে অদ্যাপি সুললিত সুর সহযোগে গীত হইয়া থাকে। মনসার ভাসানের ন্যায় সত্য-নারায়ণের পুথি এ ভাবে গীত হইতে বড় দেখা যায় না; তদ্ভিন্ন এই পুথিখানার রচনা-নৈপুণ্যেও অন্যান্য পুথি হইতে যথেষ্ট বিশেষত্ব আছে। কলাবতীর বিলাপ, বারমাসা ও চৌত্রিশ-অক্ষরী স্তোত্র দ্বিজ রঘুনাথের রচনা-নৈপুণ্যের সুন্দর উদাহরণ। রঘুনাথ কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, আমরা স্থির করিতে পারি নাই; তবে রঘুনাথ যে অন্ততঃ শতাধিক বৎসরের প্রাচীন কবি, তাহা নিশ্চিত জানা গিয়াছে। 'ক' চিহ্নিত পুথি-খানার শেষে 'ইতি সন ১২৪৩ সন তারিখ ১৩ ফাল্গুন সন ১২২২ সনের পুথি শ্রীরামচন্দ্র দত্ত সাকীম কেওঢালা' লিখিত থাকায় ক পুথি ও উহার আদর্শ পুথির লিপি-কাল যথাক্রমে ১২৪৩ ও ১২২২ সাল জানা যাইতেছে। রামচন্দ্র দত্তের বংশধরগণ অদ্যাপি আমাদিগের স্বগ্রামের সন্নিহিত কেওঢালা গ্রামে বাস করিতেছেন। ক পুথিখানা তাঁহাদিগের পুরোহিত শ্রীযুক্ত রাজমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট পাওয়া গিয়াছে। ঐ পুথির সহিত সংযুক্ত রামচন্দ্র দত্তের জ্ঞাতি বৈদ্যনাথ দত্ত কর্ত্তৃক ১২৪৫ সালে লিখিত দ্বিজ রামকৃষ্ণের রচিত আর এক সত্য-নারায়ণের পুথি আছে। কেওঢালা গ্রামে সেই পুথিখানাই পূজাপ্রসঙ্গে পঠিত হইয়া থাকে। আমাদিগের স্বগ্রামের 'খ' চিহ্নিত পুথিখানা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। উহা বাঙ্গালা ১২৮৬ সালে অন্য একখানা আদর্শ পুথি দৃষ্টে নকল করা হইয়াছিল। খ পুথিখানা 'সাত নকলে আসল খাস্তা' এই প্রাচীন প্রবাদ-বাক্যের যথার্থতার প্রমাণ করিতেছে। উহাতে লিপিকর-প্রমাদে বহু ভুল ও ত্রুটি প্রবেশ করিয়াছে; মূলের পৃষ্ঠার নীচের পাঠান্তরগুলি দেখিলেই উহা প্রতীত হইবে। তথাপি খ পুথিখানা স্থানে স্থানে প্রকৃত পাঠ-নির্ণয়ে আমা-

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বার্ষিক, ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

দিগের বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। ক পুথির সহিত স্থানে স্থানে খ পুথির পাঠের এরূপ বৈষম্য দেখা যায় যে, তাহাতে একখানা পুথিকে অন্যখানার পরিবর্ত্তিত সংস্করণ মনে না করিয়া পারা যায় না। আমরা প্রাচীনতর 'ক' পুথিখানাকেই অধিকতর প্রামাণিক ও পরিশুদ্ধ বিবেচনা করিয়া অধিকাংশ স্থলে উহার পাঠই মূলে গ্রহণ করিয়াছি—কচিৎ কোন স্থলে 'খ' পুথির পাঠও সমীচীন বোধে গৃহীত হইয়াছে। এই পুথিখানার বিভিন্ন ছন্দগুলি যেরূপ বিভিন্ন সুর-যোগে গীত হয়, তাহার নমুনা স্বরূপ প্রত্যেক ছন্দের দুই একটি কলির স্বর-গ্রাম করিয়া দিতে পারিলে—উহাদিগের মাধুর্য্য কিঞ্চিৎ বুঝা যাইত, কিন্তু প্রবন্ধ-লেখক এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ এবং স্বরগ্রাম প্রকাশ করিলেও তাহা সাধারণ পাঠকের কোন কাজে আসিবে না বলিয়া আমরা আপাততঃ অন্য কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে স্বর-গ্রাম করাইয়া প্রকাশ করার চেষ্টা হইতে বিরত রহিলাম। এই পুথিখানার কোন কোন প্রাচীন বা প্রাদেশিক শব্দের অর্থ-বোধে অসুবিধা হইতে পারে বিবেচনায় পাদ-টীকায় দুরূহ শব্দের অর্থ প্রদত্ত হইল।

ওঁ নমো গণেশায় নমঃ।

বন্দো দেব গণপতি মূষিক বাহনে গতি
এক-দন্ত বিঘ্ন-বিনাশন।
লম্বোদর স্থূল-কায় সিন্দুরে মণ্ডিত তায়
চতুর্ভুজ গজেন্দ্র-বদন॥
প্রমথ১ দানব সাথে প্রণমহ ভূত-নাথে
বৃষারূঢ় শ্মশান-বেহারী।
পরিধান ব্যাঘ্র-ছাল গলায় হাড়ের মাল
ভালে ইন্দু শিরে সুরেশ্বরী॥
ভূমিগত হৈয়া কায় বন্দো দেবী মহামায়
মৃগরাজ-পৃষ্ঠে অবস্থিতি।
একমন চিত্ত হৈয়া শক্তিগণ সঙ্গে লৈয়া
সর্ব্ব দেবে যারে করে স্তুতি॥
বন্দো মাতা ভাগীরথী হরি-পদে উতপত্তি
নিজ-নাথ-জটা-বিলাসিনী২।
ভগীরথ-তপ-বলে প্রকাশিত ভূ-মণ্ডলে৩
দ্রবময়ী কলুষ-নাশিনী॥

১। "প্রথম' খ পুথি। ২। 'নিবাসিনী' খ পুথি। ৩। 'প্রকাশিত' ইত্যাদি স্থলে 'আসিলে অবনিতলে' ক পুথি।

একচিত্ত করি মন বন্দো দেব নারায়ণ
কমলা-সেবিত পদ যার।
নরসিংহ-রূপ ধরি হিরণ্যকশিপু মারি
খণ্ডাইলে পৃথিবীর ভার॥
বন্দিব৪ ভারতী-পায় শুভ্র৫ সুবর্ণ-কায়৬
বাক্যময়ী সুমতিদায়িনী।
বন্দো পড়ি ভূমি-তলে বসন বান্ধিয়া গলে
কমলা কমল-বিলাসিনী॥
রাজহংস রথে গতি বন্দো দেব প্রজাপতি
ব্রহ্মাণী গায়ত্রী করি সঙ্গে।
ভাবিয়া যাহার পদ মুনিগণে গায় বেদ
চতুর্ম্মুখ লোহিত সর্ব্বাঙ্গে৭॥
ঐরাবত-রথে গতি শচী সঙ্গে সুর-পতি
মহিষ-বাহনেতে শমন৮।
প্রণমহ ভক্তি-মনে অজ-রথ৯ হুতাশনে
কৃষ্ণসার-বাহনে পবন॥
বন্দো সিন্ধু-সুত-পায়১০ ষোল-কলা পূর্ণ-কায়
রুহিণ্যাদি নক্ষত্র-সংহতি।
গমন অরুণ রথে নব গ্রহ করি সাথে
প্রণমহ দেব দিন-পতি॥
দীন-হীনজন-বন্ধু ভকত-করুণা-সিন্ধু
শ্রীগুরু-চরণ বন্দো মাথে।
ভূমিগত হৈয়া কায়১১ বন্দি কবিগণ১২-পায়
বিরচিত দ্বিজ১৩ রঘুনাথে॥
সবে হৈয়া বিনিপুণ১৪ শোন সত্য-দেব-গুণ১৫
কলি-যুগে যেমতে প্রকাশ।

৪। 'বন্দিয়া' খ। ৫। 'শুদ্ধ' ক। ৬। 'সুপ্রসন্নকায়' খ। ৭। 'চতুর্ম্মুখ' ইত্যাদি স্থলে 'চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রধারী' খ। ৮। 'মহিষ' ইত্যাদি স্থলে 'মাহিষবাহনে যমরাজ' খ। ৯। 'দিব্যরথ' খ। ১০। 'কায়' খ। ১১। 'তায়' খ। ১২। 'কবিগণ' খ। ১৩। 'কবি' ক। ১৪। 'একমন' খ। ১৫। 'সত্যদেব-গুণ' স্থলে 'সর্ব্ব দেবগণ' খ।

অন্ত১৬ যুগে নাহি ছিল তেই সে পুরাণে নৈল১৭
কবিগণে নানা মতে ভাষ১৮ ॥
পূর্ব্ব কাশীপুর নাম ব্রহ্মপুত্র-কূলে গ্রাম
ব্রাহ্মণাদি-বসতি প্রচুর।
তথায় বসতি করি সদানন্দ নাম ধরি
ছিল এক ব্রাহ্মণ ঠাকুর ॥
নিত্য সেই বিপ্র জন গ্রাম করি পর্য্যটন
নিজোদর করয়ে পালন।
আরো১৯ দিন বিপ্র-রায় গ্রাম-পর্য্যটনে যায়
তাহে দেখে২০ একটি ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণে বলেন ভিক্ষু চলিয়াছ কোন দিক্ষু*
দুঃখী কেনে দেখি অতিশয়।
সদানন্দ শুনি বাণী যোড় করি দুই পাণি
নিজ কথা বিশেষিয়া কয় ॥
শুনি প্রভু দয়াময় তাহে২১ উপদেশ কয়
সেব তুমি সত্য-নারায়ণ।
বহু মন্ত্র-তন্ত্র২২ নয় সেবিলে বিভূতি হয়
সত্য সত্য কহিল বচন ॥
সোয়া পরিমাণ করি আতব-তণ্ডুল-গুড়ি
রম্ভা দুগ্ধ২৩ ইক্ষুর২৪ মিশ্রিত।
প্রতিবাসী যত ধনী২৫ সন্ধ্যাকালে ডাকি আনি
নারায়ণে করি নিবেদিত ॥
সত্য-নারায়ণ প্রতি সবে করি স্তুতকতি২৬
যার যেই মানস করিয়া।
ভক্তি করি রম্ভা-পাত লইবেক যুড়ি হাত
প্রসাদ খাইবে তাহে২৭ নিয়া ॥

১৬। 'সত্য' খ। ১৭। 'তেই' ইত্যাদি স্থলে 'কলিতে প্রকাশ হৈল' খ। ১৮। 'কবিগণে' ইত্যাদি স্থলে 'দারিদ্র্যেরে করিতে উল্লাস' খ। ১৯। 'আর' খ পুথি। ২০। 'দেখা' খ। * দিক্ষু—(সংস্কৃত 'দিক্ষু'=দিক্‌সমূহে) দিকে। ২১। 'তাথে' খ। ২২। 'তন্ত্রমন্ত্র' খ। ২৩। 'যুক্ত' খ। ২৪। 'ইক্ষুক' ক। ২৫। 'ধানি' ক। ২৬। 'ভকতি' খ। ২৭। 'হাতে' খ।

সদানন্দ তুষ্ট হৈয়া　　নগরে গেলেক ধাইয়া
বৃদ্ধ বিপ্র করিয়া নমন২৮।
সেই দিন ভিক্ষা করি　　যথা দ্রব্য যোগ্য হরি২৯
ঘরে আসি করিল পূজন ॥
বিধি মতে সেবা৩০ করি　　সভা ভরি৩১ বলে হরি
তুষ্ট হৈয়া প্রভু অধিষ্ঠান।
উচ্চারিয়া বিষ্ণু-বীজ　　স্তবন করিলা দ্বিজ
বর দিলা সত্য-ভগবান্৩২ ॥
খণ্ডিবে দারিদ্র্য-দুখ　　ঐহিকে পাইবে সুখ
পারত্রিকে৩৩ আমার সন্তান৩৪।
এহা বলি দয়াময়　　আর করি দিব্যচয়৩৫
তথা হৈতে হৈলা অন্তর্দ্ধান ॥
সেই বর প্রকাশিল　　দুঃখ শোক৩৬ দূরে গেল
ভূতি৩৭ হৈল কুবের সমান।
দ্বিজ৩৮ রঘুনাথে কয়　　সেবিলে বিভূতি হয়
সেব সবে সত্য-ভগবান্৩৯ ॥

খর্ব্ব ছন্দ।

এক দিন অতি ক্ষীণ কাঠরিয়াগণ।
কাষ্ঠ কাটিবারে হাটি৪০ করিল গমন ॥
কর্ম্ম-ফলে রৌদ্র-জালে তৃষ্ণা-যুক্ত হৈয়া।
কত দূরে কাশীপুরে উত্তরিলা গিয়া ॥
বিপ্র দেখি বলে দুখী৪১ জল কর দান।
সদানন্দ পায়ানন্দ করাইল পান৪২ ॥
ভক্তিমন্ত দেখি শান্ত৪৩ জিজ্ঞাসিল তারে।
কি কারণ পাল্যা ধন কহত আমারে৪৪ ॥
বিপ্র বলে কোন ছলে দিলেন ঈশ্বর।
পর্য্যটনে দরশনে এক বিপ্রবর ॥
সত্য-দেব তুমি সেব ঘরেতে যাইয়া।
ভিক্ষা করি দ্রব্যাহরি সুসজ্জ করিয়া ॥
ভিক্ষা-পথে সেই মতে শুনিয়া বিধান।
ভাগ্য মানি দ্রব্য আনি পূজে ভগবান্ ॥
তুষ্ট হৈলা বর দিলা বিভূতি পাইল।
উপকার করি সার৪৫ তোমাকে কহিল ॥

২৮। 'মনন' খ। ২৯। 'যথা' ইত্যাদি স্থলে 'যত দ্রব্য সমাহরি' খ। ৩০। 'পূজা' খ। ৩১। 'করি' ক। ৩২। 'নারায়ণ' খ। ৩৩। 'পারত্রিকে' খ। ৩৪। 'সমান' খ। ৩৫। 'আর' ইত্যাদি স্থলে 'দিয়া নিজ পরিচয়' খ। ৩৬। 'সব' খ। ৩৭। 'বৃদ্ধি' খ। ৩৮। 'কবি' ক। ৩৯। 'নারায়ণ' খ। ৪০। 'কাষ্ঠ' ইত্যাদি স্থলে 'কাষ্ঠ কাটি বার আটি' ক। ৪১। 'বিপ্র' ইত্যাদি স্থলে 'দেখে বিপ্র আছে ক্ষিপ্র' ক। ৪২। 'জলপান' খ। ৪৩। 'ভক্তিমন্ত' ইত্যাদি স্থলে 'ভক্তিপক্ষ কাষ্ঠ তক্ষ' ক। ৪৪। 'কি' ইত্যাদি স্থলে 'দুঃখ দূর হৈল তোর কিমত প্রকারে' খ পুথি। ৪৫। 'উপকার' ইত্যাদি স্থলে 'আদি অন্ত সব বৃত্তান্ত' খ।

শুনি হিত আনন্দিত কাঠরিয়াগণ।
ঘরে যাইয়া তুষ্ট হৈয়া পূজে নারায়ণ৪৬ ॥
তুষ্ট-মনে নারায়ণে তারে দিলা বর।
দুঃখ গেল ধন হৈল বিভুতি বিস্তর ॥
তার শেষে সর্ব্ব দেশে হইল প্রকাশ।
সত্য-দেবে পূজি সবে দুঃখ কৈল নাশ ॥
যোড়-হাতে রঘুনাথে করে নিবেদন।
দুঃখ হর কৃপা কর৪৭ সত্য-নারায়ণ ॥

ত্রিপদী।

রত্নপুর৪৮ নামে গ্রাম সর্ব্ব-গুণে গুণ-ধাম
তাথে বৈসে সাধু লক্ষপতি।
ভার্য্যা তার লীলাবতী রূপে গুণে মহামতি৪৯
ঘরে তার নাহিক সন্ততি ॥
এক দিন সেই জন বাণিজ্য করিতে মন
কাশীপুরে কৈলা৫০ অধিষ্ঠান।
তথাতে কামনা করি ঘরে আইলে৫১ সাধু-তরি
এক কন্যা হৈল উপদান* ॥
রাখি কলাবতী নাম পাত্র আনি অনুপাম
শঙ্খপতি তাহান বিধান৫২।
শুভ লগ্নে ক্ষণ করি বহু দ্রব্য সমাহরি
কন্যাকে করিল সম্প্রদান ॥

খর্ব্ব ছন্দ।

বর সঙ্গে মন-রঙ্গে তুষিয়া সুন্দরী।
শাস্ত্র-মতে পতি-হাতে ঘরে নিল ধরি ॥
দুই জনে এক-মনে বিধি মিলাইল।
মহাসুখে সকৌতুকে রজনী বঞ্চিল ॥
এহি মতে আনন্দেতে সাধু কন্যা পাইলে।
সত্য-দেবা নৈলে সেবা৫৩ সাধু কর্ম্মফলে ॥
কত৫৪ দিনে সাধু৫৫ মনে বাণিজ্যে যাইতে।
সপ্ত তরি সজ্জ করি জামাতা সহিতে ॥
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে৫৬ নৌকা-আরোহণ।
উচ্চ-রব মাল্লা সব করে ঘন ঘন ॥
সর্ব্ব পথে নানা মতে দেখি তীর্থগণ।
প্রণমিয়া প্রবন্ধিয়া৫৭ করিল৫৮ তর্পণ ॥

৪৬। 'শুনি' ইত্যাদি পংক্তি-দ্বয় স্থলে 'কাঠতক্ষ সেই বাক্য শুনি সাবধানে। ভাগ্য মানি দ্রব্য আনি পুজিল বিধানে ॥' ক। ৪৭। 'দুঃখ' ইত্যাদি স্থলে 'তুষ্ট হৈল বর দিল' খ। ৪৮। 'রত্নপুর' খ। ৪৯। 'মহাসতী' ক। ৫০। 'হৈলা' খ। ৫১। 'আইল' খ। * উপদান=উৎপত্তি। ৫২। 'রাখি' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় খ পুথিতে নাই। ৫৩। 'সত্য' ইত্যাদি স্থলে 'সত্য দেব নৈলে সব' খ। ৫৪। 'এক' খ পুথি। ৫৫। 'হৈল' খ। ৫৬। 'শুভ' ইত্যাদি স্থলে 'শুভক্ষণে সুলগনে' ক। ৫৭। 'করে যাত্রা' খ। ৫৮। 'মান যে' খ।

তার পরে সে৫৯ সফরে রাজা সত্যবান্ ।
রাজ-ভেটে সন্নিকটে সাধু অধিষ্ঠান ॥
আজ্ঞা পায়্যা বাসা লয়্যা ছান্দিল দোকান।
পূর্ব্ব ফলে প্রকাশিলে সত্য-ভগবান্ ॥
রাজ-ঘরে যায়্যা চোরে সর্ব্বস্ব হরিল।
সেই সর্ব্ব যত দ্রব্য সাধু মূল্য দিল৬০ ॥
চরগণ অনুক্ষণ রাজ-আজ্ঞা পায়্যা।
হয়্যা মত্ত করে তত্ত্ব সদা ফিরে ধায়্যা ॥
নারায়ণে কুপ্ত-মনে৬১ বৃদ্ধ বিপ্র হৈয়া।
মুক্তা কাণে সাধু পানে৬২ দিলা দেখাইয়া ॥
স্বর্ণ-বর্ণ মুক্তা-কর্ণ সাধু শঙ্খপতি।
চোর করি৬৩ আনে ধরি শ্বশুর সংহতি ॥
কর্ম্মফলে বন্দিশালে রৈলা দুই জন।
গৃহে এথা শোন কথা যেমত লক্ষণ ॥
জামাতার বহুকাল৬৪ শ্বশুর সংহতি।
দেখি৬৫ লীলা দুঃখশীলা সদত রোদতি ॥
সত্য-কোপে কোনরূপে৬৬ হরি নিল ধন।
কত মৈল পলাইল দাস-দাসীগণ ॥
দিন দিন ভাগ্য-হীন সত্যের কপটে।
ভিক্ষা মাগি প্রাণ রাখি বড়ই সঙ্কটে ॥
উপবাসে বেলা-শেষে৬৭ সাধুর কুমারী।
ভিক্ষা জন্মে গেল কন্যে৬৮ ব্রাহ্মণের বাড়ী ॥
সন্ধ্যা-বেলা নিজ শালা পূজে নারায়ণ।
কলাবতী দুঃখ-মতি পুছিল কারণ ॥
পূজা মত বিধি যত শুনিয়া বিশেষ।
ভাগ্য মানি দ্রব্য আনি পূজে হৃষীকেশ ॥
তুষ্ট হৈলা বর দিলা প্রভু নারায়ণ।
সত্যবানে নিজ-কাণে কহিলা সপন ॥
নিদ্রা হৈতে উঠি প্রাতে কহে৬৯ পাত্র স্থানে।
বন্দিযুক্ত দুই মুক্ত৭০ সেই ক্ষণে আনে ॥
তুষ্ট মনে দুই জনে করাইল স্নান।
নিতি কর্ম্ম যথা৭১ ধর্ম্ম বস্ত্র-পরিধান ॥
দুই জন আলিঙ্গন করি নৃপ-বর।
মিষ্ট ভাষি৭২ দ্রব্যরাশি দিল বহুতর ॥
অশ্ব গজ বানা৭৩ ধ্বজ নানান প্রকার।
রেসমী পসমী আদি বস্ত্র ভারে ভার ॥
হীরা মতি নানাজাতি প্রধান৭৪ যতেক।
সপ্ত তরি দিল ভরি লিখিব কতেক ॥
নানাবিধি তৈজসাদি কহন না যায়।
গন্ধদ্রব্য দিল সর্ব্ব ভরিয়া নৌকায় ॥
বানিয়াতি নানাজাতি লঙ্গ তেজপাত।
জাতিফল নিয়াছল এলাচি গুজরাত৭৫ ॥
নিজ পুরী শূন্য করি দিল৭৬ নানা ধন।
যোড়-কর৭৭ পরিহার করয়ে রাজন ॥

৫৯। 'স্থ' ক। ৬০। 'নিল' ক। ৬১। 'ক্রোধমনে' খ। ৬২। 'মুক্তা' ইত্যাদি স্থলে 'মুক্তা চুলে সাধুগলে' খ। ৬৩। 'বলি' খ। ৬৪। 'জামাতার' ইত্যাদি স্থলে 'জামাতারে কারাগারে' খ। ৬৫। 'শুনি' খ। ৬৬। 'সত্য-কোপে' ইত্যাদি স্থলে 'দৈবযোগে কর্ম্ম-ফলে' ক। ৬৭। 'উপবাসে' ইত্যাদি স্থলে 'এক দিন অতি ক্ষীণ' ক। ৬৮। 'ভিক্ষা' ইত্যাদি স্থলে 'ভিক্ষা অর্থে গ্রামপথে' ক। ৬৯। 'নিদ্রা' ইত্যাদি স্থলে 'দেখি সপ্ন কহে প্রশ্ন নিজ' ক। ৭০। 'সাধু' খ। ৭১। 'যত' খ। ৭২। 'রাশি' খ। ৭৩। 'দিয়া' খ। ৭৪। 'প্রচুর' ক। ৭৫। 'বানিয়াতি' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় ক পুথিতে নাই। ৭৬। 'দিয়া' ক। ৭৭। 'করযোড়ে' খ।

দৈবাধীনে৭৮ ক্রোধ-মনে দুঃখ দিল তোমা। পড়ি ভূমি পদ নমি কৈলা সম্ভাষণ৮০ ॥
বিনা দোষে কৈল৭৯ রোষে এবে কর ক্ষমা॥ মৃদুভাষে রাজ-পাশে হইয়া বিদায়।
রাজ-কষ্ট শুনি তুষ্ট হৈলা দুই জন। কার নতি গণপতি চড়িলা৮১ নৌকায় ॥

ত্রিপদী।

আনন্দে চড়িয়া৮২ নায় সদাগর দেশে যায়
হরি বলে৮৩ দাড়ি মাঝিগণ।
হেন কালে ধীরে ধীরে৮৪ বিপ্ররূপে নদীতীরে৮৫
আসিলেন সত্যনারায়ণ ॥
পুছিলা সাধুর তরে কি দ্রব্য নৌকার পরে
পরিহাস্তে৮৬ সাধু কহে কথা।
তুমি ভিক্ষু৮৭ হীনবল শুনি ইহা কিবা ফল
ভরিয়াছি তরু লতা পাতা ॥
শুনিয়া সাধুর বাণী হাসিলেন চক্রপাণি৮৮
এবমস্তু বলিলেন ছলে।
নৌকায় যত ধন ছিল সব লতা পাতা হৈল৮৯
ভাসিয়া উঠিল সব জলে৯০ ॥
দেখি সাধু অচেতন করে বহু বিলাপন৯১
হেন কালে কহে শঙ্খপতি।
আমার বচন ধর বিপ্রকে স্তবন কর৯২
তবে তোমার ঘুচিবে দুর্গতি ॥
সদাগর শুনি কথা নৌকা লাগাইয়া তথা
জামাতার সহিতে গমন।

৭৮। 'দৈব দিনে' খ। ৭৯। 'কৈলা' খ। ৮০। 'রাজ-কষ্ট' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় স্থলে খ পুথির পাঠ যথা,—'রাজ-বাণী সাধু শুনি হৈল হরষিত। তুষ্ট হৈল প্রণমিল পড়িয়া ভূমিত॥' ৮১। 'উঠিলা' খ। ৮২। 'চলিলা' খ। ৮৩। 'ধ্বনি' খ। ৮৪। 'ধীরে ধীরে' স্থলে 'নদীতীরে' খ। ৮৫। 'বিপ্র' ইত্যাদি স্থলে 'বৃদ্ধরূপে ধীরে ধীরে' খ। ৮৬। 'উপহাস্যে' খ। ৮৭। 'বিপ্র' খ। ৮৮। 'যদুমণি' খ। ৮৯। 'নৌকায়' ইত্যাদি স্থলে 'নৌকার যতেক ধন আচম্বিতে বিনাশন' ক। ৯০। 'সব জলে' স্থলে 'সপ্ত তরি' খ। ৯১। 'করে' ইত্যাদি স্থলে 'হাহাকার ঘন ঘন' খ। ৯২। 'বিপ্রকে' ইত্যাদি স্থলে 'পরিহার দ্বিজবর' খ।

নতশির গদগদ   ধরিয়া বিপ্রের পদ
করিলেন অনেক স্তবন ॥
সাধু যদি মিনতিলা৯৩   শুনি দ্বিজ৯৪ তুষ্ট হৈলা
নৌকা কাছে করিলা গমন।
দয়া কৈলা নরহরি   ধনপূর্ণ হৈল তরি
নমি সাধু চলিলা তখন৯৫ ॥
বাহ বাহ সাধু ডাকে   মাল্লাগণ বাহে ঝাঁকে
নাহি করে বিলম্ব বিশ্রাম।
পবন-সঞ্চারে৯৬ ধায়   আস্তে ব্যস্তে নৌকা যায়
সন্ধ্যাবেলা পায় নিজ গ্রাম ॥
গৃহে লীলাবতী ধনী   পুরোহিত ডাকি আনি৯৭
পূজা করে সত্য-নারায়ণ।
হেন কালে বলে চরে   লক্ষপতি আইল ঘরে
মায় ঝিয়ে হৈল অচেতন ॥
আস্তে ব্যস্তে পূজা সারি   শীঘ্রগতি সাধু-নারী
নদীতীরে করিলা গমন।
কলাবতী শুনি কথা   প্রসাদ ফেলিয়া তথা
ধায়্যা গেল পতি দরশন ॥
এথা ঘাটে সদাগরে   নানা সুমঙ্গল করে
লাগাইয়া সপ্তখানা তরি।
বাদ্যভাণ্ড উতরোল৯৮   নাহি শোনে কার বোল
ঢাক ঢোল মৃদঙ্গ খঞ্জরি ॥
কলাবতীর অপরাধ   তাহে ঘটে পরমাদ৯৯
কোপে প্রভু১০০ করিলেন ছল।
উদিত নির্ম্মল১০১ শশী   শঙ্খপতি ছিল বসি
নৌকা সমেত ঘাটে হৈল তল ॥
হেন কালে সদাগরে   নানা সুমঙ্গল করে
নৌকা হইতে উঠিলেক তটে।

৯৩। 'প্রণতিলা' খ। ৯৪। 'প্রভু' খ। ৯৫। 'নমি' ইত্যাদি স্থলে 'প্রণমিয়া করিল গমন' খ। ৯৬। 'গমনে' খ। ৯৭। 'গৃহে' ইত্যাদি স্থলে 'এথা প্রিয়াগমসিলা প্রতিবাসি ডাকি লীলা' ক। ৯৮। 'উচ্চ রোল' খ ৯৯। 'তাহে' ইত্যাদি স্থলে 'দেখি প্রভু জগন্নাথ' ক। ১০০। 'কোপে প্রভু' স্থলে 'ক্রুদ্ধ হৈয়া' ক। ১০১। 'লিখন' খ।

সাধু আদেশিলা লোকে শীঘ্র আন জামাতাকে
নৌকা সহ নাহি দেখি ঘাট ॥
আহা প্রভু জগন্নাথ কিবা হৈল বজ্রাঘাত
প্রাণ-সম জামাতা কোথায়।
লীলাবতী শুনি বাণী শিরেতে পাষাণ হানি
অচেতনে পড়িয়া তথায়১০২ ॥
হেন কালে কলাবতী ধায়্যা আসি শীঘ্রগতি
কথা শুনি হৈলা অচেতন১০৩।
ক্ষেণেকে চেতন পায়্যা ধরা-তলে লোটায়্যা
সকরুণে করিছে রোদন ॥

*লাচারি** ।

কান্দে নারি কলাবতী আহা প্রভু প্রাণপতি
অভাগিনী ডাকিছে তোমারে।
কোন অপরাধে মোরে পাসরিলা প্রাণেশ্বরে
কি কারণে তেজিলে আমারে ॥
সপনেহ তোমা বিনে অন্য নাহি মোর মনে
তবে কেনে নিদয়া হইলা।
প্রফুল্ল সময় পায়্যা মধু-পান না করিয়া
কেনে পুষ্প বিসর্জ্জন কৈলা ॥
চন্দ্র-হীন১০৪ নিশি-শোভা সূর্য্য বিনা যেন দিবা
শিখী যেন বিনা কাদম্বিনী।
মণি-হারা যেন ফণী শশী বিনা কুমুদিনী
কাদম্বিনী বিনা সৌদামিনী ॥
জল বিনা যেন মীন সরোবর পদ্মহীন
পদ্ম যেন বিনা মধুকর।

১০২। 'অচেতনে' ইত্যাদি স্থলে 'ভূমে পড়ে অচেতন হৈয়া' খ। ১০৩। 'হেন কালে' ইত্যাদি পংক্তি দুইটি খ পুথিতে নাই,—লিপিকর-প্রমাদে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

* এই লাচারির কলিগুলি ভাটিয়াল সুরে তেওট তালে গীত হইয়া থাকে এবং মাত্রা পূরণের জন্য প্রয়োজন মতে শব্দগুলির মাঝে মাঝে 'হে', 'ওহে', 'আরে' ইত্যাদি শব্দ যোগ করা হয়। ১০৪। 'তারা-হীন' ক।

রাজা-হীন যেন ভূমি তোমা বিনে তেন আমি
শোকানলে হৈয়াছি কাতর১০৫ ॥
পরবাসে ছিলে১০৬ তুমি সতত চিন্তিত আমি
আগমনে পূরিবে বাঞ্ছিত।
দ্বাদশ বৎসর পরে যদি বা আসিলা ঘরে
তাহে বিধি করিল বঞ্চিত ॥
কোন অপরাধে মোরে বিধি বিড়ম্বনা করে
কিবা মোর লিখিল ললাটে১০৭।
কোন জন্মে ছিল পাপ কেবা দিল ব্রহ্ম-শাপ
তে কারণে পতি ডুবে ঘাটে১০৮ ॥

বারমাসী।

ইহ ত বৈশাখ মাস তুহিন১০৯ হইল নাশ
প্রচণ্ড যে হইল তপন১১০।
বসন্ত আগত দেখি ডাকয়ে কোকিল পাখী১১১
আমি তাহে দুঃখিত বিমন ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে চণ্ডারুণ১১২ গ্রীষ্ম হৈল সুদারুণ১১৩
পক্ক আম্র হইল মিলন।
ফুটিল বকুল জাতি তাহে মোর নাহি পতি১১৪
কাল যাবে করিয়া কেমন ॥
আষাঢ়েতে ঘন বৃষ্টি শ্রাবণে বরিষা সৃষ্টি
ভাদ্র মাসে পক্ক তালগণ।
আশ্বিনেতে দশভুজা ত্রিভুবনে করে পূজা
তাহে আমি পতিহীন জন ॥

১০৫। 'শোকানলে' ইত্যাদি স্থলে 'তোমা বিনা না রহে জীবন' খ। ১০৬। 'পরবাসে ছিলে' স্থলে 'বিদেশে আছিলা' খ। ১০৭। 'কিবা' ইত্যাদি স্থলে 'কিবা ছিল ললাটে আমার' খ। ১০৮। অতঃপর খ পুথিতে নিম্নলিখিত প্রক্ষিপ্ত পংক্তিদ্বয় দৃষ্ট হয়, যথা—

'ষোড়শ বয়স বালা বিষম মদন-জ্বালা
চিত্ত মোর করয়ে দাহন।'

১০৯। 'তব হিন' খ। ১১০। 'প্রচণ্ড' ইত্যাদি স্থলে 'প্রফুল্ল যে হইল পবন' খ। ১১১। 'বসন্ত' ইত্যাদি স্থলে 'যে জীবে যেমত ভাগ সেই মত অনুরাগ' ক। ১১২। 'চন্দ্রারোদ' খ। ১১৩। 'সুধারোদ' খ। ১১৪। 'ফুটিল' ইত্যাদি স্থলে 'তাহে মোর নাহি পতি আমি নবকুল জাতি' ক।

কার্ত্তিকে শরত কাল নিশি-শোভা অতি ভাল১১৫
মার্গশীর্ষে নবীন ভোজন।
পৌষ মাসে দিবা-হ্রাস দীর্ঘ রাত্র অভিলাষ
তাহে মোর পতির মরণ ॥
মাঘ মাস মহাধন্ত স্নানদানে মহাপুণ্য
সুমধুর১১৬ তাম্বুল চর্ব্বণ।
ফাল্গুনেতে মন্দ শীত চৈত্রে নারী হরষিত১১৭
তাহে মোর পতির নিধন ॥
এহি মতে কলাবতী বিলাপ করিয়া অতি
উচ্চস্বরে১১৮ করিছে রোদন।
কাতর করুণা* শুনি দয়া কৈলা দেবমণি১১৯
দ্বিজ রঘুনাথের বচন ॥

খর্ব্ব ছন্দ।

লক্ষপতি শুদ্ধমতি করে হাহাকার।
হেন কালে পড়ি গেলে শব্দ হুহুঙ্কার ॥
শোন সাধু তোর বধু কহুক কন্যারে।
ভূমিগত প্রসাদ১২০ তুলিয়া খাইবারে ॥
এত শুনি সাধু-মণি হৈল হরষিত।
মৃত দেহে হৈল তাহে জীব সঞ্চারিত১২১ ॥
আচম্বিতে সচকিতে সাধু লক্ষপতি।
ভার্য্যা লীলা আদেশিলা অতি হৃষ্টমতি ॥
লীলাবতী শীঘ্রগতি কন্যাকে কহিল।
সাধু-কন্যা মানি ধন্তা১২২ প্রসাদ খাইল ॥
তুষ্ট হৈলা বর দিলা প্রভু গদাধর।
নৌকা ঘাটে ভাসি উঠে জলের উপর ॥
লক্ষপতি শীঘ্রগতি জামাতা আনিল।
নারীগণে শুভক্ষণে ঘরে নিয়া গেল ॥
বারেবার অঙ্গীকার পূজা করিবার।
তুষ্টমনে দুই জনে আরম্ভিলা তার ॥
নিমন্ত্রণ নিবেদন করি সদাগর।
চারি পাশে দেশে দেশে পাঠাইলা চর ॥
বাদ্যকার নাট্যকার বিদ্যাধরগণ১২৩।
যত১২৪ প্রজা সাধু রাজা পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ॥

১১৫। 'কার্ত্তিকে' ইত্যাদি স্থলে 'উষা মাসে দেবরাস দশ ইন্দ্র পরকাশ' ক। ১১৬। 'লজ্জযুক্ত' খ। ১১৭। 'চৈত্রে' ইত্যাদি স্থলে 'চৈত্র মাসে বসন্তত' ক। ১১৮। 'উচ্চারিয়া' ক। *করুণা=কাতর-উক্তি। ১১৯। 'কৈলা' ইত্যাদি স্থলে 'কৈয়া দৈববাণী' খ। ১২০। 'প্রসাদ যত' খ। ১২১। 'এত' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় স্থলে—

'এত শুনি সাধুমণি হৈলা অচেতন।
তপ্ত স্থল দিলা জল কোন মহাজন ॥' ক।

১২২। 'সাধু' ইত্যাদি স্থলে 'ব্যস্ত হৈয়া শীঘ্র যাইয়া' খ। ১২৩। 'বিদ্যাধরীগণ' খ। ১২৪। 'সঙ্গে' ক।

প্রতিবেশী দাসদাসী আসিয়া মিলিল১২৫।
সন্ধ্যা বেলা নিজ শালা পূজা আরম্ভিল ॥
দুগ্ধ গুড় রম্ভা আর আতব তণ্ডুল।
নানাবিধি ফল আদি কর্পূর তাম্বুল ॥
নিয়মিত দ্রব্য যত সোয়া পরিমাণ।
উপহার ভারে ভার বিবিধ বিধান ॥
মিশ্রী চিনি খাজা ফেণী মতিচুর খাসা।
রসকরা মনোহরা জিলাপী বাতাসা ॥
কন্দ গাঠা জষ্ঠীমিঠা১২৬ এলাচির দানা।
রাশি রাশি আনারসি তক্তি পেড়া ছানা ॥
মিষ্ট দ্রব্য দিল সর্ব্ব কত কব তারে১২৭।
ফল আদি নিরবধি দিল ভারে ভারে ॥
সভা করি সারি সারি বসি চতুর্ভিতে।
নারীগণ১২৮ আগমন জয়ধ্বনি দিতে ॥
স্বর্ণ-পীঠে স্বর্ণ১২৯ঘটে করিয়া স্থাপন।
বেদ-মুখ্য স্বস্তি-বাক্য করে দ্বিজগণ ॥

উত্তরাস্যে অপ্রকাশে স্মরি বিষ্ণু-বীজ।
ধ্যানান্তরে পূজা করে পুরোহিত দ্বিজ ॥
ঢোল ডম্ফ জগঝম্প খঞ্জরি মৃদঙ্গ১৩০।
তাম্বুরা মন্দিরা আর তবল প্রচঙ্গ ॥
সপ্তস্বরা সেতারা আর সারিন্দা পিনাক।
বাঁশী বীণা আদি নানা বাদ্য লাখে লাখ ॥
উচ্চ রব করি সব বাজায় সম্মুখে।
বেশ করি বিদ্যাধরী নাচয়ে কৌতুকে ॥
সুস্বরিত১৩১ গায় গীত গায়ক সকল।
নানা মতে চতুর্ভিতে হৈল সুমঙ্গল ॥
হাতে হাত ধরি যত কুলের কামিনী।
স্বর পূরি১৩২ ঘুরি ঘুরি দিচ্ছে জয়ধ্বনি ॥
যোড়-হাতে রঘুনাথে করে নিবেদন।
দুঃখ হর কৃপা কর সত্যনারায়ণ ॥
দীনহীনে তুমি বিনে আর নাহি বন্ধু।
কৃপা-মন নারায়ণ তার১৩৩ ভবসিন্ধু ॥

স্তব অক্ষর চৌতিশ*।

করি যোড় পাণি   কহে স্তুতি-বাণী১৩৪
কাতর কলুষ-ত্রাসে।

১২৫। 'প্রতিবেশী' ইত্যাদি পংক্তি চারিটির স্থলে ক পুথির পাঠ, যথা—'সেবা-দ্রব্য করি ভব্য যত আয়োজন। সন্ধ্যাকালে আরম্ভিলে করি শুভক্ষণ ॥ গোরস ইক্ষুক রম্ভা আতব তণ্ডুল। বাটা ভরি সজ্জ করি গুবাক তাম্বুল ॥' ১২৬। 'কন্দ' ইত্যাদি স্থলে 'নকুলাদি নানাবিধি' খ। ১২৭। 'মিষ্ট' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় স্থলে 'যত সর্ব্ব নানা দ্রব্য দিল সদাগর। লিখিতে কহিতে হয় গ্রহস্ত বিস্তর ॥' ক। ১২৮। 'নারীগণ' ইত্যাদি স্থলে 'মধ্যাজনে বিদ্যাসনে বেদবিধি মতে ॥' ক।

১২৯। 'পূর্ণ' ক। ১৩০। 'ঢোল' ইত্যাদি চারিটি পংক্তির স্থলে খ পুথির পাঠ যথা—'ঢাক ঢোল লাখে লাখে মৃদঙ্গ খঞ্জরি। তাম্বুরা সারিন্দা বীণা শানাই ভেউরি ॥ সপ্তস্বরা সেতারা কাড়া মন্দিরা পিনাক। বাঁশী রোসনচকি বাজে লাখে লাখ ॥'

১৩১। 'সুস্বরেতে' খ। ১৩২। 'স্বর পুরি' স্থলে 'সব নারী' খ। ১৩৩। 'নারায়ণ তার' স্থলে 'গদাধর তরাও' খ। * এই স্তবের কলিগুলি রামকেলি রাগিণী ও একতালা তালে গীত হইয়া থাকে। ১৩৪। 'করি' ইত্যাদি স্থলে 'করি স্তুতি-বাণী করযোড় পাণি' খ।

কৃষ্ণ কৃপাময় কেশি-কংস-জয়১৩৫
ক্লেশ-ক্ষয় কর দাসে১৩৬ ॥
খল-তাপ-হারী খল-ক্ষয় করি
খিতি ধরিছ আপনে।
খীরোদ-নিবাসী খগেন্দ্র-বিলাসী
খেমা কর খিন জনে ॥
গোলক ছাড়িয়া গোপ-গৃহে যায়্যা
গোবর্দ্ধন-গিরিধারী।
গোপ-শিশু লয়্যা গো-ধেনু চরায়্যা
গোপী-চিত্ত কৈলা চুরি ॥
ঘোর ভবার্ণবে ঘূর্ণিত এ সবে
ঘেরিছে শমন-দূতে।
ঘরের সেবক ঘুচাও বিপাক১৩৭
ঘোষণা রবে১৩৮ জগতে ॥
উতপতি-কারী উনমত্ত-ঐরি
উড়িষ্যায় অবস্থিতি।
উক্তি-মুক্তি-দাতা উমাপতি ধাতা১৩৯
উদ্দেশিয়া করে স্তুতি ॥
চণ্ডী-চক্রেশ্বর১৪০ চতুর্ভুজ-ধর
চন্দ্রচূড়ার্দ্ধাঙ্গ-মাথা১৪১।
চারু চন্দ্র-বর১৪২ চরণে নখর১৪৩
চূড়ায় ময়ূর-পাখা ॥
সৃষ্টি-স্থিতি-কারী শ্রীপতি শ্রীহরি
শ্রদ্ধা স্নেহ অবতীর্ণ।
ছিল দশ-মুণ্ড ছত্র নব দণ্ড
ছলে কৈলা ছিন্ন ভিন্ন ॥
জয় জনার্দ্দন জাদব-নন্দন
জয় জগন্নাথ-স্বামী।
জগত-কারণ জগত-পালন
জগত-নাশনে জামী১৪৪ ॥
ঝলমল মুখ ঝলকে ত্রিলোক
ঝলমল বন মালা।

১৩৫। 'কশিক হৃদয়' খ। ১৩৬। 'ক্লেশ দিলা দীন দাসে' খ। ১৩৭। 'অপদে' খ। ১৩৮। 'করে' খ। ১৩৯। 'উক্তি' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় খ পুথিতে নাই। ১৪০। 'চণ্ডেশ্বরী' খ। ১৪১। 'চন্দ্র'-ইত্যাদি স্থলে 'চন্দ্রচূড়াঙ্গনা মাথা' খ। ১৪২। 'চন্দ্রধর' খ। ১৪৩। 'চরণে নখর' স্থলে 'চরণ নির্ম্মল' খ। ১৪৪। 'জগত'—ইত্যাদি স্থলে 'জগত-সংসার-কর্ত্তা তুমি' খ। 'জামী' (সংস্কৃত—'যামী')= প্রহরী।

ঝাপনে১৪৫ কলুশ　　ঝঙ্কারে মানুষ
ঝাটে হর১৪৬ যম-জ্বালা ॥
নিয়মিত-কর্ত্তা　　নিয়মিত-ভর্ত্তা
নিয়তস্বরূপ তুমি।
নিয়মিত-বন্ধু　　নিস্তার-মুকুন্দ
নিদানে পরিছি আমি১৪৭ ॥
টুটাইছে যমে　　টোনসরোসমে(?)
টঙ্ক*-ধারী অনুচরে১৪৮।
টঙ্কারহ ধনু　　টলমল তনু১৪৯
টুটাও ভব কিঙ্করে ॥
ঠাকুর নিকটে　　ঠেকেছি সঙ্কটে
ঠাইট নাহি মারে দাসে১৫০+।
ঠেকিয়াছি ঘোরে　　ঠাণ্ডা কর মোরে
ঠাঁই দিয়া পদ পাশে ॥
ডাহিনে বামেতে　　ডাঙ্গ‡ বাণ হাতে
ডংসিছে¶ শমন-দুতে।
ডর নাহি তাকে　　ডাকিয়া তোমাকে
ডঙ্কা মারি** রবিসুতে ॥
ঢাক ঢোল আদি　　ঢক্কা নানাবিধি১৫১
ঢল ঢল কাঁসী বাজে।

১৪৫। 'ঝলকে' খ। ১৪৬। 'নাশ' খ। ১৪৭। 'নিয়মিত' ইত্যাদি চারি পংক্তির স্থলে খ পুথির পাঠ, যথা—'নিয়ত-কারণ　　নিমিত্ত-পূরণ
নির্ধন জনের বন্ধু।
নিরঞ্জন রূপ　　নির্ব্বিকার-স্বরূপ
নিত্য নিত্য ভব-সিন্ধু ॥'

* 'টঙ্ক'=পাষাণ-ভেদকারী যন্ত্র-বিশেষ। ১৪৮। 'টুটাইছে' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় স্থলে খ পুথির পাঠ যথা—　'টলমল নীরে　　টুটিয়া গম্ভীরে
টুটাইলা ভুমি-তলে।'

১৪৯। 'টঙ্কারহ' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় খ পুথিতে নাই। ১৫০। 'ঠাইট' ইত্যাদি স্থলে 'ঠাই দেও দীন দাসে' খ। + 'ঠাইট' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ—(সদ্বিবেচক প্রভু) দাসকে ঠাইট অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে মারে না অর্থাৎ কিঞ্চিৎ লঘু শাস্তি দিয়াই ছাড়িয়া দেয়। ‡ 'ডাঙ্গ'=অঙ্কুশ-আকার অস্ত্রবিশেষ। ¶ 'ডংসিছে'=পীড়ন করিতেছে; (এখানে দংশন অর্থ সঙ্গত হয় না; বিদ্যাপতির পদাবলির 'দমন-লতা জনু দমসল হাতি' ইত্যাদির সহিত তুলনীয়)। ** 'ডঙ্কা মারি'=বিজয়-সূচক ডঙ্কা ধ্বনি করি। ১৫১। 'ঢাক' ইত্যাদি চারিটি পংক্তির স্থলে ক পুথির পাঠ, যথা—'ঢুলু ঢুলু নেত্র ঢুলু ঢুলু গাত্র ঢল ঢল কাঁশী বাজে।
ঢমুরু লইয়া ঢমুরু বাজায়্যা ঢম্প করিয়া সাজে ॥'

ঢোলে বাজে তাল ঢোলে বন-মাল
ঢুলু ঢুলু আঁখি সাজে ॥
অনন্ত-সংস্থিত অনন্ত-বেষ্টিত১৫২
অনন্ত তোমার নাম ।
অনন্ত-শয়ন অনাদি-নিধন
অনাথে না হৈয় বাম ॥
ত্রিলোক-তারক১৫৩ ত্রিগুণ-ধারক
তত্ব তোমা১৫৪ কেবা জানে ।
তাপিত তনয় ত্রাসিত-হৃদয়
ত্রাণ কর নিজ-গুণে১৫৫ ॥
স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি স্থিতি যম
স্থুলাস্থুল১৫৬ ভূমণ্ডলে ।
থরথর১৫৭ ভয় থকিত-হৃদয়
স্থান দেও পদতলে ॥
দনুজ-দলন দৈবকি-নন্দন
দুষ্ট কংসাসুর-বৈরি ।
দীনহীন বন্ধু দয়াময় সিন্ধু
দরিদ্র-তরণে তরি১৫৮ ॥
ধরাধর ধরি ধরণী উদ্ধারি
ধন্য করিলে মহিমা১৫৯ ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানে ধাতা ত্রিলোচনে
ধ্যানেতে না পায় সীমা১৬০ ॥
নম নারায়ণ নম জনার্দ্দন
নরসিংহ-অবতারী ।
নম সনাতন নম নিরঞ্জন
নমো নম নরহরি১৬১ ॥

১৫২। 'ব্যাপিত' খ। ১৫৩। 'ত্রিগুণ-পালক' খ। ১৫৪। 'তত্ত্ব তোমা' স্থলে 'তব গুণ' খ। ১৫৫। 'নিজ-গুণে' স্থলে 'দীন জনে' খ। ১৫৬। 'স্থান দেখ' খ। ১৫৭। 'থরসুর' খ। ১৫৮। 'দরিদ্র জনের তরি' খ। ১৫৯। 'ধন্য' ইত্যাদি স্থলে 'ধারণ করেছ অঙ্গে' খ। ১৬০। 'ধর্ম্মাধর্ম্ম' ইত্যাদি স্থলে

ধরি গোবর্দ্ধন ধন্য ত্রিভুবন
ধরিলা চরণ-তরঙ্গে ।—খ পুথি ।

১৬১। 'নম নারায়ণ' ইত্যাদি স্থলে—
'নমো নমো নম নমো নরোত্তম
নমো নৃসিংহ অবতারী ।
নমো নারায়ণ নমো নিরঞ্জন
নমো নম নরহরি ॥'

পরম কারণ　　পতিত-পাবন
　　পতিত জনের বন্ধু।
পতিত কিঙ্করে　　পাপিষ্ঠ পামরে১৬২
　　পার কর ভব-সিন্ধু॥
ফণি-বৈরি-কন্ধে　　ফিরহ১৬৩ আনন্দে
　　ফণি-সজ্জা ফণি-পতি।
ফণি-মণি গলে　　ফণি-রূপ ছলে
　　ফণায় ধরিছ ক্ষিতি॥
বৈকুণ্ঠ-নিবাসী　　বিপিন-বিলাসী
　　বৃন্দাবনে বংশীধারী।
বক বধিবারে　　বসুদেব-ঘরে
　　বলভদ্র-অবতারী॥
ভারাবতারণে　　ভুবন-পালনে
　　ভৃগুরাম অবতার।
ভব-ভয়ে ভীত১৬৪　　ভকতি-বঞ্চিত
　　ভবার্ণবে কর পার॥
মোহিনীর ছলে　　মোহি দৈত্যকুলে
　　মায়াতে করিলা নষ্ট।
মুকুন্দ মুরারি　　মধুকৈটভারি
　　মহিমা বেদ-অপষ্ট॥
যজ্ঞ-যোগ্য-কারী　　যজ্ঞ-যম-হারী
　　যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞবিধি১৬৫।
যোগ-নিদ্রা-রূপ　　যোগেন্দ্র-স্বরূপ
　　যোগমায়াময় নিধি॥
রাম-রূপ ধরি　　রাবণ সংহারি
　　রক্ষা কৈলা সুর-লোকে।
রবির তনয়　　রিপু দুরাশয়
　　রক্ষিতা হও সেবকে॥
লয্যা তব নাম　　লঙ্ঘি সিন্ধুধাম
　　লঙ্কা-জয়ী হনুমান।
লক্ষ্মী-জনার্দ্দন　　লক্ষ্মী-নারায়ণ
　　লক্ষ্মীপতি ভগবান॥
বামন হইয়া　　বলিকে ছলিয়া
　　ব্রহ্মাণ্ডে১৬৬ লইলা ভিক্ষা।

১৬২। 'পতিত' ইত্যাদি স্থলে 'প্রণত কিঙ্করে পড়িয়া পাথারে' খ। ১৬৩। 'ফিরয়ে' খ। ১৬৪। 'ভব' ইত্যাদি স্থলে 'ভয়ভীত-চীত' ক। ১৬৫। 'যজ্ঞ' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয়ের স্থলে ক পুথির পাঠ যথা,—'জয় শ্রীমুরারি, জয় জয় হরি, যজ্ঞেশ্বর বেদ-বিধি।' ১৬৬। 'ব্রাহ্মণে' খ।

বরাহ-রূপেতে বসিয়া বনেতে১৬৭
বসুমতী কৈলা রক্ষা ॥
শক্তি-শূলধর শঙ্খচক্রেশ্বর
শম্ভু স্বর স্বরূপিলে১৬৮ ।
শর-বাহু ঐরি শশি-কলা ধরি
শাক্তানন্দ প্রদাইলে১৬৯ ॥
ষড়্‌গুণাশ্রিত ষট্‌কর্ম্ম-বর্জ্জিত
ষষ্ঠীরাত্র-নির্ব্বন্ধিতা ।
ষড়্‌ভুজ-ধারী ষড়্‌রিপু-হারী
ষোড়শ-কলা পূর্ণিতা* ॥
সর্ব্ব-বেদ-বিধি সর্ব্ব-গুণ-নিধি
সর্ব্ব জীবে তুমি ভর্ত্তা ।
সৌখ্য-মোক্ষ-দাতা সংসার-পালিতা
সর্ব্বেশ্বর সর্ব্ব-কর্ত্তা ॥
হাস্য-লীলা করি হৈলা হর-হরি
হলধর অবতীর্ণ ।
হিরণ্যকশিপু হৈয়া তার রিপু
হেলায় করিলা চূর্ণ ॥
ক্ষত্রিয় সকলে ক্ষয় কৈলা ছলে
ক্ষেত্রপাল-রূপ ধরি ।
ক্ষীণ দীনহীন ক্ষুদ্রবুদ্ধি জন১৭০
ক্ষমা কর নরহরি ॥

স্তব শুনি দেব-মণি হৈলা অধিষ্ঠান ।
তুষ্ট হৈলা বর দিলা হৈলা অন্তর্দ্ধান ॥
পূজা সাঙ্গে হৃষ্ট-অঙ্গে সাধু লক্ষপতি ।
নিমন্ত্রিত বিদায়িত কৈলা যথামতি১৭১ ॥
কত দিনে কালহীনে কালপূর্ণ হৈল ।
লীলাবতী সঙ্গে করি স্বর্গপুরে গেল ॥
ভক্তি-ভাবে যেই সবে পূজে চিরকাল ।
ধনবংশে নিজ অংশে বাড়ে ঠাকুরাল † ॥
সত্য-দেব মনে ভাব গুরু-দত্ত নাম ।
সমাপ্ত হইল পুঁথি করহ প্রণাম ॥
দ্বিজ রঘুনাথে কহে সত্য-দেব স্মরি ।
সত্য-নারায়ণ-প্রীতে বল হরি হরি১৭২ ॥

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

১৬৭। 'বামেতে' খ। ১৬৮। 'স্বরূপিণী' খ। 'শম্ভু' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ বোধ হয় এই যে—শম্ভু-স্বরূপ তুমি স্বর অর্থাৎ স্বরোদয়-শাস্ত্র স্বরূপ অর্থাৎ নির্ণয় করিয়াছ। ১৬৯। 'প্রদাইনী' খ। * 'পূর্ণিতা'=পূর্ণয়িতা অর্থাৎ পূর্ণ-কর্ত্তা। ১৭০। 'ক্ষীণ' ইত্যাদি স্থলে—'ক্ষীণ হীন জনে ক্ষুদ্র রুদ্র জনে' খ। ১৭১। 'বিদায়িত' ইত্যাদি স্থলে 'লোক যত যায় যথা তথি' খ। † 'ঠাকুরাল'=ঠাকুরালি অর্থাৎ প্রভুত্ব। ১৭২। 'দ্বিজ' ইত্যাদি অন্তিম কলিটি ক পুঁথিতে নাই।

"সংবাদসাধুরঞ্জন"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে সংবাদ-প্রভাকরের ফাইলের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত সংবাদসাধুরঞ্জনের এক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। এই দুষ্প্রাপ্য সংবাদপত্রের কিঞ্চিৎ বিবরণ এখানে দেওয়া হইল।

যে সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহার তারিখ সোমবার, ১৫ই চৈত্র ১২৬০ সাল; ২৭ মার্চ ১৮৫৪ সাল। উপরে ৩৪১ সংখ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। মাসিক মূল্য।০ আনা মাত্র বলিয়া লিখিত আছে।

পত্রের নাম "সংবাদসাধুরঞ্জন"। আকার তৎকালীন প্রাত্যহিক সংবাদ-প্রভাকরের মত ১১″×৮॥″। ৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ভ্রমক্রমে এই পত্রের নাম 'সুধীরঞ্জন" বলিয়াছেন, কিন্তু আলোচ্য সংখ্যা হইতে দেখা যায়, তাহা ঠিক নয়। সুধীরঞ্জন সংবাদপত্র নহে, গদ্যপদ্যময় একখানি পুস্তক, গুপ্তশিষ্য কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বারকানাথ অধিকারি-প্রণীত। ৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৬২ সালের সংবাদ-প্রভাকরে সুধীরঞ্জন সম্বন্ধে দ্বারকানাথ অধিকারী স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হইবে,—"মদ্রচিত গদ্য পদ্য পরিপুরিত এই অভিনব পুস্তক উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে প্রভাকর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। গ্রন্থ ১৫০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, যে কোন মহাশয়ের গ্রহণেচ্ছা হয় মূল্য সহকারে এই যন্ত্রালয়ে অথবা কৃষ্ণনগরে আমার নিকট তত্ব করিলে পাইতে পারিবেন, মূল্য এক তঙ্কা মাত্র।"

'সংবাদসাধুরঞ্জনে"র আলোচ্য সংখ্যার কণ্ঠদেশে নিম্নলিখিত সংস্কৃত কবিতা ও তাহার বঙ্গপদ্যানুবাদ দৃষ্ট হয়,—

"প্রচণ্ডপাষণ্ডতরুপ্রভঞ্জনঃ। সমস্তসল্লোকমনোঽনুরঞ্জনঃ॥
সদা সদালোচনলোচনাঞ্জনঃ। প্রকাশতে সংপ্রতি সাধুরঞ্জনঃ॥
প্রচণ্ড পাষণ্ডরূপ তরুপ্রভঞ্জন। সমস্ত সজ্জনগণ মানসরঞ্জন॥
সদা সৎ আলোচন লোচন অঞ্জন। সম্প্রতি প্রকাশ হল এ সাধুরঞ্জন॥"

এই সংবাদপত্র সাপ্তাহিক ছিল। পত্রের শেষ পৃষ্ঠার শেষ কলমের অন্তভাগে লিখিত আছে —"এই সাধুরঞ্জন পত্র প্রতি সোমবার প্রভাকর যন্ত্রে প্রকাশ হয়। মাসিক মূল্য।০ আনা, অগ্রিম বার্ষিক ২॥০ টাকা।" এবং পত্রের শেষে ইংরাজিতে—"Printed and Published by Hurrinarain Bose, at the Probhakur Press for the Proprietor."

আলোচ্য খণ্ড ৩৪১ সংখ্যা বলিয়া পত্রের কণ্ঠদেশে উল্লিখিত হইয়াছে। "সাধুরঞ্জন" পত্রের আবির্ভাব সাপ্তাহিক "পাষণ্ডপীড়নের" মৃত্যুর পর *। ১২৫৪ সালের ভাদ্র

* পাষণ্ডপীড়নের প্রচারকাল ৭ই আষাঢ় ১২৫৩ হইতে ভাদ্র ১২৫৪ পর্য্যন্ত। (সংবাদপ্রভাকর, ১লা বৈশাখ, ১২৫৯ দ্রষ্টব্য)।

মাসে (সেপ্টেম্বর, ১৮৪৭ খ্রীঃ অঃ) হইতে প্রথম প্রচার হয়। উল্লিখিত সংখ্যা হইতেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

আলোচ্য সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠা সংবাদপ্রভাকরের প্রথম পৃষ্ঠার ন্যায় আদ্যন্ত বিজ্ঞাপন। প্রত্যেক পৃষ্ঠা প্রভাকরের মত তিন কলমে বিভক্ত। এই পৃষ্ঠায় ৪টি বিজ্ঞাপন আছে। (১) প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত স্বাক্ষরিত প্রভাকরের মূল্যাদি প্রেরণ সম্বন্ধে গ্রাহকগণের প্রতি বিজ্ঞাপন। (২) শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপন যে, তাঁহার চারুপাঠ ও দুই ভাগ বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে, লালবাজারে রোজারিও কোম্পানির পুস্তকালয়ে এবং পটলডাঙ্গায় চিপ লাইব্রেরি নামক পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। (৩) শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত বিজ্ঞাপন দিতেছেন যে, "খ্রীষ্টীয়ান বিরোধি" নামক যে "মাসিক পুস্তক" ষষ্ঠ সংখ্যা পর্য্যন্ত রহিত হইয়াছিল, তাহা পুনরায় "আগামি মাস অবধি প্রকাশিত হইবে"। উপরোক্ত পুস্তকালয়ে অধিকন্ত প্রভাকর যন্ত্রালয়ে কিম্বা নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরিতে প্রাপ্তিস্থান। "অতএব দেশহিতৈষী হিন্দু মহাশয়দিগের প্রতি প্রকাশকের নিবেদন এই যে, তাঁহারা স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদানে কিছুমাত্র কৃপণতা না করেন।" (৪) গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স স্বাক্ষরিত নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি নামক পুস্তকের দোকানের বিজ্ঞাপন। ঠিকানা "মেছুয়াবাজারে সিন্দুরিয়াপটির ৬৭ নং ভবনে।"

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রথম কলমে প্রথমেই "হালিসহর নিবাসি বিচক্ষণ চিকিৎসক শ্রীযুত বাবু বামাচরণ বরাট মহাশয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে অবস্থান করিতেছেন"। তিনি অনেক উৎকট রোগ আরাম করিয়া থাকেন, এইরূপ বিজ্ঞাপন। তৎপরে এই কলমের মধ্যভাগ হইতে পত্রের আরম্ভ। এইখানে ১৫ই চৈত্র শকাব্দাঃ ১৭৭৫, এইরূপ তারিখ দেওয়া আছে। প্রথমে দোলের সময় ভবানীপুরে কোন ভদ্রলোক পথিকগণের প্রতি আবির নিক্ষেপ করিবার সময় ভ্রমক্রমে "মেং টরেন্স জজ সাহেবের কোনও চাকরের গাত্রে" ফাগ নিক্ষেপ করেন ও কালীঘাটের দারোগা কর্ত্তৃক তজ্জন্য বাবুর গ্রেপ্তার ও ২০০৲ টাকা জামিনে খালাসের সংবাদ। "কিন্তু তাহার মোকদ্দমা এ পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই, অতএব এই আবিরের আমোদে কি পর্য্যন্ত অমোদ হইবেক তাহা বলা যায় না।" এই সংবাদবিবরণ ২ পৃষ্ঠার ২য় কলমের মধ্য পর্য্যন্ত। তৎপরে ২য় কলমের মধ্যভাগ হইতে ৩য় কলম, ৩য় পৃষ্ঠার প্রথম কলম ও ২য় কলমের কিয়দংশ পর্য্যন্ত কোন অজ্ঞাতনামা পত্রপ্রেরকের বিদ্যাশিক্ষার শ্রেষ্ঠতা ও দেশীয় ভাষায় বিদ্যাভ্যাস সম্বন্ধে ঈশ্বরগুপ্তী গদ্যে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। নমুনা যথা-—"মানববৃন্দের চিত্তস্বরূপ উর্ব্বরা ভূমিতে বিদ্যানাম্নী কল্পবৃক্ষের বীজ রোপিত হইলে জ্ঞানরূপ তদঙ্কুর উন্মীলন হইয়া যত্নাম্বু সেচন করণে ক্রমশঃ বর্দ্ধমান হওত তরুণতরু সমূহেতে ঔদার্য্য ধৈর্য্য গাম্ভির্য্য শৌর্য্য তৌর্য্যাদি সুগন্ধি সুন্দর কুসুমাদিতে সুরম্য চিত্ত ক্ষেত্রে সুশোভিত করে। এবং সেই মনোবন অরণ্যানি অন্তরালে সতত মনোমধুপ মনানন্দে মকরন্দ পানে নিমগ্ন থাকে। এবং সেই

নিকুঞ্জমধ্যে কোকিলকুলকলালাপ তুল্য সদা সদালাপ উৎপাদন হয়।" ইত্যাদি। তৎপরে ছয় লাইন বিলাতি সংবাদপত্র হইতে স্যার জে বাইগন সম্বন্ধে খবর।

৩য় পৃষ্ঠার ২য় কলমের মধ্যভাগ হইতে ৪র্থ পৃষ্ঠার ১ম কলমের মধ্যভাগ পর্যান্ত "ছাত্র হইতে প্রাপ্ত" শীর্ষক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ। বিষয় "করুণাময় বিশ্বাধিপ"এর গুণকীর্ত্তন ও তৎসমীপে প্রার্থনা। ভাষা পূর্ব্বোদ্ধৃত নমুনার মত। প্রবন্ধের শেষে "কস্যচিৎ বলাগড়ি বিদ্যালয়স্থ ছাত্রস্য" স্বাক্ষর।

তৎপরে ৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলমের মধ্য হইতে উক্ত পৃষ্ঠার ৩য় কলমের অর্থাৎ পত্রের শেষ পর্য্যন্ত "কস্যচিত হুগলীশাখা পাঠশালাস্থ চাত্রস্য। সাং কাঞ্চনপল্লী" স্বাক্ষরিত নামহীন দীর্ঘ কবিতা। কবিতার শিরোভাগে এইরূপ লিখিত আছে—"মহাশয় মদীয় নিম্নস্থ কতিপয় পদ্যপংক্তি অনুকম্পা প্রকাশ পুরঃসর ভবদীয় সাধুরঞ্জন পত্রৈকপ্রান্তভাগে স্থান দানে উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে আজ্ঞা হইবেক।" কবিতাটি গুপ্তকবির কবিতার অনুকরণে লিখিত, বিশেষত্ব কিছুই নাই। আরম্ভ যথা—

"উঠরে কামিনী প্রাণ যামিনী পোহালো। গবাক্ষের দ্বার দিয়া আসিতেছে আলো ॥"

বিষয়—নায়িকাসম্বোধনে প্রভাতবর্ণন ও নায়িকার মানভঞ্জন। আধুনিক মাপকাটীতে মাপিলে রুচি বিশেষ মার্জ্জিত নহে। "বদন খুলিয়া প্রাণ, তোষ হে মদন। অথবা রদন দিয়া করহ দংশন" প্রভৃতি পাঠকের মনোজ্ঞ না হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কায় এই কবিতার আর বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পরিশেষে বক্তব্য, এই "সাধুরঞ্জন" পত্র গুপ্তকবির সম্পাদকতায় এককালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পর ইহার প্রচার ১২৬২ সালে রহিত হয়। ঈশ্বর-গুপ্তের শিষ্যসম্প্রদায়ের রচনাসমূহ এই পত্রে প্রকাশিত হইত। কৃষ্ণনগর কলেজের দ্বারকা-নাথ অধিকারী, হুগলী কলেজের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হিন্দুকলেজের দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি ইহাতে কবিতাদি লিখিয়া লিপিনৈপুণ্যের অভ্যাস করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে দীনবন্ধুর সাহিত্যে "হাতে খড়ী" এই সাধুরঞ্জন পত্রে। দীনবন্ধুর সাধুরঞ্জনে প্রকাশিত কতিপয় কবিতাবলী তাঁহার "পদ্যসংগ্রহে" (১৮৬৬) সঙ্কলিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে "মানব-চরিত্র" শীর্ষক উক্ত পত্রে প্রথম প্রকাশিত কবিতার বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

সেই জন্য পরিশেষে সবিনয় অনুরোধ এই যে, যদি কোন মহোদয়ের নিকট সংবাদ-সাধুরঞ্জনের অন্য কোনও সংখ্যা থাকে, তবে তিনি যদি তাহা অনুগ্রহ করিয়া পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে পাঠাইয়া দেন, তবে তাহা বিশেষ যত্নের ও আদরের সহিত রক্ষিত হইবে।

শ্রীসুশীলকুমার দে

ভদ্রার্জ্জুন *

ভদ্রার্জ্জুন নাটক শকাব্দ ১৭৭৪ (ইং ১৮৫২ খ্রীঃ অঃ) প্রকাশিত। অনেকের মতে (যথা—রাজনারায়ণ বসু, গঙ্গাচরণ সরকার ইত্যাদি; ইহা বঙ্গভাষায় ইংরাজী আদর্শে গঠিত সর্ব্বপ্রথম নাটক। সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকাগারে ইহার যে মূল সংস্করণ রক্ষিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া এ অপূর্ব্ব নাটকের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়াই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

ইহার পরিচয়পত্র বা title page এইরূপ,—

ভদ্রার্জ্জুন। অর্থাৎ। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুভদ্রা হরণ।। শ্রীতারাচরণ শীকদার কর্ত্তৃক প্রণীত। "মমৈষা ভগিনী পার্থ সারণস্য সহোদরা।। সুভদ্রা নাম ভদ্রং তে পিতুর্মে দয়িতা সুতা" ॥। কলিকাতা। চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত।। শকাব্দ ১৭৭৪।।

পুস্তকের আকার ৭″×৪″।

ইহার পর ৬ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপন অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক। ইহাতে নাট্যকার এই পুস্তক প্রণয়নে তাঁহার উদ্দেশ্য, তাঁহার ভাষাপ্রয়োগ, রচনাপ্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং দীর্ঘ হইলেও ইহার সমস্তটাই (পত্রাঙ্ক সহিত) এইখানে উদ্ধৃত হইল।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৪শ বার্ষিক, ১ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত। ভদ্রার্জ্জুন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় "নারায়ণে" (১ম বর্ষ, ১৩২১-২) "বাঙ্গালা আদি নাটক" এবং "প্রাচীন বাঙ্গালা নাটক" শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে আলোচনা করিয়াছেন এবং উক্ত নাটকেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সমালোচনা নহে; উক্ত দুষ্প্রাপ্য নাটকের বিস্তৃত বিবরণ শরৎবাবু দেন নাই, এখানে তাহাই দেওয়া হইল। শরৎবাবুর প্রবন্ধে উল্লিখিত হরচন্দ্র ঘোষের "ভানুমতী চিত্তবিলাস" ১৮৫৩ খ্রীঃ অঃ রচিত, এইরূপ কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকায় আছে। ইহা কোন মতেই ভদ্রার্জ্জুন নাটকের পূর্ব্বে রচিত বলা যায় না। উক্ত পত্রিকায় শরৎবাবুর "বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের পূর্ব্বকথা" শীর্ষক প্রবন্ধে পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রচিত "রমণী নাটক"এর উল্লেখ আছে। এই "নাটকের" এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তকাগারে আছে; এ সম্বন্ধে শরৎবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক। ইহা একখানি বিদ্যাসুন্দর ধরণের অথচ তদপেক্ষা বিকৃতরুচির পরিচায়ক কাব্য, নাটক নহে; দীনেশবাবু বোধ হয়, ইহার নাম দেখিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। রমণী নাটকের পরিচয় পত্র বা title page এইরূপ :—"শ্রীশ্রীকালী। / ভরসা। / রমণী নাটক। / নামক গ্রন্থ। / কলিকাতা শ্যামপুষ্করিণীনিবাসি / শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় / কর্ত্তৃক গৌড়িয় সুসাধু সরল / বঙ্গভাষায় পয়ারাদি / বিবিধ প্রকার অভি / নব ছন্দে দিব্য ২ / নব্য কাব্য স / হিত বির / চিত হ / ইয়া। / ভে বেনুর্জী এণ্ড কোং দিগের ইষ্ট / ইণ্ডিয়ান্ নামক ছাপা যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল। / সন ১২৫৪ সাল শকাব্দাঃ ১৭৬৯ / ইং ১৮৪৮ সাল। / এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবেক শ্যাম / পুষ্করিণীর নং ৪৩ ভবনে তত্ত্ব করিলে / পাইতে পারিবেন। / মূল্য ১ টাকা মাত্র। /" উক্ত পঞ্চানন ও অরুণোদয় পত্রিকার সম্পাদক পঞ্চানন কি এক ব্যক্তি?

[১] বিজ্ঞাপন

"মনোমধ্যে কোন অভিপ্রায়ের উদয় না হইলে নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যক্তিও কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। সেই অভিপ্রায়ের বিষয় এক প্রকার লাভ ভিন্ন অন্য কিছু প্রকাশ পায় না। কেহ ধন লাভকে প্রধান জ্ঞান করেন ; কাহারও বা অর্থ সহকারে যশোলাভের বাসনা থাকে ; কেহ বা কেবল পরোপকার দ্বারা যশঃসঞ্চয়ের বাঞ্ছা করেন। কোন অভিনব গ্রন্থ প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলে গ্রন্থকর্ত্তারদিগেরও অভিপ্রায় প্রায় এই তিন প্রকার লাভ ব্যতীত অন্য কিছু লক্ষ্য করে না। প্রাগুক্ত সামান্য ধন লাভের প্রাধান্য জন্য পরোপকাররূপ পরম লাভ মনুষ্যসমাজে প্রায়ই আচ্ছাদিত থাকে, সুতরাং গ্রন্থকর্ত্তারদিগেরও মানস চন্দ্রমা তুচ্ছ লাভরূপ নিবিড় নীরদ দ্বারা আবৃত হয় ; কিন্তু তাহার স্বচ্ছ করকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদন করিতে পারে না, [২] অবশ্যই তাহার একপ্রকার প্রভা মানবগণের জ্ঞানগোচর হইতে থাকে। অতএব আমি স্বীয় অভিপ্রায়ের বিষয়ে আর কিছু প্রকাশ না করিলেও সূক্ষ্মদর্শি মহাশয়েরদিগের সমক্ষে তাহা অব্যক্ত থাকিবে না।

"আমি এই গ্রন্থ রচনা করিয়া কিয়দ্দিন পরে কতিপয় বিজ্ঞবর বিদ্বান্ বন্ধুর সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলাম ; তাঁহারা সকলেই ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া এতাদৃশ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিলে গ্রন্থকর্ত্তাকে কোনক্রমেই হাস্যাস্পদ হইতে হইবেক না। এবং ইঙ্গরাজি ও সংস্কৃত বিদ্যায় নিপুণ স্তরাব্যা * যে রচনা পাঠ করিয়া মনোরম জ্ঞান করেন তাহা সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকাশ করিবার আর সন্দেহ থাকে না ; অতএব আমি এই সাহসে সাহসী হইয়া ঈদৃশ দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। এই গ্রন্থখানি পাঠক মহাশয়দিগের আদরের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, কি অনাদৃত হইয়া তাঁহারদিগের অজ্ঞাত স্থানে অবস্থিতি করিবে, ইহার কিছুই নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না ; কিন্তু এই মাত্র সাহস করি, যাহা দশজন মহোদয় পণ্ডিতের মনোনীত হইয়াছে, তাহা কখনই সাধারণের অগ্রাহ্য হইতে পারিবে না।

[৩] "কোন অভিনব গ্রন্থ রচনা দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করা অতি দুঃসাধ্য, যেহেতু সর্ব্বমনোরঞ্জক কোন পদার্থ এই জগন্মণ্ডলে অদ্যাপি জন্মে নাই। অধিক কি কহিব, যিনি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া যথানিয়মে প্রতিপালন করিতেছেন, সেই বিশ্বপিতা জগদীশ্বরেরও অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইয়া অনেকেই তর্ক বিতর্ক করেন। অতএব অতি অকিঞ্চিৎকর এই পুস্তক দ্বারা কি সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব ? বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষা এখনও নবীনা ও অলঙ্কারপরিহীনা, এবং তাঁহার দারিদ্র্যাবস্থারও শেষ হয় নাই। সংস্কৃত হইতে উপযুক্ত অলঙ্কারাদি আহরণ না করিলে তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী করা যায় না। যাহা পাঠ করিলে পাঠকবৃন্দের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ অধিকতর পাঠেচ্ছা আবির্ভাব হয়, ইহাকেই সুভাষা কহা যায়। কেবল কোমল কিম্বা অতি কঠিন শব্দ প্রয়োগ করিলেই যে ভাষার

---

* ব্যক্তিরা। এইরূপ ছাপার ভুল আছে।

চিত্তাকর্ষণী শক্তি জন্মে এমন নহে ; কিন্তু তাহার জীবনস্বরূপ অর্থ সৌন্দর্য্য না থাকিলে সকলই নিষ্ফল। অতএব তাহার প্রাণ প্রদানপূর্ব্বক অলঙ্কারাদি দ্বারা তদীয় সৌন্দর্য্যকে অধিকতর জাজ্বল্যমান করাই কর্ত্তব্য; তাহা হইলে নাটকাদি গ্রন্থ সকল সমীচীনরূপে রচিত হইতে পারে।

[৪] "বহুকালাবধি সকল জাতির মধ্যেই নাটক প্রচলিত আছে, এবং রঙ্গভূমিতে তৎসম্বন্ধীয় অভিনয়াদি দর্শন শ্রবণ করিয়া অনেকে আমোদ প্রকাশ করেন। এতদ্দেশীয় কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে, এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে ; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যে এদেশে নাটকের ক্রিয়া সকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে, এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনার্হ ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে। বোধ হয়, কেবল উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ। তন্নিমিত্ত মহাভারতীয় আদিপর্ব্ব হইতে সুভদ্রা হরণ নামক প্রস্তাব সঙ্কলন করিয়া এই নাটক রচনা করিলাম। ইহার দ্বারাই যে সেই অভাব একেবারে দূরীভূত হইবে এমত নহে ; কিন্তু এই পুস্তক অপক্ষপাতি পাঠক মহাশয়েরদিগের তুষ্টিকর হইলে আদর্শস্বরূপ হইতে পারে। পরিশেষে ক্রমে ক্রমে এতদ্দেশীয় সুকবিগণ কর্ত্তৃক উত্তম উত্তম বহুবিধ নাটক বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইয়া দৃঢ় বদ্ধমূল সেই অভাবকে অবশ্যই উন্মূলন করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

[৫] "এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে, অতএব তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করা উচিত ও অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি। এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাস্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইওরোপীয় নাটক প্রায় হইয়াছে, কিন্তু গদ্য পদ্য রচনার নিয়মের অন্যথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটক সম্মত কয়েকজন নাট্যকারকের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই ; যথা, প্রথমে নান্দী, তৎপরে সূত্রধার ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহারদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য্য, এবং বিদূষক ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায় ইউরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে। সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইঙ্গরাজি ভাষায় (Act) এক্ট কহে ; কিন্তু প্রত্যেক (Act) এক্ট যেরূপ (Scene) সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটকে তাদৃশ নহে, তন্নিমিত্ত (Scene) সিন্ শব্দের পরিবর্ত্তে সংযোগস্থল ব্যবহার করা গেল। যে স্থান ঘটিত ক্রিয়াদি নাটকে ব্যক্ত হয়, তাহাকেই (Scene) সিন্ কহে। যথা, কবিবর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর নামক গ্রন্থের প্রথমে কাঞ্চীপুরে ভট্টের গমন ও সুন্দরের সহিত তাহার কথোপকথন, যদ্যপি ঐ কাব্য নাটক প্রণালীতে রচিত [৬] হইত, তবে কাঞ্চীপুরের রাজপুরী প্রথম অঙ্কের প্রথম সংযোগস্থল হইত। নাটক নির্ণীত সংযোগস্থলের প্রতিকৃতি প্রায় ইওরোপীয় নাট্যশালায় প্রদর্শিত হয়। ইওরোপীয়েরদিগের স্বতন্ত্র নেপথ্যের প্রয়োজন থাকে না, যেহেতু তাহারা এতদ্দেশীয় কুশীলবগণের

ন্যায় স্বতন্ত্র স্থান হইতে সজ্জাদি করিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করে না। অতএব এই গ্রন্থ ইওরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম।

"বিজ্ঞবর মহোদয়গণের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীতবচনে প্রার্থনা করিতেছি, যদিও এই গ্রন্থ নবীন নীতিতে প্রণীত হইল, তথাপি একবার ইহার আদ্যোপান্ত দৃষ্টি করিয়া দোষ গুণ বিচার করিলেই কৃতার্থ হইয়া শ্রম সফল বোধ করিব।

কলিকাতা।

শ্রীতারাচরণ শীকদার।"

শকাব্দ ১৭৭৪।১০ আশ্বিন।

ইহার পরে পয়ারচ্ছন্দে রচিত "আভাস" শীর্ষক একটি নাতিদীর্ঘ প্রস্তাবনা (পৃঃ ৭—৯) আছে। ইহা নটনটীর উক্তি নহে, গ্রন্থকার স্বয়ং ছন্দোবন্ধে সামান্যভাবে গল্পাংশের সূচনা করিতেছেন। প্রথমে নাটক-রচনার প্রশংসা, কৌরব ও পাণ্ডবদিগের বৈরিভাব বর্ণনা, পঞ্চ পাণ্ডবের পাঞ্চাল নগরী গমন, পার্থের লক্ষ্যভেদ, জননী-আজ্ঞায় পঞ্চ ভ্রাতার দ্রৌপদীর সহিত বিবাহ, ইন্দ্রপ্রস্থ রাজপুরী নির্ম্মাণ ও যথাবিধি রাজ্যশাসন,—

"যথাবিধি রাজকার্য্যে ত্রুটি নাহি তায়।
নারদ আসিয়া মধ্যে ঘটাইলা দায়॥
যাজ্ঞসেনী সহবাসে নিয়ম স্থাপিয়া।
সুরপুরে দেবঋষি গেলেন চলিয়া॥
নারদের নিয়মেতে দেখ কিবা গুণ।
তীর্থযাত্রা করি ভদ্রা হরিলা অর্জ্জুন॥" (পৃ ৯)

ইহার পরে রীতিমত নাটকের আরম্ভ। নাটকখানি ১—১১২ পৃষ্ঠায় ৫ অঙ্কে সমাপ্ত। প্রথমেই নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণের নামের তালিকা, যথা—(কোন পৃষ্ঠাঙ্ক নাই।)

নাটকসম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণের নাম

ধৃতরাষ্ট্র	হস্তিনার বৃদ্ধ রাজা
যুধিষ্ঠির	অধিপতি
ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব	যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণ
দুর্য্যোধন	ধৃতরাষ্ট্রের তনয় ও যুবরাজ
দুঃশাসন	ঐ
ভীষ্ম	শান্তনুর তনয়
কর্ণ	দুর্য্যোধনের সখা

বসুদেব	যুধিষ্ঠিরের মাতুল
কৃষ্ণ	বসুদেবের কনিষ্ঠ পুত্র
বলদেব	বসুদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র
নারদ	দেবঋষি
দারুক	সারথী

——•——

সত্যভামা	কৃষ্ণের প্রধান মহিষী
রুক্মিণী	কৃষ্ণের দ্বিতীয়া মহিষী
দ্রৌপদী	পাণ্ডবগণের স্ত্রী
সুভদ্রা	কৃষ্ণ ও বলদেবের ভগিনী
সহচরী	
প্রতিবাসিনী	
অন্যান্য কুলকামিনীগণ	

দূত, দ্বারী, প্রহরী, এক মণ্ডপ, বাতুল ও পথিকগণ ইত্যাদি।"

প্রথম অঙ্ক—(পৃঃ ১—১৯)

প্রথম সংযোগস্থল (পৃঃ ১—১০) ইন্দ্রপ্রস্থ, যুধিষ্ঠিরের সভা। সভায় যুধিষ্ঠির তাঁহার ভ্রাতৃগণ সহিত আসীন। নারদ বীণা-যন্ত্রে হরিগুণ গান করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন। এইখানে একটি গান দিয়া নাটকের সূচনা। তারপর নারদ ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন; অন্যান্য পাণ্ডবগণ উপস্থিত থাকিলেও তাঁহারা কোন কথাবার্ত্তা করেন নাই। পাঁচ ভাইএর এক স্ত্রী বলিয়া নারদের ভয় হইয়াছে যে, পাছে এই ব্যাপার লইয়া ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয়। যুধিষ্ঠির কহিলেন, "আপনি একি আজ্ঞা করিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভবে, এ পঞ্চ মধ্যে বিরোধাঙ্কুর উৎপত্তির বীজ কোথায়।" (পৃঃ ৪) নারদ কহিলেন—"ইহার বীজ আপনাদিগের গৃহ মধ্যেই আছে।" বলিয়া সুন্দ উপসুন্দের কথা পয়ারছন্দে বর্ণনা করিলেন (পৃঃ ৬—৯)। এবং ভ্রাতৃবিরোধ নিবারণের উপায়স্বরূপ পঞ্চ পাণ্ডবদিগকে কৃষ্ণাসহবাসের জন্য এক নিয়ম স্থাপন করিতে উপদেশ দিলেন। "তোমরা এক এক জন দ্রৌপদী সহিত কালক্ষেপণ করিবে, এবং একের সময়ে অন্য যিনি দ্রৌপদীর গৃহ প্রবেশ করিবেন, তাঁহাকে দ্বাদশ বর্ষ তীর্থপর্য্যটন করিতে হইবেক; নতুবা সে পাপ ধ্বংস হইবেক না।" (পৃঃ ১০) তাঁহারা সকলে এ বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হইলেন।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল—(পৃঃ ১১—১৫) রাজপুরীর সিংহদ্বার। দস্যুগণ কোন ব্রাহ্মণের গোধন হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে; তিনি আসিয়া অর্জ্জুনের শরণাপন্ন। অর্জ্জুন বলিলেন— "প্রভো, ক্ষণেক বিলম্ব কর।" মহারাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত গৃহমধ্যে বিরাজ

করিতেছেন ; অস্ত্রাদি সেই গৃহেই আছে ; কিন্তু তিনি তথায় প্রবেশ করিতে অক্ষম। ব্রাহ্মণ এ কথায় বিশ্বাস না করিয়া অভিসম্পাত দিতে উদ্যত হইলে অর্জ্জুন অগত্যা পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া ধনুর্ব্বাণ লইয়া ব্রাহ্মণের হিতসাধনে তৎপর হইলেন। এই দৃশ্যে গদ্য অপেক্ষা পদ্যের ভাগই অধিক ; সর্ব্বত্র পয়ার, কেবল অর্জ্জুন যেখানে উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া আপন মনে বিতর্ক করিতেছেন, (পৃঃ ১৪—১৫) সেখানে দীর্ঘ ত্রিপদী ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দৃশ্যের শেষভাগে এইরূপ নাট্যসঙ্কেত বা Stage-direction আছে,—

"[এইরূপ বিবেচনা করিয়া অর্জুন গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ লইয়া তস্করদিগকে ধৃত করিলেন ও গোধন উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণকে দিলেন। ব্রাহ্মণ গোধন প্রাপ্ত হইয়া অর্জুনকে আশীরাশি প্রদান করত স্বগৃহে গমন করিলেন।]"

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ১৫—১৯) যুধিষ্ঠিরের শয়নাগার। যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর সম্মুখে অর্জ্জুন প্রবেশ করিয়া তীর্থ পর্য্যটনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। যুধিষ্ঠির ও বিশেষতঃ দ্রৌপদী অর্জ্জুনকে অনেক নিবারণ করিলেন, পরে ভীম আসিয়া সেই অনুযোগে যোগদান করিলেন ; কিন্তু অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞালঙ্ঘনে অশক্ত। "অর্জুন ইহা বলিয়া যুধিষ্ঠির ভীম ও কুন্তীকে প্রণাম করিয়া তীর্থযাত্রা করিলেন, এবং যুধিষ্ঠিরাদি সকলে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।" (পৃঃ ১৯)। এই দৃশ্যে গদ্য পদ্য (পয়ার) দুই ব্যবহৃত হইয়াছে। স্থানে স্থানে পয়ার ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। যথা,—

"দ্রৌপ। অর্জুন কি বলিতেছে।
যুধি। তীর্থেতে যাইবে।
দ্রৌপ। কিরূপ সম্ভবে ইহা।
অর্জ্জু। অন্যথা নহিবে।
দ্রৌপ। কি কারণে হেন উক্তি।
অর্জ্জু। সন্ধি লঙ্ঘিয়াছি।
দ্রৌপ। লঙ্ঘিয়াছ তাহাতে কি।
অর্জ্জু। দোষী হইয়াছি।
দ্রৌপ। কিসে সন্ধি ভঙ্গ হলো।
অর্জ্জু। তোমার গৃহেতে।
যবে তুমি ছিলে ধর্ম্মরাজের সনেতে।" ইত্যাদি (পৃঃ ১৬—১৭)

দ্বিতীয় অঙ্ক—(পৃঃ ১৯—৩০)

প্রথম সংযোগস্থল, দ্বারকা, বসুদেবের শয়নাগার। বসুদেব আসীন, দেবকী ও রোহিণীর প্রবেশ। সুভদ্রাকে যৌবনস্থা ও বিবাহযোগ্যা দেখিয়া দেবকী ও রোহিণী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা। আইবুড়ো মেয়ে বড় হইলে মায়ের মনে উদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত স্বামীকে তাহার বিবাহের জন্য

তাগাদা, এই বাঙ্গালী গৃহের অনুরূপ চিরপরিচিত গার্হস্থ্য চিত্রটি বেশ সুন্দর হইয়াছে। ইহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল।—

"দেব। তুমিত হে সংসারের কিছুই জান না।

বসু। সংসার করিতে হয় কি রূপে বল না॥

দেব। দুই সন্ধ্যা চতুর্ব্বিধ রসেতে ভোজন।
রজনীতে অপরূপ শয্যায় শয়ন॥
ইহাই করিলে যে সংসার করা হয়।
মনেতে জানিও ভাল কিছু তাহা নয়॥

বসু। তোমার মনের কথা বল স্পষ্ট করি।
ও কথা বুঝিতে আমি শক্তি নাহি ধরি॥

দেব। কে কি অবস্থায় আছে মনে বিচারিয়া।
পারিবারাদিকে দেখ কটাক্ষ করিয়া॥

রোহি। দিদী, কি বলিতেছ?

দেব। আমার মাথা,—সুভদ্রার ভাবনাতেই আমার নিদ্রাহার দূর হইয়াছে।

রোহি। বটে,—আমিও ঐ চিন্তামূলে শয়ন করিয়াছি। হা!—বসুদেব কি স্বপ্নেও একবার মনে করেন না।

বসু। তোমরা দুইজনেই যে আমার প্রতি কটাক্ষ করিতেছ, আমি সুভদ্রাকে কি দুরবস্থায় রাখিয়াছি?

দেব। সুভদ্রার উত্তমোত্তম দ্রব্য ভক্ষণের ভাবনা নাই, পরিধেয় বস্ত্রেরও ভাবনা নাই; রত্নালঙ্কারেরও ভাবনা নাই বটে—। (বলিতে ২ মৌনাবলম্বন করিলেন)

বসু। এতদ্ব্যতীত আর কিসের ভাবনা।

রোহি। তুমি যেন এ কথার কিছুই জান না॥

বসু। আর কি জানিতে হবে স্পষ্ট করি বল।

রোহি। রহস্যে নাহিক কায যাও মেনে চল॥

বসু। কি কথায় রহস্য পাইলে তুমি টের।

রোহি। তোমার নাহিক দোষ মম ভাগ্য ফের॥

বসু। তোমাদের কথা আমি বুঝিতে অক্ষম।

রোহি। তোমারে কি দোষ দিব আমাদেরি ভ্রম॥

বসু। ছন্দোযুক্ত বাক্য ছাড় কহ করি স্পষ্ট।

রোহি। সমান ভাবিও মনে সকলের কষ্ট॥

বসু। সকলের ক্লেশ আমি দেখি সমভাবে।

রোহি। তাহাই দেখিলে পর সব টের পাবে॥

বসু। আমি এ রহস্য বাক্যের মধ্যে নাই।
আনন্দেতে থাক আমি বাহিরেতে যাই ॥
(গমনোদ্‌যোগ করিলেন)
দেব। কটু বাক্য কহে নাই কেন কর ক্রোধ।
অবোধ হইলে তুমি কেবা দিবে বোধ ॥
(বসুদেবের হস্ত ধরিলেন)
বসো ২ কোথা যাও কথাগুলা শুন।
বুঝিতে পারিবে পরে কার মন্দ গুণ ॥
বসু। দেখহে দেবকি আমি না জানি শঠতা।
আমার সহিত কেন কর কপটতা ॥
স্পষ্ট করি বল যাহা বলিবার হয়।
মিছামিছি ছেঁদো কথা গায়ে নাহি সয় ॥
রোহি। করি নাই আমি নাথ তোমারে রহস্য।
তোমার কাছেতে কিবা আছে অপ্রকাশ্য ॥
সুভদ্রারে ঘেরিয়াছে সম্পূর্ণ যৌবন।
হৃদয়েতে সরোরুহ কলিকা দর্শন ॥
এমন যুবতী কন্যা যাহার আগারে।
নিশ্চিন্ত থাকিতে আর নাহি সাজে তারে ॥
অনূঢ়া তনয়া ঘরে বড়ই বালাই।
কখন কি হয় আমি সদা ভাবি তাই ॥" (পৃঃ ২০—২৩)

বসুদেব তখন আশ্বাস দিলেন যে, কাল সকালে কৃষ্ণ বলদেবকে ডাকাইয়া ঘটকাদি আনাইয়া ইহার ব্যবস্থা করিবেন। এখন রাত্রি অধিক, "নিদ্রায় নয়ন ভারি আর না জাগিতে পারি জাগিতে কি প্রয়োজন আর। ভাবনা ত্যজিয়া দূরে চল যাই শয্যাপুরে কল্য প্রাতে হবে প্রতিকার।" (পৃঃ ২৪)

"(অনন্তর এই সকল কথোপকথনান্তে তিন জনেই আপন আপন শয্যাগারে গমনপূর্ব্বক শয়ন করিলেন।)"

দ্বিতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ২৫—৩০), বসুদেবের উপবেশনাগার। বসুদেব বলদেবকে ডাকাইয়া সমস্ত কথা বলিলেন। "তোমার জননীরা গত রজনীতে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়াছেন"। বলদেব বলিলেন,—উপযুক্ত পাত্রের অভাব কি। দুর্য্যোধন রহিয়াছেন। তবে কৃষ্ণকে এ কথা জানান হইবে না ; কারণ, দুর্য্যোধন তাঁহার মনোনীত হইবে না। বসুদেব ইহাতে আপত্তি করিলেন ; কৃষ্ণকে না জানাইলে প্রমাদ ঘটিতে পারে। বলদেব বলিলেন, এ বিষয়ে তিনি সমস্ত ঠিক করিবেন, কোনও গোলযোগ হইবে না। বসুদেব তাহাতে উত্তর

করিলেন যে, তিনি বৃদ্ধ, এ বিষয়ে জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই সমস্ত ভার। তবে এমন কার্য্য কর, যাহাতে কৃষ্ণের সহিত কলহ না হয়। প্রথমাংশে গদ্য থাকিলেও শেষটা সমস্ত পয়ার।

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ৩১—৪০), যদুপুরীর অন্তঃপুর। দেবকী, রোহিণী, সহচরী ও প্রতিবাসিনী প্রবেশ করিল।" রোহিণী শুনিয়াছেন যে, দুর্য্যোধনের সহিত সুভদ্রার সম্বন্ধ ঠিক হইতেছে। ইহাতে দেবকীর আপত্তি। কারণ, দুর্য্যোধন দুশ্চরিত্র ও তাঁহার বাপ ধৃতরাষ্ট্র কাণা।

"দেব। ওমা, সে কি, একটা কাণা বেয়াই হইবে। একে দুর্য্যোধনকে সকলে কাণা রাজার বেটা কাণা রাজার বেটা বলে, আবার সুভদ্রাকে কি কাণার বৌ কাণার বৌ বলিয়া ডাকিবে। ওমা সেটা বড় লজ্জার কথা।

রোহি। ভাল তাতে বাধা কি ?

দেব। কাণা বেয়াই হইলে লোকে কি বলিবে ? তাতে কুটুম্বিতার সুখ হবে না। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলিয়া গান্ধারী বস্ত্র দ্বারা আপন চক্ষুদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। সে আজি পর্য্যন্ত চক্ষু মেলে চায় না। বেয়াই বেয়ানের মধ্যে কেহই বধূর মুখ দেখিতে পাবে না, এ কি খাট দুঃখের কথা ?

রোহি। রাজা ধৃতরাষ্ট্র কুরুকুলশ্রেষ্ঠ, তাহাকে কি যে সে কাণা কাণা বলিতে পারে ? ধৃতরাষ্ট্র কাণা বটেন্। কিন্তু তাহাতে দুর্য্যোধনত অন্ধ হইবে না আর গান্ধারী মনোদুঃখে চক্ষুরোধ করিয়াছে, এ হেতু সুভদ্রাকে ত নয়ন মুদিয়া থাকিতে হইবে না। অতএব ইহাতে দোষ কি ?

সহ। কেমন গো প্রতিবাসিনী, তুমি ত এই পাড়ার একজন প্রবীণা, অনেক দেখিয়াছ শুনিয়াছ। রোহিণী কি মন্দ বলিতেছে, তুমিই বিবেচনা কর দেখি ? ছেলের বাপের যদি কোন অঙ্গে দোষ থাকে, তাহাতে পাত্রত সে দোষে দোষী হয় না।

প্রতি। হাঁ গো বোন্, আমি বিবেচনা করিয়াছি। দেবকী রোহিণী, উহারা ত সেদিনকার মেয়ে। আমি উহাদের বাপের পর্য্যন্ত বিয়া দেখিয়াছি।

সহ। ভাল উঁর বেয়াই কাণা, তাতে উঁর কি আটক থাবে। বেয়াএর সঙ্গেত ওঁদের কাহারো দেখা হবার সম্ভাবনা নাই, তাহাতে উনি এত খেদিত হইতেছেন কেন।

প্রতি। হাঁ তাইত বটে, বেস বলেছিস্, সুভদ্রার বরটির অঙ্গহীন না হইলেই হয়, সেটির সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইলেই ভাল। তার বাপ কাণাই হউক, বা খোঁড়াই হউক—তাহাতে ওঁদের ত কিছু বাধিবে না।

সহ। ভাল কথা বলিয়াছ, তাই জিজ্ঞাসা কর দেখি। উনি যে কাণা কাণা করিয়াই হেয় জ্ঞান করিতেছেন।

প্রতি। হাঁ হইতে পারে বেয়াইএর সঙ্গে তামাসার সম্পর্ক। কাণা হইলেত সেটি হবে না।

দেব। তোমরা রহস্য করিতেছ, কর। আমি এ শ্লেষোক্তির মধ্যে নাই আমার কৌতুক করিবার সময় নহে।

প্রতি। ভাল গো, কথার কথা একটা কহিলেই কি রাগ করিতে হয়। তোমাদের মেয়ের বিয়া, তোমরা যাহা করিবে তাহাই হবে। যাহা ভাল বুঝ তাহাই কর। এ স্থলে আমার থাকিবার প্রয়োজন কি? আমি এখন ঘরে চলিলাম। (প্রতিবাসিনী গমন করিল)" ইত্যাদি। পৃঃ ৩৩—৩৪।

তার পর অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, সুভদ্রার যেখানে ভবিতব্য, সেইখানেই হইবে। বিধাতার নির্ব্বন্ধ যাহা তাহা কে অন্যথা করিবে।

এ দৃশ্য সমস্তটাই উদ্ধৃত হইবার যোগ্য, কিন্তু বাহুল্য-ভয়ে তাহা হইতে বিরত হইলাম। ভদ্রার্জ্জুন নাটকে দুইটি বিষয় উল্লেখযোগ্য;—প্রথম, ইহার ভাষার প্রাঞ্জলতা। মহাভারতীয় গুরু-গম্ভীর কথা অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও ইহার ভাষা সর্ব্বত্র নিতান্ত থেলো না হইলেও সরল ও অনাড়ম্বর। পয়ারাদি ছন্দ ব্যবহৃত হইলেও কঠিন বা "সাধু" ভাষা প্রয়োগেচ্ছার উদাহরণ দু-এক স্থল ভিন্ন বিরল।* উপরোদ্ধৃত নাট্যকারের বিজ্ঞাপনেও তিনি তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে এইরূপ উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছেন। দ্বিতীয়, ইহার চরিত্রগুলি বেশ সজীব। যদিও বসুদেব, দেবকী প্রভৃতি মহাভারতোক্ত চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে, তথাপি গ্রন্থকার সর্ব্বদা স্বকীয় জীবনের ও মানব-চরিত্রের অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহাদের চিত্রিত করিয়াছেন। এখানে দেবকী, রোহিণী ও তাঁহাদের সখীবৃন্দের কথোপকথন বাঙ্গালী-ঘরের মেয়েদের মধ্যে বিবাহের "ঘোট" যেরূপ হয়, সেইরূপ করিয়াই অঙ্কিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই এইরূপ ভাষা ও চরিত্র-চিত্রাঙ্কণ প্রাত্যহিক জীবনের আদর্শের কাছাকাছি রাখিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

তৃতীয় অঙ্ক। (পৃঃ ৪০—৪৩)

প্রথম সংযোগস্থল। প্রভাস তীর্থ, অর্জ্জুনের আগমন। দারুক, প্রহরী ও একজন সেনা অর্জ্জুনকে চিনিতে পারিয়া, তাঁহার আগমন-সংবাদ কৃষ্ণের নিকট লইয়া যাওন। সমস্ত কথোপকথন গদ্যে।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল। (পৃঃ ৪৩—৪৫) কৃষ্ণের সভা। দারুক প্রবেশ করিয়া অর্জ্জুনের আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিল। কৃষ্ণ রথ আনিতে ও সমস্ত পুরজনকে অর্জ্জুনের অভ্যর্থনার্থে রৈবত পর্ব্বতে গমন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত গদ্যে রচিত।

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ৪৫—৪৭)। প্রভাস তীর্থ, কৃষ্ণ ও দারুক কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের অভ্যর্থনা। সমস্তটা গদ্যে রচিত।

চতুর্থ সংযোগস্থল (পৃঃ ৪৭—৫৩)। পর্ব্বতোপরি অট্টালিকা। সত্যভামা সুভদ্রাকে অর্জ্জুনের কথা ও পূর্ব্ব-ইতিহাস বর্ণনা করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে রৈবতকে মহোৎসবের

---

* অবশ্য অনেক স্থলে কাব্যোৎকর্ষ বিধান করিবার জন্য ভারতচন্দ্রাদির অনুকরণে কবি কৃত্রিমতাপূর্ণ অস্বাভাবিক ও উৎকট বাক্য-কণ্টকিত ভাষাবিন্যাস করিয়াছেন। বিশেষতঃ প্রেমবর্ণনায়, নায়ক-নায়িকার রূপ বর্ণনায়। উদাহরণ পশ্চাৎ দেওয়া গেল।

বর্ণনা। প্রায় সমস্তটা পদ্যে (পয়ার ও দীর্ঘ-ত্রিপদী) রচিত। শেষভাগে গদ্য (এক পৃষ্ঠা) ব্যবহৃত হইয়াছে। এ কয়টি দৃশ্যে উল্লেখযোগ্য আর কিছু নাই।

পঞ্চম সংযোগস্থল (পৃঃ ৫৩—৬১)। রাজবর্ত্ম। কৃষ্ণ ও অর্জুন (নেপথ্যে) রথে আসিতেছেন ; এক বাতুল, এক মদ্যপায়ী, পথিক, ও প্রহরীর কথোপকথনচ্ছলে তাহার বর্ণনা। বিদূষক বর্জ্জন করিয়া নাট্যকার এইরূপ হাস্যাস্পদ প্রসঙ্গ (Comic element) আনিয়াছেন। এই দৃশ্যের প্রথম হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। এ দৃশ্যটি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক এবং হাস্যোদ্রেকের চেষ্টা বিশেষ সফল হয় নাই।

পঞ্চম সংযোগস্থল।

রাজবর্ত্ম।

এক বাতুল, এক মদ্যপায়ী ও কতিপয় পথিক প্রবেশ করিল।

মদ্যপায়ী গান করিতেছে।

রাগিণী পরজ কালাংড়া। তাল ধিমা তেতালা।

কালী আমি এই ভিক্ষা চাই, গো মা।

সুধাহ্রদে ডুবি যেন এ প্রাণ হারাই॥

চষকে চষকে পুরি, আর পিতে নাহি পারি,

মুখে কেহ তুলে দিলে, তবে তুষ্ট হয়ে খাই॥

বাতু। বেটা তুই কি গান করিতেছিস্?

মদ্য। ওরে শ্যালা মার নাম গাইতেছি।

বাতু। তুই শ্যালা মদ খাইয়াছিস্। উঁঃ—শ্যালার মুখে গন্ধ দেখ।

মদ্য। আমি মদ খাইয়াছি তোর কি? আজ বড় খুসি আছি, দেখ শ্যালা কৃষ্ণের রথ আসিতেছে, ওর ভিতর অর্জুন আছে।

বাতু। কৈরে ব্যাটা অর্জুন কোথা,—তুই বেটা কয় পাত্র খাইয়াছিস।*

মদ্য। কয় পাত্র,—ওরে শ্যালা অগুন্তি—অগুন্তি। সেই সকালে আরম্ভ করিয়াছি, আবার অর্জুনকে দেখে আবার খাব। আজ বড় আমোদ, তুই বেটা পাগল বৈত নৈস্, তুই কি জানবি। তোর বুদ্ধি আছে, না জ্ঞান আছে।

(ইহা বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে পুনর্ব্বার গান আরম্ভ করিল)

ঐ আস্‌তেছে অর্জ্জুন।

আমি মদের জন্যে হব খুন॥

যখন অর্জ্জুন আস্‌বে কাছে

তার কাছে ভিক্ষা চাব,

সে আমায় যা ভিক্ষা দেবে,

* বাতুল ঠিক বাতুলের মত কথা কহিতেছে না।

তাই দিয়ে মদ কিনে খাব।

ঐ আস্‌ছে অর্জ্জুন।

১ম পথি। ঐ দেখ ভাই, একজন মাতাল নৃত্যগীত করিতেছে। চল নিকটে গিয়া দেখি।

২য় পথি। না ভাই মাতালের নিকট যাওয়া উচিত নহে। মাতালের কি জ্ঞান থাকে? সে কি বলিতে কি বলিবে। লোকে বলে, দন্তি, শৃঙ্গি, ও মত্ত ইহাদের নিকট যাইবে না।

৩য় পথি। চল না, দেখিই না গিয়া কেন, সে যদি তেমন করে, তাতে ভয় কি, প্রহরী আছে।

(সকলেই দ্রুতগতিতে মাতালের নিকট গেল)

বাতু। তোমরা সকলে এই মাতাল বেটার রঙ্গ দেখ।

মত্ত। শ্যালা তুই আমাকে বেটা বলিলি কেন? আমি তোর কি ধার ধারি। শ্যালা তুই বেটা, তোর বাপ বেটা।

বাতু। বেটাকে এমন ধাক্কা দিব ঐ খানায় গুঁজড়িয়া রাখিব।

মত্ত। কৈ আয় শ্যালা মার দেখি।

(দুই জনে বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিল)" পৃঃ ৫৩—৫৫।

তৎপরে প্রহরীর প্রবেশ ও দুই জনের মল্লযুদ্ধ নিবারণ। তৎপরে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ রথারোহণে ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইলেন। কেহ বলিল, রথে দুই কৃষ্ণ—অর্জ্জুন কোথা। কেহ বলিল, একজন কৃষ্ণ, অন্য জন উদ্ধব। ইহা লইয়া মত্তপ, বাতুল প্রভৃতির মধ্যে পরস্পর কলহের মধ্যে দৃশ্যের শেষ। এ অংশটা বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

ষষ্ঠ সংযোগস্থল (পৃঃ ৬১—৭৩)। "অট্টালিকোপরি" সত্যভামা ও সুভদ্রা অর্জ্জুনের আগমন দর্শন করিতেছেন। অর্জ্জুনকে দেখিবার জন্য সুভদ্রার অত্যন্ত কৌতুহল এবং অর্জ্জুনকে দেখিবামাত্র ভদ্রার চিত্তচাঞ্চল্য। এইখানে একটু দীর্ঘচ্ছন্দ, হাহুতাশ, ও থিয়েটারী ঢং আছে; তাও আবার পয়ারে গ্রথিত। ভদ্রার তখন "সখি ধর-ধর" অবস্থা। "বল সত্যভামে আর কি কব তোমায়। অর্জ্জুনে হেরিয়া আজি বুঝি প্রাণ যায়।" ইত্যাদি ৬৩ পৃঃ হইতে ৭৩ পৃঃ পর্য্যন্ত। ভদ্রা কর্ত্তৃক ভারতচন্দ্রের অনুকরণে অর্জ্জুনের রূপবর্ণনা অত্যন্ত কৃত্রিমতাপূর্ণ ও অস্বাভাবিক। ইহার খানিকটা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল "নারায়ণ" (১৩২১-২২) পৃঃ ৬৯৯ তুলিয়া দিয়াছেন, সুতরাং এখানে আর তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। ভদ্রাকে এইরূপ অধৈর্য্য ও প্রগল্‌ভা দেখিয়া সত্যভামা তাহাকে নির্লজ্জা ব্যাপিকা বলিয়া তিরস্কার করিলেন। কিন্তু তাহাতেও ভদ্রা প্রবোধ মানিল না; তখন সত্যভামা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি অর্জ্জুনকে মিলাইয়া দিবেন। "বিদ্যাসুন্দরী" নায়িকা ধরণে এইখানে কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে। সত্যভামা বলিলেন, "আজি রজনীতে ভদ্রে করিব বিহিত। অবশ্য অর্জ্জুন সহ হবে তোর প্রীত॥" কিন্তু ভদ্রা একেবারে উতলা—"এখনো রজনী সখি বহুক্ষণ আছে। ইহার মধ্যেতে মম প্রাণ যায় পাছে॥ তখন মিলনে বল কিবা হবে ফল। কি হবে

আহুতি দিলে নিভিলে অনল॥" শেষে সত্যভামার পায়ে ধরিয়া কান্না—"(সত্যভামার চরণ ধরিয়া কহিতেছেন) বড়ই কাতরে ধরি চরণ তোমার। কৃপা করি কর যাহে হয় প্রতিকার॥"

সপ্তম সংযোগস্থল (পৃঃ ৭৩—৭৭)। অন্তঃপুর, সত্যভামার গৃহ। কৃষ্ণের নিকট সত্যভামার কর্ত্তৃক সুভদ্রার আরজির নিবেদন। কৃষ্ণের সম্মতি আছে; কিন্তু ভয়—পাছে অর্জ্জুন স্বীকার না করে। সত্যভামাকে বলিলেন,—"তুমি গিয়া অর্জুনে কহিয়া যথোচিত। সুভদ্রার বিবাহের করহ বিহিত॥" প্রথম কয় পংক্তি গদ্যে; অবশিষ্টাংশ পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদী।

অষ্টম সংযোগস্থল (পৃঃ ৭৭—৮২)। অর্জুনের শয়নাগার। গভীর নিশীথে সত্যভামা সুভদ্রাকে লইয়া ঘটকালী করিতে আসিয়াছেন। এই দৃশ্যের সমস্ত অংশ আধুনিক রুচি-সম্মত নহে বলিয়া আশঙ্কা করা যায়। এ নাটকে প্রেম প্রভৃতি ব্যাপার বর্ণনা অনেকটা মামুলী কাব্যগত আদর্শানুযায়ী ও প্রাণহীন।

"অর্জ্জু। (সুভদ্রাকে দেখিয়া) অয়ি সত্যভামে, কাদম্বিনী অবর্ত্তমানেও কন্দর্পদর্পহারিণী জনগণপ্রাণঘাতিনী এই সৌদামিনী আমার হৃদয়ে কেন পতিতা হইল? কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তুমি এই চপলার সঙ্গিনী হইয়াও স্থিরতর আছ।

সত্য। ধনঞ্জয়, আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যে সৌদামিনীর রূপ সন্দর্শনে দেবরাজ সর্ব্বদা চঞ্চল, কিন্তু চপলার অলক্ষ্য চঞ্চলতা হেতু তাহাকে বাণ সন্ধানে লক্ষ্য করিতে না পারিয়া কেবল প্রাণ নষ্ট করিতেছেন; সেই সৌদামিনী তাঁহার বজ্রভয়ে ভীত হইয়া তোমার শরণ লইতে আসিয়াছেন।

অর্জু। সত্যভামে, বাক্যসুধা বর্ষণে আমার কর্ণকুহর সাতিশয় স্নিগ্ধ করিলে! কিন্তু সৌদামিনীর সন্তাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

সত্য। ভয় নাই, চিন্তা করিও না, তোমাদিগের কৃষ্ণাই তোমার দুঃখে দুঃখিনী হইয়া সৌদামিনীরূপে স্বদীয় কান্তিরূপ কাদম্বিনী সহ মিলিতা হইতে আগমন করিয়াছেন, গ্রহণ কর।" (পৃঃ ৭৮—৭৯) ইত্যাদি।

অর্জুন সুভদ্রাকে দেখিয়া একেবারে প্রেমসাগরে হাবুডুবু ও সুভদ্রার হাত ধরিয়া টানা-টানি। তৎপরে যখন শুনিলেন যে, ভদ্রা কৃষ্ণের ভগিনী, তখন বলিলেন যে, কৃষ্ণের অনুমতি ব্যতিরেকে "ভদ্রার অঙ্গস্পর্শও করিব না"। সত্যভামা কৃষ্ণের অনুমতি জানাইলেন ও উভয়ের গান্ধর্ব্ব বিবাহ নির্ব্বাহ করিয়া সুভদ্রা লইয়া গমন করিলেন।

নবম সংযোগস্থল (পৃঃ ৮২—৮৪)। রৈবত পর্ব্বত, বলদেবের সভা।—সংক্ষিপ্ত। নারদ আসিয়া বলদেবকে উস্কাইয়া দিলেন যে, কৃষ্ণ ভদ্রাকে অর্জুনের হস্তে অর্পণ করিবেন। গদ্য ও পদ্যে রচিত।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম সংযোগস্থল (পৃঃ ৮৫—৮৮)। হস্তিনা, ধৃতরাষ্ট্রের সভা। নারদ বলদেবের দূতরূপে

আসিয়া ভদ্রার সহিত দুর্য্যোধনের বিবাহের কথা ধৃতরাষ্ট্রকে জ্ঞাপন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন প্রভৃতির দ্বারকা যাত্রার উদ্যোগ। কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই; ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় যুধিষ্ঠিরের নিকট দূত প্রেরণ। আমূল গদ্য।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ৮৮—৯২), ইন্দ্রপ্রস্থ, যুধিষ্ঠিরের সভা। দূত আসিয়া বরপক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ-পত্র দান করিল। যুধিষ্ঠিরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ। তৎপরে ভীম, নকুল ইত্যাদির প্রবেশ। ভীম নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া বলিল যে, অর্জ্জুনের সহিত ভদ্রার বিবাহ ঠিক হইয়াছে, এ আবার কি নূতন কথা। তর্ক-বিতর্কের পর যুধিষ্ঠিরের কথায় ভীম এক অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া দ্বারকায় যাইতে রাজী হইলেন এবং যাহাতে দুর্য্যোধনের সহিত কলহ না হয়, তাহা ধর্ম্মরাজের নিকট অঙ্গীকার করিলেন। প্রথমাংশ গদ্য, ভীমাদির কথোপকথন পয়ারে রচিত।

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ৯২—৯৫)। হস্তিনার রাজবর্ত্ম। "বরবেশি দুর্য্যোধন দুঃশাসন, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য বরযাত্রিরদিগের সম্মুখে ভীম আগমন করিলেন।" ইহা দেখিয়া কৌরবগণের আনন্দপ্রকাশ। ভীম শ্লেষোক্তি করিয়া পরামর্শ দিলেন যে, এখন দ্বারকা অনেক দূর, দুর্য্যোধনের বরসজ্জায় যাওয়া উচিত নহে; কারণ, বিবাহের এখন কি হয়, বলা যায় না, "নিকট হইতে তত্ত্ব লইয়া বরসজ্জা করিলেই ভাল হয়"। দুর্য্যোধন ইত্যাদি রাগ করিয়া বলিল যে, ভীম চিরকাল হিংসুক, কৌরবের ভাল কখনই দেখিতে পারে না। ভীম উত্তর করিল, "আমি ভালই বলিয়াছি। দুর্য্যোধন বরবেশেই চলুন, মুখে কালী মাখিয়া আইলেই চৈতন্য হইবে।" সমস্তটা গদ্য।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম সংযোগস্থল (পৃঃ ৯৭—৯৭)। রৈবত পর্ব্বতোপরি অট্টালিকা। ভয়কাতরা সত্যভামা আসিয়া কৃষ্ণকে বলিতেছেন যে, তাঁহারই উদ্যোগে ভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের গান্ধর্ব্ব বিবাহ সম্পন্ন করিয়া এখন বলদেব ও দুর্য্যোধনের সহিত বিগ্রহ উপস্থিত। "বাধিল তুমুল যুদ্ধ ভদ্রার কারণ। আমি চাহি এবে হউক আমার মরণ॥" (পৃঃ ৯৬)। কৃষ্ণ আশ্বাস দিলেন ও উপায় করিবেন বলিলেন। অধিকাংশ গদ্য, কেবল সত্যভামার বক্তৃতাটা পদ্য।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ৯৮—১০০)। রৈবত পর্ব্বত। অর্জ্জুনের শয়নাগার। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তালিম করিতে আসিয়াছেন। কুলাঙ্গনাগণ যখন সুভদ্রাকে হরিদ্রা লেপন করিবেন, সেই সময় অর্জ্জুনকে সুভদ্রা হরণ করিতে পরামর্শ দিলেন। সমস্তটা গদ্যে বিরচিত।

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ১০০—১০১)। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। বলদেবের সভা। দুর্য্যোধনের অগ্রদূত আসিয়া কল্য প্রাতে তাহার আগমনবার্ত্তা দিল। বলদেবের কুলাঙ্গনাগণকে কুলাচারাদি করিতে প্রহরীর মুখে আদেশদান। সমস্তটা গদ্য।

চতুর্থ সংযোগস্থল (পৃঃ ১০১—১০৮)। অন্তঃপুর। দুর্য্যোধনের সহিত পুনর্ব্বার বিবাহের কথা শুনিয়া সুভদ্রা কাঁদিয়া আকুল। "কালকূট দাও সখি আমি করি পান। নিশার সহিত প্রাণ হউক অবসান।" সুভদ্রার চরিত্র অত্যন্ত ভাবগদ্গদ প্যানপেনে নায়িকার মত

হইয়াছে এবং যাত্রাধরণের এই সব লম্বা লম্বা পয়ারে বক্তৃতা অত্যন্ত ক্লান্তিজনক হইয়াছে। খেদ করিতে করিতে "ভদ্রা ধরায় পতিতা হইলেন।" তার পর পদ্য হইতে গদ্যে লম্বা লম্বা বক্তৃতা।

"সত্য। (হস্ত ধরিয়া কহিতেছেন) সুভদ্রে গা তোল। এত খেদের প্রয়োজন কি? কোন চিন্তা নাই। কল্য প্রভাতে অর্জুন সহ সচ্ছন্দে গমন করিতে পারিবে।

সুভ। ক্ষত শরীরে কেন আর লবণার্পণ কর? সখি, আমার ললাটে অগ্নিসংযোগ হইয়াছে, তুমি কি প্রকারে নির্ব্বাণ করিবে? কৃতান্তাধিক শক্রর হস্তে পতিতপ্রায় হইয়াছি, এখন রক্ষা হইবার কি উপায় আছে।

সত্য। ভদ্রে ব্যগ্র হও কেন? যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রে রবিসুত ত্রাসান্বিত হয়, ও যাঁহার নামোচ্চারণে তাঁহার দূতেরও অধিকার থাকে না, সেই বিপত্তিভঞ্জন ভগবান্ তোমার স্বপক্ষ, তোমার চিন্তার বিষয় কি ভদ্রে?" ইত্যাদি (পৃঃ ১০৪—৬)।

এ সকল দীর্ঘ বক্তৃতা উদ্ধৃত করিবার স্থান এখানে নাই। এ সকল স্থলে নাট্যকার তাঁহার ভাষার স্বভাবসিদ্ধ প্রাঞ্জলতা ত্যাগ করিয়া অর্থগৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য অত্যন্ত বাগাড়ম্বর করিয়াছেন।

পঞ্চম সংযোগস্থল (পৃঃ ১০৮—১০৯)। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। "কৃষ্ণের সভা। পরদিন প্রাতঃকালে কৃষ্ণের নিকট দারুক আগমন করিল।" দারুক অর্জ্জুনের নিকট রথ প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা পাইয়া, কৃষ্ণের অনুমতি লইতেছে। এ দৃশ্যের কোনও তাৎপর্য্য নাই বলিয়া বোধ হয়। সমস্তটা গদ্য।

ষষ্ঠ সংযোগস্থল (পৃঃ ১০৯—১১১)। অন্তঃপুর—সত্যভামা, রুক্মিণী, সহচরী, প্রতিবাসিনী ও কুলকামিনীগণ শঙ্খ ও উলুধ্বনি করিতে করিতে বলদেবের আদেশানুসারে সুভদ্রার গাত্রে হরিদ্রালেপন করিতে যাইতেছেন। গদ্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

সপ্তম সংযোগস্থল (পৃঃ ১১২—১১৫)। বাপীতট। সুভদ্রাহরণ দৃশ্য সংক্ষিপ্ত ও যথেষ্ট নাট্যকৌশলের পরিচায়ক। বৃথা বাগাড়ম্বর নাই, অল্প কথায় প্রতিপাদ্য বিষয়টি বেশ ফুটান হইয়াছে। সমস্তটা গদ্যে। অর্জ্জুন ও দারুকের রথারোহণে প্রবেশ ও দারুককে কি কি করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে অর্জ্জুনের স্থানকালোপযোগী উপদেশ দান। তৎপরে সত্যভামা প্রভৃতি সুভদ্রাকে লইয়া স্নান করাইতে প্রবেশ। অর্জ্জুনকে দেখিয়া সত্যভামা ও সুভদ্রার হর্ষ। তৎপরে—

"(অর্জুন নিকটে আগমন করিলেন)

সত্য। ভদ্রে, আর কি দেখ, রথে আরোহণ কর।

অর্জুন। এসো প্রিয়তমে (ভদ্রার হস্ত ধরিয়া রথারোহণে গমন করিলেন।" (পৃঃ ১১৭)। তার পর কুলনারীগণের হাহুতাশ ও পুরমধ্যে সংবাদ দিবার জন্য প্রস্থান।

অষ্টম সংযোগস্থল (পৃঃ ১১৬—১৩০)। অধিকাংশ পদ্য ও স্থানে স্থানে গদ্য ব্যবহৃত

হইয়াছে। দৃশ্য—রাজবর্ত্ম। দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, ভীম ইত্যাদি বরযাত্রিগণের নিকট দূত আসিয়া সুভদ্রাহরণ সংবাদ দান ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ বর্ণনা। এই বর্ণনাটা (পৃঃ ১১৭) মন্দ নয়। অপমানিত দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের কটূক্তি ও ভীমের ক্রোধ। বৃদ্ধ ভীষ্ম তাঁহাদিগকে এই বলিয়া শান্ত করিলেন যে, বলদেব তাঁহাদিগকে আসিতে বলিয়াছেন, তিনিই ইহার ব্যবস্থা করিবেন। অনেক তর্কবিতর্ক ও দুর্য্যোধনের ক্রোধ, আস্ফালন, খেদ, হাহুতাশ ও কটুবাক্যের পর মানে মানে স্বদেশে প্রত্যাগমনই স্থিরীকৃত হইল।

নবম সংযোগস্থল (পৃঃ ১৩০—১৩৬)। গদ্য ও পদ্য উভয়ই দৃষ্ট হইবে। স্থান—বলদেবের সভা—দূত আসিয়া সুভদ্রাহরণ সংবাদ দিল। বলদেবের ক্রোধ ও অর্জ্জুনকে শাস্তি দিবার জন্ম সসজ্জ হইবার উদ্যোগ।* কিন্তু দূত বলিল, তাঁহার এ চেষ্টা বৃথা। কারণ, অর্জ্জুন অসাধারণ যুদ্ধে সমস্ত যদুকুলকে পরাস্ত করিয়াছেন। "ভদ্রা স্বয়ং অশ্বরজ্জু ধারণ করিয়া রথ চালাইতেছেন। প্রভো রথের আশ্চর্য্য গতির কথা কি কহিব, কখন দৃশ্য, কখন বা অদৃশ্য। কখন ভূমিতে, কখন বা শূন্যে; কেহই তাহা লক্ষ্য করিতে পারে নাই। ... অর্জ্জুন ইন্দ্রজিতের ন্যায় নীরদমণ্ডলীতে আবৃত থাকিয়া বাণে বাণে সকল উচ্ছিন্ন করিয়াছেন। বৃথা কেন অর্জ্জুনের বিপক্ষে গমন করিবেন? তিনি কোনখানে আছেন, তাহা নির্ণয় করাই দুষ্কর হইবে।" (পৃঃ ১৩৫) ইহা শুনিয়া ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া বলদেব নিরস্ত হইলেন। কারণ, তিনি বুঝিলেন, এ সমস্তই কৃষ্ণের চক্রান্ত।

দশম সংযোগস্থল (পৃঃ ১৩৬—১৪২)। প্রথমাংশ গদ্য, তৎপরে বিশেষতঃ বলদেবের বক্তৃতা পদ্য (পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদী)। স্থান—বসুদেবের গৃহ। অভিমানী বলদেব বাপ মার নিকট আসিয়া মানের কান্না কাঁদিতেছেন। এ সমস্তই চক্রীর চক্রান্ত—যদুগণ সকলেই একপরামর্শি হইয়া বলদেবকে অপমানিত করিয়াছেন। "এ চক্রে সকলেই আছেন, ভাল,—আজি অবধি আমি তোমারদিগের পুত্র নহি, এমত জ্ঞান করিবেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, বন্ধু, ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই যে ব্যক্তির বিপক্ষ, তাহার পক্ষে গৃহবাস অপেক্ষা অরণ্যবাসই উত্তম কল্প, অতএব সকলে আমার আশা পরিত্যাগ কর।" (পৃঃ ১৩৮) দেবকী, রোহিণী, বসুদেব অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু বলদেব কিছুই বুঝেন না। রাগ—কৃষ্ণের উপর। তিন পৃষ্ঠাব্যাপী পদ্যে আপন মনের খেদ ব্যক্ত করিয়া অবশেষে বলিলেন,—

"এত অপমান যার জীবনে কি সুখ তার
ধিক্ ধিক্ আমার জীবন।
আছিল যতেক সুখ লজ্জায় গুঁজিয়া মুখ
হলধরে করেছে বর্জ্জন॥

---

* কিন্তু ইহার পূর্ব্বে অষ্টম সংযোগস্থলে দূতমুখে শুনিতে পাই যে, বলদেব যুদ্ধে গিয়া অর্জ্জুনকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। "বলদেব আপনি লাঙ্গল স্কন্ধে করি। এসেছেন ফিরিয়া সংগ্রাম পরিহরি।" (পৃঃ ১১৮)। নাট্যকারের অনবধানতাবশতঃ বোধ হয়, এই দুই রকম বৃত্তান্ত শুনিতে পাই।

এমন দুঃখের পাশে কি করিব গৃহবাসে
লোকালয়ে না রহিব আর।
ছাড়ি সবে মম আশ সুখে কর গৃহবাস
সব আশা ঘুচেছে আমার॥" (পৃঃ ১৪১)

ও এইখানেই নাটক সমাপ্ত।

এ নাটকে অঙ্কিত প্রকৃতিসমূহের সঙ্গতি রক্ষিত হইলেও, চরিত্রের বিকাশ বিশেষ দেখান হয় নাই। নাট্যসম্মত চরিত্রাঙ্কণ অপেক্ষা, কোন কাব্যোক্ত গল্প কথোপকথনচ্ছলে বিবৃতি করাই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। ঘটনাপুঞ্জের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া চিত্রিত চরিত্রের বিকাশ দেখান অপেক্ষা, কতকগুলি বিভিন্ন দৃশ্যের একত্র সমাবেশ করিয়া তাহার ভিতর দিয়া একটি গল্প ফুটাইয়া তোলাই গ্রন্থকারের প্রধান লক্ষ্য। এই জন্য আখ্যানবস্তু বা Plot নির্ম্মাণে নিপুণ কৌশল দেখা যায় না। প্রথম অঙ্কটা নাটকের মূল বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন, বাদ দিলেও ক্ষতি হইত না। মদ্যপবাতুলের দৃশ্যটা নূতন হইলেও, সম্পূর্ণ অবান্তর প্রসঙ্গ। এ সমস্ত দোষ সত্ত্বেও বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজী আদর্শে প্রথম নাটক হিসাবে ইহার মূল্য যথেষ্ট। গ্রন্থকারের স্বভাবাঙ্কণশক্তি ও জীবনের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরতা, ভাষার প্রাঞ্জলতা, অঙ্কিত দৃশ্যের স্পষ্টানুভূতি ও তাহা ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা প্রভৃতি নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। মামুলী কাব্যগত গল্পের আদর্শে অভিভূত বাঙ্গালা সাহিত্যে এই সজীবাঙ্কণ-ক্ষমতা নূতন বটে। কিন্তু গ্রন্থকারের নাট্যকলা বা প্রতিভার আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বহির্ভূত; এই দুষ্প্রাপ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানই ইহার সামান্য উদ্দেশ্য।

পরিশেষে বক্তব্য, এই প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া গেল। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানি বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস হিসাবে যেরূপ মূল্যবান্ ও আধুনিক সময়ে যেরূপ দুষ্প্রাপ্য, তাহাতে এ দোষ মার্জ্জনীয় হইবে, আশা করা যায়।

শ্রীসুশীলকুমার দে

বাঙ্গালা-শব্দ-কোষ সমালোচনার উত্তর

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩ ভাগ, ৪ সংখ্যা) শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় "বাঙ্গালা-শব্দ-কোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য" করিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত দোষ স্বীকার করি আর নাই করি, কোন্ শব্দের কোন্ অঙ্গে আপত্তি উঠিতে পারে, তাহা কোষকারের সর্ব্বদা মন্তব্য। কোষে অনেক ভুল আছে ; যাঁহারা ভুল দেখাইতেছেন, ভুলের আশঙ্কা করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

তিনি তিন অঙ্গে ভুল ধরিয়াছেন। (১) শব্দের অর্থে, (২) শ্রেণীবিভাগ, ও (৩) ব্যুৎপত্তিতে। যে যে উদাহরণ লইয়া ধরিয়াছেন, তাহা ঠিক হউক না হউক, আপত্তির মূল খণ্ডন করিতে পারা যায় কি না, দেখি। তৃতীয় আপত্তির মধ্যে একটা গুরুতর প্রশ্ন নিহিত আছে। সেটা সেই পুরানা কথা, বঙ্গভাষার জননী কে। কিন্তু পুরানা হইলেও উহা চির-দিন নূতন ভাবে নূতন নূতন সাজে উপস্থিত হইবে। কারণ উহা পুরাতন, কেবল তর্কে গম্য।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করা ভাল, তিনি গ্রন্থের নাম "বাঙ্গালা ভাষা", এবং "বাঙ্গালা-শব্দ-কোষ" ইহার দ্বিতীয় ভাগ, লক্ষ্য করিয়াছেন কি না। কারণ, যে সব সমালোচক এই দ্বিতীয় ভাগের দোষ ধরিয়াছেন, বুঝিয়াছি, তাঁহাদের একজনও প্রথম ভাগ অবলোকন করিবার অবকাশ পান নাই। সকলেই অবশ্য হিত-বুদ্ধিতে করিয়াছেন, কোষের উপকারও যথেষ্ট করিয়াছেন। তথাপি গোড়া দেখিয়া করিলে, বোধ হয়, আরও উপকার করিতে পারিতেন। অন্ততঃ তাঁহাদের শ্রম-লাঘব হইত মনে করি।

দুই একটা উদাহরণ দিই। মন্তব্য-কারী মহাশয় কোষের 'অতিথ' শব্দের অর্থে ভুল ধরিয়াছেন। আমি অর্থ করিয়াছি, 'ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী'', তিনি এই অর্থে "অতিথ শব্দের ব্যবহার কোথাও" পান নাই।* কিন্তু 'অতিথ-সেবা', 'অতিথ-শালা', 'অতিথ-ফকীর', ইত্যাদি প্রয়োগ লোকমুখে সর্ব্বদা পাইয়া থাকি। যাঁহারা 'অতিথ' নামে সেবা পান, তাঁহারা সাধু-সন্ন্যাসী। দ্বারে 'অতিথ' আসিলে ভিক্ষা দেওয়া হয়। অনেক দান-শীল গৃহস্থ 'অথিত-অভ্যাগতে'র নিমিত্ত ভূমি ও ভূমির উপস্বত্ব নির্দিষ্ট করিয়া রাখেন। আমি 'অতিথ-ফকীর', 'অতিথ-অভ্যাগত' প্রভৃতির তুল্য শব্দকে ব্যাকরণে 'সহচর' সংজ্ঞায় নির্দেশ করিয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন, "অতিথ-অভ্যাগত সহচর শব্দ নহে, উহা অতিথি শব্দের এক পর্য্যায়ের শব্দ।" তিনি বলেন, "শব্দের পর নিরর্থক যে সব শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহাই সহচর।" সম্প্রতি এই সংজ্ঞা লক্ষণে আমার মন্তব্য কিছুই নাই। ব্যাকরণ-সংশোধনের সময় হইতে পারে। একা 'সহচর' নহে, সে কথাটা এইখানে শেষ করিতে পারি ; 'সহচর'

---

* উত্তর-রাঢ়—কান্দি অঞ্চলে 'অতিথ' (উচ্চারণ—অতীত্) শব্দে সাধু-সন্ন্যাসী—বিশেষতঃ,—ছাইমাখা জটাধারী পশ্চিমাঞ্চলের সন্ন্যাসী বুঝায়।—পত্রিকাধ্যক্ষ।

ছাড়া, 'অনুচর', 'উপচর', 'প্রচর' ও 'প্রতিচর', এই পাঁচ শ্রেণীতে যুগ্ম শব্দ ভাগ করিতে হইয়াছে। এই পাঁচের লক্ষণযুক্ত সংজ্ঞা পাইলে এবং উত্তম বোধ হইলে অবশ্য গ্রহণ করিব।

আজিকালি কেহ কেহ ইংরেজী guest বুঝাইতে 'অতিথি' ('অতিথ' নহে) বলেন বটে, কিন্তু গ্রামে ইঁহারা 'অভ্যাগত'। ইংরেজী অভিধানে বন্ধু-বান্ধব guest, এমন কি, হোটেলে যে থাকে, সেও guest। অন্যের গৃহে ভোজন পাইলেই guest হইয়া দাঁড়ান। আমরা কেবল আসন-ভোজন দিয়া এক কথায় guest পাই না। আমাদের কেহ বন্ধু, কেহ অভ্যাগত, কেহ আগন্তু, কেহ অতিথি, কেহ পথিক। যিনি দয়া করিয়া বাড়ীতে আসেন, তিনি আসন ও ভোজন নিশ্চয়ই পান। আত্মীয় হইলে 'বন্ধু', মাননীয় হইলে 'অভ্যাগত', মধ্যম কিংবা লঘু হইলে 'আগন্তু', সাধু সন্ন্যাসী হইলে 'অতিথি', এবং পথে যাইতে যাইতে আসিয়া পড়িলে 'পথিক'। সকলকে সমান আদর-অভ্যর্থনা করা হয় না, সকলে সমান সৎকার পান না। এই যে নামগুলি দিলাম, সব প্রায় নিরক্ষর গ্রাম্য-জনের মুখে শোনা। 'অতিথি' শব্দের প্রাচীন অর্থ নাকি যিনি এক তিথি (দিবস) এক স্থানে থাকেন না, সতত গমন করেন। গৃহে বন্ধু আসিলে, কি অভ্যাগত-আগন্তু আসিলে, এবং তাহাঁকে পরিতোষ-পূর্ব্বক ভোজন ও শয়ন করাইলে অতিথি-ধর্ম্ম পালিত হয় না। পুত্র ইংরেজের বাড়ীতে পিতা-মাতা আসিলে guest শ্রেণীর মধ্যে পড়িয়া যান। আমাদের বাড়ীতে তাহা হইতে পারে না। তাহাঁরা ইংরেজী তন্ত্রের guest হইতে পারেন, কিন্তু অতিথি?*

দেশ-কাল-পাত্রভেদে শব্দের অর্থান্তর হয়। শুধু শব্দের কেন, এমন বিষয় মনে হইতেছে না, যাহার পরিবর্ত্তন হয় না, না হওয়া অস্বাভাবিক। এ ত সামান্য কথা, যাহার প্রয়োগ চারি দিকে পাওয়া যায়, তাহা জানিয়াও ভুলিয়া যাই, অন্যের উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না। 'উকি' শব্দ দেখুন। উহার অর্থ হিক্কা বলিয়া জানিতাম। ওড়িয়াতেও 'উকি' শব্দ আছে, অর্থ উদ্‌গার। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন, পূর্ব্ববঙ্গে 'ওক' শব্দ আছে, অর্থ "বান্ত [বান্তি?] এবং বান্তকালীন শব্দ"। বিক্রমপুরের (মুন্সীগঞ্জের) এক বন্ধুর মুখে শুনিলাম, সেখানে 'ওক দেওয়া' অর্থে বমন-চেষ্টা করা, এবং 'উথাল করিতেছে' অর্থে বমি করিতেছে।† 'উকি' ও 'ওক' শব্দের মূল এক বোধ হয়। 'উথাল' মনে হয় 'উদ্‌গার' হইতে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন, "প্রাকৃতে "ওক্কিঅ" বলিয়া শব্দ আছে; উহার অর্থ বান্ত, বমি করা।" এই "প্রাকৃত" শব্দের মূল না জানিলে ব্যুৎপত্তি-নির্ণয় হইতেছে না। 'ওক্কিঅ', অনুকার শব্দও হইতে

---

* একবার এক বন্ধুর বাড়ীতে এক দিন ছিলাম। আমি বাড়ীতে যাইবামাত্র তিনি আমায় অতিথি তুল্য জ্ঞান করিয়া সমাদর করিলেন, আমি অবশ্য প্রীত হইলাম। কিন্তু বাড়ীর ভিতর গিয়া গৃহিণীকে সংবাদ দিলেন, আমি 'অতিথ' আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া বুঝিলাম, তিনি মূলার্থ ও লাক্ষণিক অর্থ এক করিয়া ফেলিয়াছেন। বাস্তবিক 'অতিথ' নাম ভাল লাগে নাই।

† উত্তর-রাঢ়—কান্দি-অঞ্চলে ওকাই=বমি, ওকাই করা=বমি করা।—পত্রিকাধ্যক্ষ।

পারে। 'উকি' শব্দের মূলে 'উদ্‌গার' থাকিতে পারে, 'হিক্কা'ও থাকিতে পারে ; উহা অনুকার শব্দও হইতে পারে। "প্রাকৃতে" 'ওক্কিঅ' বলিত, বলিলে জিজ্ঞাস্য হয়, সেটা কোন্ দেশের কোন্ সময়ের "প্রাকৃত" ? এ বিষয় পরে আলোচনা করিতেছি।

'ওক' ও 'উকি' শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ যাহাই হউক, অর্থ যদি একই হয়, তাহা হইলে কোষে কোন্ রূপ গ্রাহ্য ? দুই রূপ দিলে ভাষার পুষ্টি হয়, না একটা দিলে হয় ? অবশ্য এদেশ সে-দেশ আমার-তোমার ভুলিতে না পারিলে কোষ-রচনা অসাধ্য। সব সময় ভুলিতে পারা যায় না, সত্য ; কিন্তু, মায়ায় পড়িতেছি না ত, ভাবিতে হয়। এ বিষয় পণ্ডিত শ্রীসতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের কোষ-সমালোচনার উত্তরে যৎকিঞ্চিৎ বলিয়াছি। এইরূপ, কালভেদে শব্দের গৌরব, সাধুতা কিংবা শিষ্টতার ইতর-বিশেষ হয়। 'অভরণ', 'আউ', শব্দ ধরুন। পুরানা বাঙ্গালা বহিতে শব্দ দুইটা পাওয়া যায়। নিরক্ষর নর-নারীর মুখেও অদ্যাপি শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, কেহ 'অভরণ' কিংবা 'আউ' লিখিতে পারিবেন না, লিখিতে হইলে 'আভরণ' ও 'আয়ু' বানান করিতে হইবে। কেন হইবে, তাহার উত্তর অনাবশ্যক। শব্দের জাত্যন্তর আছে, তাহা কোষকার দেখাইয়া দিলে মন্দ কি ? কোষ সঙ্কলনের সময় আমি শব্দগুলি তিন ভাগ করিতে বসিয়াছিলাম,—"বাঙ্গালা", "বাঙ্গালা-প্রাকৃত", এবং "গ্রাম্য"। "বাঙ্গালা" কি, তাহা বলিতে হইবে না। যে শব্দ সাধু-অসাধু, শিষ্ট-অশিষ্ট, কথায় লেখায় চলে কিংবা চলিতে পারে, তাহা 'বাঙ্গালা' বলিলাম। যে শব্দ কিংবা শব্দের যে রূপ সকলের কথায় চলে, কিন্তু, শিক্ষিতের লেখায় চলে না, তাহা "বাঙ্গালা-প্রাকৃত", এবং যে শব্দ কিংবা শব্দের যে রূপ কেবল অশিক্ষিত নর-নারীর মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা "গ্রাম্য"। "গ্রাম্য" রূপ চেনা তত কঠিন নয়। যেমন আউ, মিস্তু, কাজ্জ, ধম্ম, কম্ম, পুন্নি, 'মনিষ্যি', মচ্ছ, উচ্ছব, রাত্তি, আদ, ডেড়, ডণ্ড, শাদ্ধ, চাদ্ধ, ইত্যাদি।

পূর্ব্বকালের ব্যাকরণকারদিগের মতে শব্দের এই প্রকার রূপ "প্রাকৃত"। আমিও তাঁহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া "প্রাকৃত"সংজ্ঞায় নির্দেশ করিলে মন্দ করিতাম না। কারণ, আমি যে "বাঙ্গালা-প্রাকৃত" সংজ্ঞা করিয়াছি, তাহা বহু স্থলে "বাঙ্গালা"। ইহা দেখিয়া "বাঙ্গালা-প্রাকৃত" নির্দেশ ত্যাগ করিতে হইয়াছে, কিন্তু, "গ্রাম্য" সংজ্ঞা রহিয়া গিয়াছে। আজি-কালি "বাঙ্গালা" ও "বাঙ্গালা প্রাকৃত", এই দুইএর ভেদ লোপ করিবার দিকে কাহারও কাহারও প্রবল অনুরাগ দেখা যাইতেছে। "বাঙ্গালা" কাহার, যাহার, করিতেছিল, আজির, রাত্রির, ইত্যাদির "বাঙ্গালা-প্রাকৃত"রূপ, কার, যার, ক'র্‌তেছিল বা ক'চ্ছিল, আজের, রেতের ইত্যাদি, অতএব মোটের উপর দুই ভাগ হইয়াছে। শব্দের যে রূপ, গোটা গোটা শব্দ নহে, রূপ, শিক্ষিতদিগের মুখে এবং কলমে বাহির হয়, এবং যে রূপ হয় না।

এই বিভাগ অবশ্য কৃত্রিম। স্বভাবকে দুই ভাগ করি, আর তিন চারি ভাগই করি, তাহা কৃত্রিম হইবেই। সুতরাং উক্ত দুই ভাগ সব স্থলে তর্কে টিকিতে পারে না। দুই একটা উদাহরণ লই। শিক্ষিত লোকে 'কর্তা' (বা কর্ত্তা), 'কর্ম' (বা কর্ম্ম) বলেন, লেখেন।

অ-শিক্ষিত বলে 'কত্তা', 'কম্ম'। ইহাতে মনে হইতে পারে, তবে ত ভাগ হইয়া গেল। কিন্তু শিক্ষিত 'কত্তা-গিন্নী', 'কত্তা-ভজা', এমন কি 'কত্তাত্তি' না বলিয়া পারেন না। 'কর্তা-গৃহিণী' বলিতে পারেন, কিন্তু 'কর্তা-গিন্নী' কিংবা 'কর্তা-ভজা' বলা ঠিক হয় না। আর একটা শব্দ 'অষুদ' ধরুন। এই রূপ, 'বাঙ্গালা-প্রাকৃতে"। "বাঙ্গালা"রূপে 'ঔষধ' যাহা বলিলে লিখিলে সবাই বুঝিতে পারে। "গ্রাম্য"রূপে 'ওষুদ'। কিন্তু, 'ওষুধ' রূপ "প্রাকৃতে"র উপরে উঠিয়াছে। 'কম্ম' শব্দ অশিক্ষিতের মুখে শুনি, শিক্ষিতের মুখে 'কর্ম'! 'কাজ-কম্ম' শিক্ষিতের মুখে 'কাজ-কর্ম'। অতএব 'কাজ', 'কর্ম্ম', 'কার্য', "বাঙ্গালা"; কিন্তু 'কাজ্জ'-'কম্ম' "গ্রাম্য" মনে করিতে হইতেছে। মন্তব্যকারী লিখিয়াছেন, "কথ্য ভাষায় 'কম্ম' ও 'কাম' উচ্চারণই স্বাভাবিক। যাহা স্বাভাবিক, শিক্ষিত লোকেরাও তাহা হইতে বাদ পড়েন না।" এখানে তিনি দুইটা গুরুতর তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। কোন্ উচ্চারণ স্বাভাবিক, তাহা ব্রহ্মা বলিতে পারেন, মানুষে পারে না। আর, স্বভাবকে দমন করিয়া ঈপ্সিত পথে চালনাই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয় কি? 'করম', 'করম' শুনিতে শুনিতে 'কর্ম' শব্দ শিক্ষা হয়। যাহাঁরা 'করম' রূপ দেখিতে জানিয়াছেন, তাহাঁদের 'কর্ম' শব্দ উচ্চারণ সোজা হয়। যখন শিক্ষা না হইয়াছে, তখন প্রাকৃত জন বা কে, আর অ-প্রাকৃত জনই বা কে?

সে কালে কেবল দ্বিজবালকের উপনয়ন হইত; দ্বিজকন্যার হইত না, শূদ্রের হইত না, শূদ্রাণীর ত কথাই নাই। শকুন্তলা কণ্ব মুনির আশ্রমে আজন্ম-পালিতা হইয়াও সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন না, প্রাকৃত জনের ন্যায় তাহাদের ভাষায় কহিতেন। কিন্তু সংস্কৃত অর্থাৎ তৎকালের শুদ্ধ ভাষা অক্লেশে বুঝিতে পারিতেন। এ কালেও দেখি, অশিক্ষিতা নারী ও অশিক্ষিত নর 'কার্য', 'কর্ম', 'রাত্রি' প্রভৃতি এ কালের সংস্কৃত অর্থাৎ এ কালের শুদ্ধ ভাষা সচ্ছন্দে বুঝিতে পারে, কিন্তু বলিবার সময় 'কাজ্জ', 'কম্ম' 'রাত্তি' প্রভৃতি বলে, কিংবা আরও সোজা করিয়া 'কাজ', (কোথাও কোথাও) 'কাম', 'রাত' বলে। এই যে কোন শব্দকে "সংস্কৃত", কোন শব্দকে "প্রাকৃত" বলিতেছি, এ কালের মতন সে কালেও বলা হইত। কিন্তু এ কালে কি দুইটা ভাষা আছে? সে কালে কি দুইটা ভাষা ছিল?

এখন এই তর্ক একটু বিচার করিতে হইতেছে। কারণ, ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার কোষ হইতে ৪০টি শব্দ তুলিয়া ৩০টি স্থানে সংস্কৃত-প্রাকৃত-শব্দ মূল বলিয়া দেখাইয়াছেন। আমি "সংস্কৃত" বলিয়াছি, তিনি "প্রাকৃত" অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার সময়ের "প্রাকৃত" ভাষা বলিয়াছেন। "সংস্কৃত-প্রাকৃত" বলিতে হইতেছে; কারণ, এখনকার অশিক্ষিত নর-নারীর ভাষা আমি-ই বাঙ্গালার "প্রাকৃত" বলিতেছি, এমন নহে; কিছু দিন পূর্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষারই নাম "প্রাকৃত" ছিল। সে যাহা হউক, তিনি ইচ্ছা করিলে বিদেশী শব্দ বাদে কোষে যত শব্দ আছে, সমুদয়েরই মূল "প্রাকৃত" বলিয়া এক কথায় মন্তব্য শেষ করিতে পারিতেন। কারণ, আমি সে সকল শব্দের মূল "সংস্কৃত" দেখাইয়াছি। শেষে তিনি লিখিয়াছেন, 'বঙ্গভাষায় যে সংস্কৃত শব্দ বহু পরিমাণে প্রচলিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার প্রকৃতি আলোচনা

করিলে বুঝা যাইবে যে, প্রাকৃত ভাষাই বঙ্গভাষার জননী।" আমিও আমার পুস্তকের প্রথম ভাগে (২৭ পৃঃ) লিখিয়াছি, "সংস্কৃত ভাষার গৌরবের দিনে যে প্রাকৃত ভাষা 'ইতর' লোকের ভাষা ছিল, তাহাই কি পরে 'ভদ্র' লোকের ভাষাকে পরাভূত করে নাই ? আমরা কি সেই 'ইতর' ভাষা লইয়া বাঙ্গলা ভাষার গৌরব করিতেছি না ?" কিন্তু সেখানে যে কথা, কোষে সে কথা নহে। কাজেই একটা তর্কে পড়িতে হইতেছে। "প্রাকৃত ভাষাই বঙ্গভাষার জননী" —ইহা ত রূপকে বর্ণনা। রূপক ভেদ করিলে কি বুঝি ? দ্বিতীয়তঃ, "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃত" ভাষার সম্বন্ধ কি ? তৃতীয়তঃ, কোষে বাঙ্গালা শব্দের "সংস্কৃত", না "প্রাকৃত" মূল প্রদর্শন কর্তব্য ?

ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ হয় ত অধীর হইয়া বলিবেন, আবার এ প্রশ্ন কেন ? "প্রাকৃত" ভাষা যে বঙ্গভাষার জননী, তাহা বহু দিন সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার উত্তর, আমি ভাষাবিৎ নই, এবং সিদ্ধান্তটা ভাল করিয়া বুঝিতে চাই। 'জননী' অর্থে মানুষের জননীর তুল্য মনে করিয়া দেখি। জননী কন্যা প্রসব করেন, কোন এককালে করেন। প্রসবের পর একজনের স্থানে দুই জন হন, দুই জন পৃথক থাকেন। যদি এমন, তাহা হইলে কোন সময় ছিল কি, যখন "প্রাকৃত" ও বাঙ্গালা দুইই ছিল ? যে দেশে "প্রাকৃত" ভাষা ছিল, সে দেশে বাঙ্গালা ভাষাও ছিল কি ?

বোধ হয়, পণ্ডিতেরা এ কথা বলিবেন না। তাঁহারা হয় ত বলিবেন, প্রসবান্তে জননীর কাল হইয়াছে, কন্যাটি জীবিত আছে। তখন এমন তর্কও উঠে, সে দুর্ঘটনা কবে হইয়াছিল ? কোন কোন পণ্ডিত ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইহাঁদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমি "বাঙ্গালা ভাষা" পুস্তকের প্রথম ভাগে (১৯ পৃঃ) লিখিয়াছিলাম, "অমুক বৎসর হইতে বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি, এ কথার যেমন অর্থ নাই ; অমুক বৎসর হইতে বাঙ্গালীর ভাষার উৎপত্তি, সে কথারও অর্থ নাই।" তাহা হইলে জননী দেহত্যাগ করেন নাই, কন্যারূপে অদ্যাপি বর্তমান আছেন। দক্ষ-কন্যা সতী রূপ গিয়াছে, হিমালয়-কন্যা উমা রূপ আসিয়াছে। কিন্তু যিনি সতী, তিনিই উমা। অর্থাৎ "সংস্কৃত" ভাষার দিনে যে ভাষা ছিল, সেই ভাষা এখনকার বাঙ্গালায় পরিণত হইয়াছে। পরিণামের লক্ষণ এই, পূর্বরূপের কিছু থাকিবে, কিছু লুপ্ত হইবে, কিছু নূতন আসিবে। কিন্তু যেটা নূতন মনে করি, সেটা পুরাতনে অপ্রকট ছিল।

পুরাতনে যে গুণ অপ্রকট থাকে, তাহা ধরা কঠিন বটে। কিন্তু যেটা ছিল না, তাহার আবির্ভাবও স্বীকার করিতে পারি না। এখানে কার্য দেখিয়া কারণ অনুমান করিতে হয় ; অন্য উপায় নাই। পুথ "প্রাকৃতে"র 'ধম্ম কম্ম' অদ্যাপি আছে, 'অজ্জ অট্‌ঠী ওসঢং' গিয়াছে, 'আজি আঁঠি ওষুধ' আসিয়াছে, আর হাজার হাজার বাছা বাছা সংস্কৃত শব্দ যাহা সেকালে কেবল পণ্ডিতের মুখে ও কলমে বাহির হইত, পামরের মুখে হইত না, সে সব এ কালের পণ্ডিত ও পামর উভয়েরই মুখে শোনা যাইতেছে। এই অপূর্ব ঘটনা, তাহার ব্যাখ্যা রূপকে

করিতে হইলে বলিতে হয়, বঙ্গভাষার জননী সে কালের "প্রাকৃতা", কিন্তু জনক "সংস্কৃত।" সে কালের "প্রাকৃতা" ও "সংস্কৃতে"র বিবাহে যে সন্তান জন্মিয়াছে, তাহাদের কাহারও মুখ মায়ের মতন, কাহারও মুখ বাপের মতন। "সংস্কৃত", "প্রাকৃতার" পাণিগ্রহণ না করিলে "প্রাকৃতা" প্রাকৃতা থাকিয়া যাইত, সেই ব্যঞ্জনবিহীন স্বরবর্ণের আধিক্য (যেমন, রঅও—রজকঃ, উইদং—উচিতং), সেই ভিন্নবর্গীয় বর্ণের পরস্পর অসংযোগ, (যেমন, উপ্পাও—উংপাতঃ, গোট্‌ঠী—গোষ্ঠী) প্রভৃতি লক্ষণ থাকিয়া যাইত।

এই শুভপরিণয়-সংবাদ নূতন নহে। নূতন সংবাদ আমি কোথায় পাইব। ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণের উক্তিই নিজের বোধে ব্যক্ত করিতেছি। তাঁহারা বলেন, বহু পূর্বকাল হইতে এই আদান-প্রদান চলিতেছিল, বৈদিক ভাষায় চলিতেছিল, "সংস্কৃত" ভাষায় চলিতেছিল। তাঁহারা 'গাথা' নামে শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহার ভাষায় "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃতে"র অপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়াছিল। যে ভাষায় "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃতে"র সমন্বয় ঘটে, তাহার উত্তরোত্তর পরিণতিতে বঙ্গভাষা।

কিন্তু এখানে একটা বিতর্ক উঠিতেছে। এই যে "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃতার" বিবাহ, সে বিবাহ কি স-বর্ণে বিবাহ ? বঙ্গভাষা কি সঙ্কর-কন্যা ? অর্থাৎ "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃত" কি দুই ভিন্ন ভাষা, না এক ভাষার দুই রূপ ? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে কে কি বলিয়াছেন, তাহা আমি অবগত নই। তবে প্রত্যক্ষের ন্যায় বোধ হইতেছে, সকলে একমত হইতে পারেন নাই, পারিবার জো নাই। কারণ, বিতর্কের মূলে এক বড় বিতর্ক আছে, কখন্ কি অবস্থায় দুইটা বস্তুকে এক বলিতে পারা যায়। 'দুই' গণাতেই বুঝিতেছি একটা নয় ; আবার 'এক' সন্দেহ করিয়া বুঝিতেছি দুইটাও নয়। বিতর্কটা একটু বিকট করিয়া বলি, সংস্কৃতভাষা আর বঙ্গভাষা দুইটা ভাষা, না একটা ? কিংবা বলি, "প্রাকৃত"ভাষা ও বঙ্গভাষা দুইটা ভাষা, না একটা ? কিংবা সেই পুরানা কথায় আসি, "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃত" ভাষা এক ভাষা, না দুই ভাষা ?

দেখা যাইতেছে, ভাষার লক্ষণ লইয়া বিতর্ক। সে দিকে দৃষ্টি করিলে বিতর্ক উঠিত না, কিংবা উঠিলেও সহজে শান্ত হইত। পণ্ডিতেরা ভাষার কি লক্ষণ দেখিয়া এক কিংবা দুই বিবেচনা করেন, তাহা আমি অবগত নই। এই সুযোগ পাইয়া একবার আমার এক হিতকারী সমালোচক আমায় সম্পীড়িত করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা নাকি বলেন, কেবল ব্যাকরণ দ্বারাই এক ভাষা হইতে অন্য ভাষা প্রভেদ করিতে পারা যায়। যদি ভাষার ব্যাকরণ এক হয়, তাহা হইলে ভাষাও এক। কিন্তু অ-বুঝকে বুঝান সহজ নহে। 'ভাষা' সংজ্ঞা স্থানে 'ব্যাকরণ' সংজ্ঞা বসাইলে যে আঁধারে সে আঁধারেই থাকিতে হয়। যদি ভাষা স্বাভাবিক হয়, স্বভাবতঃ জন্মে, বাড়ে, মরে, তাহা হইলে এক কথায়, ব্যাকরণ (ইংরেজী 'গ্রামার' অর্থে) বা রচনা-রীতি দেখাইয়া বিতর্কের দোষ করিতে পারা যায় কি ? শব্দ-রূপ উপকরণ না দেখাইলে কি বস্তুর রচনা দেখিব ? 'কাদার

অনরেবল, ডকুটর কল দিয়ে কীয়ার-কেস ব'লেছেন।"—এই যে ভাষা, ইহা না বাঙ্গালা, না-ইংরেজী। স্বভাবজ দ্রব্যের জাতিবিভাগ সময়ে কত বিড়ম্বিত হইতে হয়, তাহা মনে রাখিলে এক ব্যাকরণ দেখাইয়া, ও পণ্ডিতের নাম লইয়া বিতর্কের পথে কাঁটা দিতে পারা যায় না। আমার সামান্য বুদ্ধিতে মনে হয়, জাতির সংজ্ঞা নির্দেশ সোজা নয়। অথচ একটা কিছু না ধরিলেও লোক-ব্যবহার চলে না। তখন বলিতে হয়, রাম-শ্যামের কথাবার্ত্তা স্বভাবতঃ চলিতে পারিলে দুই জনের ভাষা এক। ভাষার এই লক্ষণে 'স্বভাবতঃ' আনিতে হইতেছে, নতুবা ফাঁকির অন্ত থাকে না। যদি 'স্বভাবতঃ' কাটিয়া দিতে চান, তাহা হইলে বলিতে হইবে, রাম-শ্যামের কথাবার্ত্তা তৃতীয় একজনের কানে এক প্রকার শোনা গেলে তাহাদের ভাষা এক। এখন এই তৃতীয় ব্যক্তির শ্রবণশক্তির বিচার করুন।

পণ্ডিতেরা ধরিয়া লইয়াছেন, "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃত", দুইটা ভাষা। কেহ বলেন "সংস্কৃত" হইতে "প্রাকৃত", কেহ বলেন "প্রাকৃত হইতে সংস্কৃত" উৎপন্ন। দুই পক্ষেরই জয় হইয়াছে, পরাজয়ও হইয়াছে। তবে, বোধ হয় "প্রাকৃত"-পক্ষের শেষ জয় হইয়াছে, স্থির হইয়াছে "প্রাকৃত" ভাষা হইতে "সংস্কৃতে"র উৎপত্তি। বৈদিকভাষা এককালে "প্রাকৃত" ভাষা ছিল, জনসাধারণ শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে এই ভাষায় কহিতেন, শিক্ষিতেরা লিখিতেন। কত কাল পরে কে জানে, লিখিতে লিখিতে সে ভাষা "সংস্কৃত" হইয়া গেল, ইহার ব্যাকরণ কোষ প্রভৃতি রচিত হইল, সূত্রের বন্ধনে এক দিকে যেমন বাঁচিয়া গেল, স্থায়ী আকারে থাকিল, অন্য দিকে তেমন শক্তি-হীন হইল, পরিবর্তন-শীল থাকিল না। "প্রাকৃত" ভাষা জনসাধারণের ভাষা, নিত্য পরিবর্তনশীল। প্রাকৃত বৈদিক পালির, এবং পালি "প্রাকৃতে"র আকার পাইল। মাঝে যে "সংস্কৃত" হইয়াছিল, তাহা সংস্কৃত আকারেই থাকিয়া গেল।

"সংস্কৃত" ও "প্রাকৃতে"র উৎপত্তি ব্যাখ্যাত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইল, যাহা দুইটা ভাষা মনে হইতেছিল, তাহা দুইটা নহে, এক ভাষারই দুই শাখা। কিংবা দুই এক বৃক্ষ, একটা উদ্যানে সযত্নে পালিত ও রক্ষিত, অন্যটা বন্য। রূপকটা অনেক দূর পর্য্যন্ত চালাইতে পারা যায়। উদ্যান-জাত বৃক্ষের দুইটা ধর্ম্ম স্পষ্ট; উহা অ-স্বাভাবিক জীবনযাপন করে, অযত্নে মরিয়া যায়, কিংবা বন্য আকার গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। "সংস্কৃতে"রও সেই দশা ঘটিয়াছিল, অ-যত্নে এবং মূল প্রকৃতির তাড়নায় বন্য হইয়া গেল। "প্রাকৃতে"র সমুদয় আকার পাইল না, কিন্তু কোন্‌খানে "সংস্কৃত", আর কোন্‌খানে "প্রাকৃত" ভাষার নির্দেশ কঠিন করিয়া ফেলিল। যাহাকে "প্রাকৃত" ভাষা বলা হয়, তাহাতে সংস্কৃত-সম এবং সংস্কৃত-ভব, দ্বিবিধ শব্দ ছিল। সংস্কৃত ও সংস্কৃত-ভব শব্দের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ; একই হইতে উভয়ের জন্ম। ব্যাকরণেও যে তাই। অতএব সংস্কৃত ও "প্রাকৃত", দুইটা ভাষা, না একটা?

বঙ্গভাষা লইয়া একটু পরীক্ষা করি। কিন্তু এই ভাষার নাম শুনিলেই চোখে আঁধার দেখি। 'বর্ত্তমান বাঙ্গালা' বলিলেও আলো দেখি না। ইহার এত লীলা, কে গণিতে পারিবে? নিত্য

নূতন লীলা; শক্তি জাগ্রত। লেখ্য লীলা, না কথ্য লীলা, কোন্ লীলা ধ্যান করিব? পামরকণ্ঠে যে লীলা, পণ্ডিতকণ্ঠে সে লীলা দেখি না। পণ্ডিত যে সাধক, পামর যে পাষণ্ড, সাধন-ভজন করে নাই। ভাষার প্রাণ, ধ্বনি; লেখ্য চিত্র নহে। চিত্র কৃত্রিম, ধ্বনি স্বাভাবিক। বিপদ এই, স্বাভাবিককে কৃত্রিম রূপ, সাঙ্কেতিক চিত্রদ্বারা বুঝিতে হয়। বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রত্যক্ষ হইতেছে, পুরাকালের বাঙ্গালা কল্পিত চিত্র সাহায্যে বুঝিতে হইবে, চিত্রকর চিত্রের সঙ্কেতগুলা বলিয়া চিত্র লিখিলে বরং কিছু রক্ষা ছিল। চণ্ডীদাস নামে কে একজন কি রাগে কি গান গাইয়াছিল? এক চিত্রকর গানের চিত্র লিখিয়াছিলেন; আমরা সেই চিত্র দেখিয়া মনে করিতেছি, এই সেই গান! চিত্র-ব্যাখ্যাতা বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিতেছেন, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রাকৃত এবং তজ্জাত শব্দসংখ্যাই অধিক, সংস্কৃত শব্দের ভাগ অতি অল্প।" জানি না, তিনি শব্দ গণিয়া গণিয়া ভাগ করিয়াছিলেন কি না; আর সংস্কৃত-জাত না বলিয়া প্রাকৃত-জাত কেন বলিয়াছেন। কিন্তু, চিত্রকরের কলা-কৌশল দেখিয়া বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিয়াছে।* সে চিত্রকর কেমন, যে শ্যামকে শ্যামারূপে দেখাইতে পারেন, অতি—আতি, অচেতন—আচেতন, অধিক—আধিক ইত্যাদির অভেদ বুঝিতে বলেন, যিনি আপণ—আপন, আণি—আনি, আপমাণ—আপমান, শুণ—স্থণ—স্থন ইত্যাদি এক অর্থে নানা ধ্বনি শুনিতেন? এ দিকে শুনি, চণ্ডীদাস বীরভূমে ছিলেন, বাঁকুড়াতেও ছিলেন, সুদূর মিথিলাতেও ছিলেন। অন্য দিকে, প্রাচীন অক্ষর-বিৎ ও ইতিহাস-বিৎ ৬ শত বৎসর পূর্ব্বেও যাইতে দিবেন না। চণ্ডীদাস রাঢ়ে ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু, সেই রাঢ়ের, ২ শত বৎসর পরের চৈতন্যচরিতামৃত ও কবিকঙ্কণচণ্ডী আছে, ২ শত বৎসর পূর্ব্বের শূন্যপুরাণও আছে। এই সকল পুস্তকে বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের "প্রাকৃত" ও "তজ্জাত শব্দে"র আধিক্য আছে কি না, গণিলে মন্দ হইত না। আরও আগে যাই। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষা"র নিদর্শন দিয়াছেন। তিনি রাঢ়দেশের লুয়ী নামক বাঙ্গালীর দুইটি পদে ৯৩ শব্দ গণিয়া বলিয়াছেন, ১৬টি সংস্কৃত, ৫২টি বাঙ্গালা, আরও ২০টি "প্রাকৃত"। তিনি 'প্রাচীন বাঙ্গালা' ও 'চলিত বাঙ্গালা'—এই দুই ভাগে ৫২টি বাঙ্গালা শব্দ গণিয়াছেন। কই, সেগুলা "প্রাকৃত" কিংবা "তজ্জাত" বলেন নাই। বরং সা° প° পত্রিকায় বলিয়াছেন "সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন"। তাঁহার বলিবার প্রয়োজন ছিল না সত্য, কিন্তু "প্রাচীন অবস্থা"র বাঙ্গালা শব্দগুলির মূল "প্রাকৃত" বলাও যা, "সংস্কৃত" বলাও তা; কারণ, "প্রাকৃত" ব্যাকরণের সূত্র পাই না, "সংস্কৃত" ব্যাকরণেরও পাই না অথচ বাঙ্গালা! অতএব বোধ হইতেছে, বহু পূর্ব্বকাল হইতে বাঙ্গালাভাষা আছে।

আমার বোধ হয়, ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ "সংস্কৃতে"র দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন, কেহ "প্রাকৃতে"র দিকে চলিয়া পড়িয়াছেন। "প্রাকৃত" ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে, এমন কি,

---

* "কৃষ্ণকীর্ত্তন" সম্বন্ধে কয়েকটা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু সংশয় এখনও নিঃসংশয়রূপে বলিবার সুযোগ হয় নাই। এখানে প্রসঙ্গতঃ একটা আসিয়া পড়িয়াছে।

বর্ত্তমান বঙ্গভাষার সম্বন্ধেও, সেই টানা-টানি দেখিতে পাই। পাঁচটি ছেলের মধ্যে হয়ত দুইটি বাপের মতন, তিনটি মায়ের মতন, ইহা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হইতেছে। বঙ্গভাষাতেও তাই মনে করি। যাঁহারা ইহার উর্দ্ধে উঠিয়া বলিবেন, এই দেখ "প্রাকৃত", এই দেখ "প্রাকৃত", তাঁহাদিগকে একটা জিজ্ঞাস্ত আছে, সেটা কোন্ "প্রাকৃত"? শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী, অপভ্রংশ ইত্যাদি নামের কোন্ "প্রাকৃত"? কোন শব্দে এই, কোন শব্দে অই, বলিলে বুঝি, জানা "প্রাকৃতে"র একটাও নহে, একটা 'নব-প্রাকৃত', যেটার লক্ষণ সেকালের কেহ বলিয়া যান নাই। বলিবার যো ছিল কি না, কে জানে। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে যাহার ভিন্নত্ব হয়, তাহার অভেদত্ব স্বীকার না করিলে ত স্বরূপলক্ষণ দিতে পারা যায় না। এই কারণে বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ রচনার নাম শুনিয়াই অনেক পণ্ডিত আকাশকুসুম কল্পনা মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু সংসার অনিত্য শুনিয়াও বা বুঝিয়াও আমরা নিত্য ভাবিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, এবং বুঝিতেছি, নিত্য না ভাবিলে সংসার বলিয়াও কিছু থাকে না। সঞ্চরণশীল অনিত্য ভাষার মধ্যেও নিত্য সত্য স্বীকার না করিলে ভাষা থাকে না, মানুষ-সমাজও থাকে না। তাই সে কালের ব্যাকরণকার "প্রাকৃত" ভাষারও ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু "সংস্কৃত"কে নিত্য অঙ্গীকার করিয়া "প্রাকৃতে"র ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সূত্র করিলেন, "প্রাকৃতে" একবচন ও বহুবচন আছে। দ্বিবচন নাই, যেন দ্বিবচন থাকিবার কথা! লিখিলেন, 'ভূ' ধাতুর পদে 'ভবতি' না হইয়া 'হোতি' হয় ইত্যাদি। তাঁহারা "প্রাকৃত" হইতে "সংস্কৃতে" যান নাই; বলেন নাই "প্রাকৃত" 'মী' হইতে 'অহম্', 'অমিঅ' হইতে 'অমৃত', ইত্যাদি। কারণ "সংস্কৃত" নিত্য ও পরিচিত, "প্রাকৃত" অনিত্য ও অপরিচিত। বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও কোষকারকেও তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অনুসরিতে হইয়াছে। বলিতে হইয়াছে, পূর্ব্বে 'অহম্' বলিত, এখন 'আমি' বলে, পূর্ব্বে 'একাদশ' বলিত, এখন 'এগারহ' বা 'এগার' বলে, ইত্যাদি।

আমার সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন, "সংস্কৃত অহং শব্দ হইতে বাঙ্গালায় 'আমি' শব্দ আসিয়াছে, ইহা বড় কষ্টকল্পনা। 'অহং' অর্থে প্রাকৃতে 'অম্মি', 'হং' এবং 'মম' এই তিন রকম প্রয়োগ হইয়া থাকে। * * এই 'অম্মি' হইতে বাঙ্গালায় 'আমি' শব্দ সহজেই আসিতে পারে।" তা পারুক; 'আমি' শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বরূপ 'আহ্মি' (বোধ হয় পড়িতে হইবে 'আম্হি') শব্দের 'হ'-এর উৎপত্তি কি? তা ছাড়া, কোন্ দেশের "প্রাকৃতে", কবেকার "প্রাকৃতে" 'অম্মি' বলিত? "প্রাকৃত" ব্যাকরণে নানা রূপ লিখিত আছে,— অহং, অহম্মি, অম্মি, অম্হি, হং, অহঅং, ম্মি। যেটার সঙ্গে মিলিয়া যাইবে, সেটা হইতে এটা বলা ঠিক কি? বোধ হয়, "হইতে" শব্দটার যে অর্থ আমি ধরিতেছি, তিনি সে অর্থ ধরেন নাই। যেটা ছিল, সেটার রূপ-পরিবর্তন হইলে বলি প্রথমটা হইতে দ্বিতীয়টা আসিয়াছে। কিন্তু রূপ-পরিবর্ত্তন একবার না হইয়া বহুবার হইতে পারে। তখন যে-কোন রূপ ধরিয়া সচ্ছন্দে তর্ক তোলা যাইতে পারে। আমি সে তর্কে না গিয়া একটা জানা গোড়া ধরিয়াছি। জানা দ্বারা অজানা বলাই ভাল। ইহাতে কি সুবিধা হইয়াছে, বলি।

(১) বহু বহু শব্দ আছে, যাহার সংস্কৃত রূপ এবং বাঙ্গালা সমান চলিতেছে। যেমন অষ্ট, আট; নদী, নই; স্বপ্ন, স্বপন; ইত্যাদি। যখন দুইই বলি ও লিখি, তখন দুইই যে এক, তাহা বলিলে বাঙ্গালা-ভাষা-শিক্ষার্থীর সুবিধা হয়, একটা হইতে অপরটায় আসিতে পারা যায়।

(২) "সংস্কৃত-প্রাকৃত" চলিত থাকিলে সে ভাষার সাহায্যে বাঙ্গালা ভাষা বুঝিবার সুবিধা হইত। যেটা নিয়ত পরিবর্তিত হইয়া বাঙ্গালায় দাঁড়াইয়াছে, তাহার কোন্ সময়ের

কোন্ রূপ ধরিব ? পূর্ব্ব পূর্ব্ব রূপ সাজাইয়া গেলে অ-কার্য হইত না ; কিন্তু উপজীব্যের অভাব, এবং অভাব না হইলেও কোষে এত কথা প্রতি শব্দে লিখিতে গেলে গ্রন্থবাহুল্য ঘটে। "বাঙ্গালাভাষা" গ্রন্থের প্রথম ভাগের শিক্ষাধ্যায়ে কতকগুলি প্রধান সূত্র দেওয়া গিয়াছে। দেখা যাইবে, পূর্ব "প্রাকৃত" হইতে শব্দ আনিতে যত লোপ, আগম বলিতে হয়, "সংস্কৃত" হইতে আনিতে তাহার অধিক বলিতে হয় না। "প্রাকৃত" 'উট্ঠ' ধাতু হইতে বা' 'উঠ' ধাতু সহজে আসে বটে ; কিন্তু 'উট্ঠ' ধাতু হইতে কি 'উৎ-স্থা', না 'উৎ-স্থা' হইতে 'উট্ঠ' ? "প্রাকৃত" 'ওড্ঢণ' [?] হইতে 'আবরণ' (বা 'প্রাবরণ'), না 'আবরণ' হইতে 'আউরণ', 'উরণ'—উড়নী ? 'ওড্ঢণ' শব্দের মূল কি ? "প্রাকৃত" ভাষার ব্যাকরণকার বলেন, সে ভাষায় সংস্কৃত-সম, সংস্কৃত-জাত ও দেশী, এই ত্রিবিধ শব্দ ছিল। 'ওড্ঢণ' কি "দেশী" শব্দ ? "সংস্কৃত-সম" যে নহে, তাহা রূপ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। অথচ, ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন, "সংস্কৃত (আ)বরণ শব্দ স্বচ্ছন্দে ওরণ—ওড়ণ—ওড়না হইতে পারে না।" তিনি কারণ দেন নাই ; বোধ হয় 'ওড্ঢণ' প্রাকৃতে ছিল, ইহাই পর্যাপ্ত মনে করিয়াছেন। লেপের 'ওয়াড়' ও কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'ওহাড়ন', স° আবরণ হইতেই মনে হয়। প্রাচীন বাঙ্গালায় 'নিদ্রা' শব্দের রূপান্তরে 'নিঁদ', 'নীন্দ' প্রভৃতি দেখিয়া মনে হইয়াছিল 'ঘুম' শব্দ তত প্রাচীন নহে। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের চোখে আমার উক্তিটি এড়ায় নাই। আমার অনুমান খণ্ডনার্থে তিনি পাঁচ জন প্রাচীন গ্রন্থকারের প্রমাণ দিয়াছেন। দেখিতেছি, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও সেই পাঁচেরই প্রমাণ তুলিয়াছেন। আমার সন্দেহ জন্মাইয়া দিয়াছেন, ভালই করিয়াছেন।

(৩) কতকগুলি শব্দ আছে, যেগুলির নিমিত্ত একেবারে সংস্কৃতে যাওয়াই সুবিধাজনক। বাঙ্গালায় 'দুধ আওটু, আর 'দুধ আওটাও', দুইই বলা যায়। একটা স° 'আবৃৎ' ধাতু হইতে, অপরটা স° 'আবর্ত', বরং 'আবর্তিত' শব্দ হইতে আসিয়াছে মনে করিলে একটা সামান্ত সূত্রের অন্তর্গত করিতে পারা যায়। ব্যাকরণাধ্যায়ে সে সূত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। তা ছাড়া, দেখা গিয়াছে, কন্-কন, ধক্-ধক ইত্যাদি দ্বিরুক্ত শব্দ প্রায় অবিকল স° ধাতু। এই সকল শব্দ সম্বন্ধে কত কল্পনাই চলিয়াছিল। কোষের সমালোচক একটা বিশেষ ধরি-ধরি করিয়াও বোধ হয়, ধরিতে পারেন নাই। সেটা একটা প্রচলিত মতের খণ্ডন। অনেকে মনে করিতেন, বাঙ্গালা ভাষা "দেশজ" শব্দে পরিপূর্ণ। সংস্কৃতের পক্ষপাতী না হইলে, তাঁহাদের "দেশজ" শব্দের অধিকাংশ যে সংস্কৃত-ভব, এই মত স্থাপন অসাধ্য হইত। বোধ হয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয় "প্রাকৃত" ভাষার "ভিতর দিয়া" সংস্কৃতে গেলে তুষ্ট হইতেন। "ভিতর দিয়া" গেলে উত্তম হইত, আমিও স্বীকার করি। তাহাতে আর কিছু না হউক, আমরা সংস্কৃত-ভাষা-চোর, এই অপবাদ হইতে মুক্ত হইতাম। দেখা যাইত, বাঙ্গালা একটা "প্রাকৃত" যাহার শিকড় বৈদিকভাষায় গিয়া ঠেকিয়াছে। এই কারণে পণ্ডিতবর্গ বলেন, বাঙ্গালা সংস্কৃতমূলক ভাষা। কেহ "প্রাকৃত"-মূলক বলিয়াছেন কি না, জানি না। বোধ হয়, বলেন নাই ; কারণ, যখনই "প্রাকৃত" বলি, তখনই মনে হয়, একটা ভাষা আছে, যেটার বিকার বা অপভ্রংশ "প্রাকৃত" ভাষা। বোধ হয়, এই কারণে তাঁহারা বি-রূপের নাম না করিয়া স্ব-রূপের নাম করেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

আসামের পত্র-পত্রিকা*

যে প্রদেশের সাময়িক পত্রের বিবরণী লিখিত হইতেছে, তাহার একটি মাত্র জেলা—গোয়ালপাড়া—মোসলমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী হওয়াতে ইহা বাঙ্গালার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। অপর পাঁচটি জেলা—কামরূপ, দরাং, নৌগাঁ, শিবসাগর ও লক্ষীমপুর—প্রায় সপ্ততি বর্ষ পরে ইংরেজ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন লর্ড আমহার্ষ্ট ভারতের ভাগ্য-বিধাতা। ব্রহ্মদেশীয়গণ আসিয়া আসাম অধিকার পূর্ব্বক এই অঞ্চলে প্রবল দৌরাত্ম্য আরম্ভ করাতে এবং ব্রিটিশ-সীমান্তঃপাতী কোনও কোনও স্থান আক্রমণ করাতে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ (১৮২৪ খৃঃ অব্দে) ঘোষিত হয়। দুই বৎসর কাল ঐ যুদ্ধ চলে—সেই সময়ের মধ্যেই আসাম-প্রদেশ ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। ১৮২৬ অব্দে 'ইয়াণ্ডাবু'র সন্ধি দ্বারা নিম্ন-ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গে আসাম-প্রদেশটিও ব্রহ্মরাজ ইংরেজের হস্তে সমর্পণ করেন। সমগ্র আসামদেশ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইলেও, শিবসাগর ও লক্ষীমপুর, এই দুইটি জেলা বার্ষিক ৫০,০০০৲ টাকা মাত্র কর দিবার সর্ত্তে আহোম-রাজের শাসনাধীনেই রাখা হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৩৮ অব্দে শাসনকার্য্যে বিশৃঙ্খলতা ও নির্দ্ধারিত করের অনাদায় হেতুতে ঐ দুই জেলাও ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের খাস দখলে আসিয়া পড়ে।

উপরিলিখিত ইতিহাসটুকু না জানিলে আসামে সংবাদপত্রের প্রবর্ত্তন কত সত্বর হইয়াছিল, তাহা বুঝা যাইবে না। বঙ্গদেশ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের দখলে আইসে—তাহার প্রায় ৬০ বৎসর পরে ১৮১৬ খৃঃ অব্দে বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র "বেঙ্গল গেজেট" প্রকাশিত হয়। কিন্তু আসাম-প্রদেশ গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত হইবার মাত্র ২০ বৎসর পরেই আসামের সর্ব্বপ্রথম সাময়িক পত্র "অরুণোদয়" প্রকাশিত হইয়াছিল। এইটুকুতেও প্রকৃত কথা বলা হইল না। 'অরুণোদয়' শিবসাগর হইতে ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে প্রচারিত হয়—সেই শিবসাগর মাত্র ৮ বৎসর পূর্ব্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের খাস দখলে আসিয়াছিল।

কিন্তু সত্যের মর্য্যাদা সংরক্ষণার্থে ইহার কারণও অবধারণ করা কর্ত্তব্য। একটা আমের আঁটি পুতিয়া চারা জন্মাইয়া, তাহা হইতে ফললাভ করিতে কত সময়ের প্রয়োজন! আর কলমের গাছ হইতে ফল পাইতে কতক্ষণ! ফলতঃ বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে, শাসন-কার্য্যের সুশৃঙ্খলতা বিধান করিতে, সর্ব্বোপরি এতদ্দেশে কি প্রকারে ইউরোপীয় সভ্যতা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, তদর্থে উপায় উদ্ভাবন করিতে ইংরেজের কত

* এ স্থলে 'আসাম' অর্থে প্রকৃত আসাম অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা মাত্র বুঝিতে হইবে। [বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বার্ষিক, ১০ম মাসিক অধিবেশনে প্রবন্ধটি পঠিত হইয়াছিল]।

বেগ পাইতে হইয়াছে। আর যখন আসাম অধিকৃত হইল, তখন ঐ সকল উপায় সম্যক্ অবধারিত ছিল—কেবল প্রয়োগ করিতে যতটুকু সময় লাগে, তাহারই অপেক্ষা ছিল।

যাঁহারা অসমীয়া ভাষায় সর্ব্বপ্রথম পত্রিকার প্রচারক—সেই মিশনারী মহাত্মগণের সম্বন্ধে এ স্থলে কিঞ্চিৎ বলার প্রয়োজন।* ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে কাপ্তান (পশ্চাৎ জেনারেল) জেন্‌কিন্‌স্ আসামের প্রধান শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়া আইসেন। তিনি এখানে আসিয়াই বঙ্গদেশস্থ ইংলিশ ব্যাপ্টিস্‌ট মিশনের খ্রীষ্টধর্ম্ম-যাজকদিগকে আসামে আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে আমন্ত্রণ করেন। তাঁহারা নবার্জ্জিত প্রদেশে আসিতে অনিচ্ছুক ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, ব্রহ্মদেশে অবস্থিত আমেরিকান্ ব্যাপ্টিস্‌ট মিশন সম্প্রদায়কে আসামে যাইতে প্রস্তাব করিয়া পাঠান। তাঁহারা তজ্জন্য প্রস্তুতই ছিলেন; কেন না, আমেরিকায় তাঁহাদের যে বোর্ড ছিল, তাহার সভ্যগণ দীর্ঘকাল হইতেই উত্তর-পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী শান-রাজ্যসমূহে—তথা তিব্বত ও চীনদেশে—সুসমাচার প্রচার করিবার নিমিত্ত উৎসুক ছিলেন। তাই ব্রহ্মদেশস্থ আমেরিকান ব্যাপ্টিস্‌ট মিশনের পাদরী ব্রাউন (Brown) ও কটার (Cutter) সস্ত্রীক ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে নবেম্বর কলিকাতা হইতে রওয়ানা হইয়া নৌকায় ১৮৩৬ খৃঃ অব্দের ২৩শে মার্চ্চ তারিখে সদিয়া আসিয়া উপস্থিত হন। "সদিয়া" আসামের পূর্ব্বোত্তরপ্রান্তবর্ত্তী ষ্টেশন—চীন-সাম্রাজ্য ঐ স্থান হইতে অদূরবর্ত্তী, তাই মিশনরীগণ সদিয়াতে তাঁহাদের প্রথম আড্ডা স্থাপন করিলেন। অব্যবহিত পরেই পাদরী ব্রন্‌সন্ (Bronson) সস্ত্রীক আসিয়া ইঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। কিন্তু তিনি অচিরেই "জয়পুর" নামক স্থানে নূতন প্রচারক্ষেত্র সংস্থাপন করেন। ১৮৩৯ অব্দের জানুয়ারী মাসে খাম্‌তিরা সদিয়া আক্রমণ করিয়া হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিপ্রয়োগ পূর্ব্বক স্থানটিকে বিধ্বস্তপ্রায় করাতে তত্রত্য পাদরীগণ সদিয়া চিরতরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক "জয়পুরে" আসিয়া সমবেত হইলেন। এই জয়পুরে সর্ব্বপ্রথম ১৮৩৯ অব্দে একটি ছাপাখানা সংস্থাপিত হয়। তাহাতে শান, খাম্‌তি, সিংফো ও নাগা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে অসমীয়া ভাষার পুস্তকাদি ইংরেজী ও বাঙ্গালা হরফে মুদ্রিত হইতে লাগিল। এই স্থানেই সর্ব্বপ্রথম ১৮৪১ অব্দে নিধিরাম নামক একজন অসমীয়া শিক্ষিত ব্যক্তি খ্রীষ্টধর্ম্মের শরণ গ্রহণ করেন—তিনি অসমীয়া ভাষায় ধর্ম্ম-সঙ্গীতাদি রচনা করিয়া পাদরীগণের স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

যাহা হউক, জয়পুরের আব্‌হাওয়া মিশনারীগণের সহ্য হইল না—বিশেষতঃ জয়পুরে চা-ক্ষেত খুলিলে জনতা খুব হইবে—এই আশায়ই এ স্থলে আড্ডা স্থাপন হইয়াছিল; কিন্তু সেই আশা ফলবতী হয় নাই। তাই ১৮৪১ অব্দে জয়পুর ছাড়িয়া শিবসাগরে আসিয়া তাঁহারা উপনিবিষ্ট হইলেন। এত দিন তাঁহারা নানা বিভীষিকার মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন—

* এতদ্বিষয়ক বিবরণ ১৯১১ খৃঃ অব্দের আসাম ব্যাপ্টিস্‌ট মিশনরী কন্‌ফারেন্সের রিপোর্ট হইতে অনেকটা সংগৃহীত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এই রিপোর্টে সন-তারিখের নানা গোলযোগ আছে, এ স্থলে যথাসাধ্য তাহা সংশোধিত হইয়াছে।

এ স্থানে আসিয়া তাঁহারা শান্তিতে ও স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৮৪৩ অব্দের মার্চ্চ মাস হইতে "অরুণোদয়" প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং ১৮৪৫ অব্দে অপর একটি ছাপাখানাও শিবসাগরে সংস্থাপিত হইল।

অসমীয়া ভাষায় প্রচারিত প্রথম পত্র অরুণোদয় সম্বন্ধে বলিবার পূর্ব্বে অসমীয়া ভাষা এই মিশনারী সম্প্রদায়ের নিকটে কীদৃশ ঋণী, তাহা প্রদর্শনার্থে এ স্থলে ঐ ভাষার তদানীন্তন অবস্থা বিষয়ে একটু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। সমাজ ও রাজাধিকার—এই দুইএর উপরেই প্রধানতঃ ভাষার ঐক্যানৈক্য নির্ভর করে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অধিবাসিবর্গ বঙ্গীয় সমাজ হইতে পৃথক্ অবস্থিত এবং ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভিন্ন রাজত্বের অধিকারভুক্ত থাকাতে এখানে অসমীয়া ভাষার একটা পৃথক্ অস্তিত্ব সম্ভাবিত হইয়াছিল। কেবল গোয়ালপাড়া জেলা বাঙ্গালার অধীন থাকায়, ইহাতে বঙ্গভাষাই প্রচলিত হইয়াছিল—অথবা ঠিক্ বলিতে গেলে ইহার ভাষা বাঙ্গালা ভাষা বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, যখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আসামের শাসনভার গ্রহণ করিলেন, তখন কিয়ৎকাল—প্রায় ১০ বৎসর—আহোম-শাসনরীতিই এই স্থলে অনুসৃত হইয়াছিল—এখানকার কথাবার্ত্তার ভাষাতেই রাজকীয় কাজকর্ম্মও চলিয়াছিল।

তার পর ক্রমশঃ যখন বঙ্গদেশের ন্যায় এই নববিজিত স্থানেও আইন আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল এবং বিদ্যালয়াদি খুলিবার প্রয়োজন হইল, তখন বাঙ্গালা প্রদেশ হইতে লোকজন আনিয়া সরকারি কর্ম্মে ও শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। এই বাঙ্গালী কর্ম্মচারিগণ ও পণ্ডিতবর্গ দেখিলেন যে, আসামের—বিশেষতঃ গৌহাটি অঞ্চলের—ভাষা রঙ্গপুর গোয়ালপাড়া প্রভৃতি বাঙ্গালার উত্তরপূর্ব্ব-প্রান্তবর্ত্তী জেলাগুলির ভাষারই অনুরূপ; তাই ঐ সকল স্থানের কথোপকথনের ভাষার ন্যায় এই আসামের ভাষাকেও বাঙ্গালারই একটা উপভাষা মনে করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহাদেরই উপদেশে গবর্ণমেণ্ট বঙ্গভাষায় সরকারী কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন এবং প্রাথমিক শিক্ষাও বাঙ্গালা ভাষায় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদবধি আইন-আদালতে ও স্কুল-পাঠশালায় বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন হইল।*

এই ব্যবস্থা বহু দিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। যখন সার্ জর্জ্জ ক্যাম্বেল্ বঙ্গের লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর ছিলেন, তখন তিনিই সর্ব্বপ্রথম ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আসামের আদালতে ও পাঠশালায় অসমীয়া ভাষা প্রবর্ত্তনের আদেশ দেন। তৎপরে হাই ও মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিতে

---

* কর্ত্তৃপক্ষীয় সাহেবগণ কেবল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, তাঁহারা তৎকালে পাঠ্য পুস্তকের অসদ্ভাব দেখিয়া তাঁহাদের অধীন বাঙ্গালীদের দ্বারা বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থও রচনা করাইয়াছিলেন। এতদ্বিষয়ে একটি উদাহরণও সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। কামরূপের প্রথম ডেপুটি কমিশনর (১৮৩৫-৪০ খৃঃ) কাপ্তান মেথি সাহেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তদীয় পেশ্কার শ্রীহট্টনিবাসী মোন্সী জয়গোপাল রায় "হিতোপদেশ" নামক একখানি বৃহদায়তন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিন হইল, ঐ পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হওয়াতে উহার মুখবন্ধ হইতে ইহা জানিতে পারা গিয়াছে।

বঙ্গভাষা চলিয়াছিল; সার হেনরি কটনের আমলে ঐ সকলেও অসমীয়া ভাষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল বা সার হেনরি কটনের কত পূর্ব্বে এই বৈদেশিক মিশনারীগণ মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনপূর্ব্বক অসমীয়া ভাষায় পুস্তক লিখিয়া ও পত্রিকা প্রচার করিয়া এবং ব্যাকরণ রচনা করিয়া ও অভিধান সঙ্কলন করিয়া, সর্ব্বতোভাবে পৃষ্ঠ-পোষকতা করিয়া আসামবাসীদের চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়া রহিয়াছেন। অসমীয়া ভাষায় যে একটা প্রকাণ্ড সাহিত্য বর্ত্তমান ছিল, এ কথা তখনকার দিনে গবর্ণমেণ্ট কিংবা বঙ্গদেশবাসী অথবা বিদেশীয় মিশনারী প্রভৃতি কেহই জানিতেন না। অসমীয়া ভাষা যখন একটা উপভাষা মাত্র বলিয়া সরকার বাহাদুরের—তথা প্রতিবেশী বাঙ্গালীর নিকটে অবজ্ঞাত হইতেছিল, তখন এই মিশনারী মহাত্মগণ ইহাকে সমাদর করিয়া না রাখিলে ইহার অস্তিত্ব আজ সম্পূর্ণ বিলয় প্রাপ্ত হইত। ব্রহ্মদেশীয়দের অমানুষিক অত্যাচারে জর্জ্জরিত ও অবসাদপ্রাপ্ত অসমীয়া-সমাজ ব্রিটিশ সুশাসনের শান্তিতে মুগ্ধ হইয়া তখন যেন প্রসুপ্ত ছিল—তাই মাতৃভাষার এই সঙ্কটের দিনেও দীর্ঘকাল তাহাদের কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় নাই—মিশনারীগণের কার্য্যারম্ভের বহু পরে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে "অসমীয়া ভাষা সম্বন্ধে কতিপয় মন্তব্য" (A few Remarks on the Assanese Language) অভিধেয় একটি ইংরেজী নিবন্ধে আসামের সর্ব্বপ্রথম ইংরেজীতে উচ্চ-শিক্ষিত দেশহিতৈষী মহাত্মা আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন মাতৃভাষার প্রচার সমর্থন করিয়াছিলেন।

এ স্থলে বলিতে পারি যে, মুদ্রাযন্ত্র বা পুস্তক ছাপান, কিংবা সংবাদপত্র প্রচার, পাশ্চাত্য ধরণে ব্যাকরণ লেখা বা অভিধান সঙ্কলন, এগুলি এক প্রকার বিদেশেরই জিনিষ—বৈদেশিকগণই এ সকলের প্রবর্ত্তন করিবেন, ইহা স্বাভাবিক—যেমন বঙ্গদেশেও ঐগুলি মিশনারী সাহেবেরাই সর্ব্বাদৌ করিয়া গিয়াছেন; ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু বঙ্গদেশে মিশনারীগণ বাঙ্গালা ভাষার একটা প্রকাণ্ড সাহিত্যের খবর পাইয়াছিলেন—বাঙ্গালীরা আপন মাতৃভাষার চর্চ্চা নানাপ্রকারে তখনও খুবই করিত—মিশনারীগণ বাঙ্গালীদিগকে তখনও সাহায্যকারিরূপে পাইয়াছিলেন—বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টও বঙ্গভাষার অনুশীলনে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। পরন্তু আসামে তাদৃশ সাহায্য বা উৎসাহ এই মিশনারীগণ পান নাই—তাঁহারাই অসমীয়া ভাষাকে এক প্রকার গড়িয়া পিটিয়া তুলিয়াছিলেন; তাই তাঁহারা আসামবাসিগণের চিরকৃতজ্ঞতার ভাজন, তাঁহাদের ঋণ আসামবাসীর পক্ষে অপরিশোধ্য। বঙ্গদেশে মিশনারীরা তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র না খুলিলেও বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ ক্ষতি হইত না। কিন্তু যদি আসামে ইঁহারা না আসিতেন, তবে অসমীয়া ভাষাটি আজ নামশেষ মাত্র হইত, এ বিষয় অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

এখন যথাসম্ভব পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পত্র-পত্রিকার উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। 'অরুণোদই' (অরুণোদয়)—এত ক্ষণ ইহারই কথা প্রকারান্তরে বলিয়া আসিতেছি

ছিলাম। ইহা 'সচিত্র' মাসিক পত্রিকা ছিল—কিন্তু ইহার "সম্বাদ-পত্র" এই বিশেষণ ছিল। ফলতঃ সর্ব্বাদৌ ইহাতে 'অনেক দেশের সংবাদ' থাকিত। ১৮৪৬ অব্দের জানুয়ারি মাস হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ১৮৮২ অব্দ পর্য্যন্ত পত্রিকাখানি চলিয়াছিল। ইহাই সর্ব্ব-প্রথম অসমীয়া পত্রিকা হওয়াতে আসামে এখনও গ্রাম্য লোকদের মধ্যে 'অরুণোদয়' সংবাদ-পত্রের প্রতিশব্দরূপে চলিত আছে।

'অরুণোদয়' নামের সঙ্গে বঙ্গদেশের একটু সম্পর্ক আছে। আসামের মিশনারীগণের সঙ্গে বঙ্গদেশীয় মিশনারীদের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল—তাহা বলাই বাহুল্য। ঠিক্ যে সময়ে সুপ্রসিদ্ধ রেভারেণ্ড্ লালবিহারী দে কর্ত্তৃক সম্পাদিত অরুণোদয় সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয়, * সেই সময়েই আসামেরও এই 'অরুণোদয়' প্রচারিত হয়।

মিশনারী মহাত্মগণ অরুণোদয় প্রভৃতি প্রচার দ্বারা অসমীয়া ভাষার প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন—তাহা ইতঃপূর্ব্বে সবিস্তরে বলা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা ভাষাটিকে নিজের পসন্দমত গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্যের খবর রাখিতেন না—তাই কথোপকথনের ভাষা যথাসম্ভব গ্রহণ করিয়া প্রবন্ধাদি রচনা করিতেন এবং বর্ণ-বিন্যাস তাঁহাদের সুবিধা-মতে যাদৃশ উচ্চারণ, তাদৃশই করিতেন। তাঁহাদের অবলম্বিত বানান-রীতিকে ইংরাজীতে ফনেটিক্ স্পেলিং বলে এবং পাদরী ব্রন্‌সন্ অসমীয়া ভাষায় সর্ব্বপ্রথম যে অসমীয়া-ইংরেজী অভিধান সঙ্কলন করেন, তাহাতে অসমীয়া বর্ণমালার যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, স্বরবর্ণ হইতে দীর্ঘ ঈ, ঊ এবং ঋবর্ণ তাঁহারা উঠাইয়া দিয়াছিলেন; এবং ব্যঞ্জনবর্ণ হইতে ঙ, ছ, ঝ, ণ, ব, য, শ ও ষ বর্জ্জন করিয়াছিলেন। ঙএর কাজ ঙ্গ দ্বারা চালাইতেন, 'ছ', 'ঝ'এর পরিবর্ত্তে যথাক্রমে 'চ' 'জ' ব্যবহৃত হইত; দন্ত্য ন ও দন্ত্য স দ্বারা ণ ও শ-ষএর কাজ কুলাইত। 'য'এর কাজ 'জ' দ্বারা চলিত, কিন্তু 'য়' রাখিয়াছিলেন। স্বরবর্ণে হ্রস্ব ই উ দ্বারা ইবর্ণ ও উবর্ণের কাজ চলিত এবং ঋকারের স্থলে 'রি' ব্যবহৃত হইত। বিসর্গকে একেবারে বর্জ্জন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সংযুক্ত বর্ণেও অনেক বাদ পড়িয়াছিল। যথা—জ্ঞ স্থলে 'গ্য', 'ক্ষ'স্থলে 'খ্য' এইরূপ লেখা হইত।† ইহাতে ভাষার সর্ব্বনাশ হইয়া যাইত। কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ আসামবাসী অনেকে—যথা, আসাম-

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় যে ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী থাকে, তাহাতে আছে "প্রথম সচিত্র পত্রিকা—পাক্ষিক অরুণোদয়—১৮৫৬ অব্দ।" পরিষৎ-পত্রিকা, ৪র্থ ভাগ (১৩০৪), ২য় সংখ্যায় বঙ্গীয় সংবাদপত্রের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দুইখানি "অরুণোদয়ে"র উল্লেখ আছে—এক বর্ণিত লালবিহারী দে-সম্পাদিত, অপর নন্দকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত। সম্ভবতঃ দ্বিতীয়খানির সঙ্গে মিশনারীদের কোনও সম্পর্ক ছিল না।

† অবগত হইলাম যে, এইরূপ চেষ্টা যে কেবল আসামেই পাদরীরা করিয়াছিলেন, তাহা নহে, বঙ্গদেশেও বাঙ্গালা ভাষাটা এই রীতিতে লিখিবার জন্য উদ্যম হইয়াছিল—বাইবেলের এক বঙ্গানুবাদ নাকি এতাদৃশী রীতিতেই মুদ্রিত হইয়াছিল।

বিলাসিনী-প্রবর্ত্তক ৺শ্রীদত্তদেব গোস্বামী, ৺হেমচন্দ্র বরুয়া, ৺গুণাভিরাম বরুয়া প্রভৃতি যখন প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তখন এই বিপদ্ কাটিয়া গেল—উচ্চারণ যেরূপই হউক না কেন, বানান সংস্কৃতানুযায়ী হইতে লাগিল। তথাপি অরুণোদয় সুদীর্ঘ কাল আসামে একমাত্র 'সংবাদপত্র'রূপে প্রচারিত হওয়াতে এবং পাদরী ব্রনসনের সেই অভিধানখানি বহুকাল পর্য্যন্ত একমাত্র মুদ্রিত অসমীয়া অভিধানরূপে প্রচলিত থাকাতে সাধারণের মধ্যে বানানবিষয়ক স্বাভাবিক অনবধান কিয়ৎপরিমাণে যে বর্দ্ধিত না হইয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে না।

'অরুণোদয়ে' কথোপকথনের ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু আজকাল অসমীয়া লেখকগণ তাঁহাদের পুস্তক ও পত্রিকাদিতে যেরূপ অপরের দুর্ব্বোধ্য ঘরুয়া কথা ও বাগ্ধারা (ইডিয়ম্) চালাইতেছেন, বিদেশাগত মিশনারীগণ তেমনটা পারেন নাই। তাই বানান-পদ্ধতি অপকৃষ্ট হইলেও তাঁহাদের রচনা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। তাঁহারা অপর একটি বিষয়েও সাবধান ছিলেন—'তবর্গ' ও 'টবর্গে' তাঁহারা তেমন গোল বাধান নাই—যেমন অসমীয়াগণের মধ্যে অনেকে করিয়া থাকেন। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, সাহেবেরা স্বয়ং তবর্গ ও টবর্গ মধ্যে প্রভেদ রক্ষা করিতে স্বভাবতঃই অক্ষম বলিয়া এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন এবং অরুণোদয়ের পরিচালকগণ প্রথমতঃ বঙ্গদেশেই "ভার্ণাকুলার" শিক্ষা করিয়া আসাতেও বোধ হয়, দন্ত্য মূর্দ্ধন্য প্রভেদ করিতে তাঁহারা অভ্যস্ত হইয়াছিলেন।

অরুণোদয়ের প্রথম আট বৎসরের অসম্পূর্ণ কতিপয় সংখ্যা আমরা পড়িবার সুবিধা পাইয়াছি—তাহা হইতে কয়েকটি সংবাদ এ স্থলে অবিকল উদ্ধৃত হইতেছে; সংবাদগুলি সমস্তই বাঙ্গালার সংবাদপত্র ও পত্রিকা-বিষয়ক। ইহাতে এক দিকে যেমন অরুণোদয়ের বানান ও ভাষার নমুনা দেখা যাইবে, অপর দিকে বঙ্গীয় পত্র-পত্রিকারও কিঞ্চিৎ বিবরণ পাওয়া যাইবে।

অরুণোদয়—জুলাই ১৮৫৬

"শ্রী*বাবু ব্রজনাথ সবকাবে কলিকাতা নগবত বাঙ্গদর্শক নামেবে এখন নতুন সম্বাদপত্র চাপিবলৈ আবম্ভন কবিচে।" (চ=ছ) "বঙ্গালত থকা কোনো কোনো বঙ্গালি গিয়ানি (জ্ঞানী) লোকে ফ্রি ইন্‌কোয়াবেব নামেবে এখন নতুন সমাচাবদর্পণ চাপিবলৈ ধবিচে।" (সমাচার-দর্পণ সংবাদপত্রের প্রতিশব্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল বোধ হয়, অন্ততঃ মিশনারী-সমাজে)

অরুণোদয়—আগষ্ট ১৮৪৬

"কলিকত্তাত কোনো বঙ্গালি বাবুবিলাকে প্রসাদ পুবান নামে এক নতুন সমাচাবদর্পন চাপিবলৈ ধবিচে।" ('প্রসাদপুরাণ' নামটি, কোনও ভুল না থাকিলে, উদ্ভট বটে)

---

* 'শ্রি' হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পাদরী মহোদয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক অসমীয়াভাষাকে 'শ্রী'হীন করেন নাই। এইটি সম্ভবতঃ নামের আগে প্রায়শঃ বসাইতে হয় বলিয়া বিশেষতঃ রক্ষিত হইয়াছিল। ( ) মধ্যে মন্তব্যগুলি লেখকের নিজব।

'কলিকতা নগৰত এক জুগ্যাত দিপিতা ভাস্কৰ নামেৰে ইংৰাজি বঙ্গালি হিন্দি ফাৰচি আৰু আৰবি এই পাঁচ ভাষাৰে এক সমাচাৰদৰ্পণ নাজিৰউদ্দীন নামেৰে এক মৌলবিএ মেই মাহত (=মে মাসে) প্ৰথম নম্বৰ চাপিছিল কিন্তু এতিয়া (=এখন) চলাব নোৱাৰা (না পারা) হেতুকে চাপিবলৈ এৰিলে (=ছাড়িলেন)।" (এই 'জুগ্যাতদ্দীপিতা যে কি, বুঝা গেল না—কোনও আরবী পারসী শব্দও হইতে পারে। সংস্কৃত "যুগপৎ দীপয়িতা" হইবে কি? তাহা হইলে মৌলবী সাহেবের বাহাদুরী খুবই বলিতে হইবে।)

অৰুণোদয়—মে ১৮৫১

"কলিকতা আদি বঙ্গাল দেসত চলোৱা বঙ্গালি ভাষাৰ সমাচাৰপত্ৰ বিলাকৰ নাম।

দিনে পতি চাপা কৰা পত্ৰ (=দৈনিক)

	নাম	ঠাই	বচৰে কত দৰ (বার্ষিক মূল্য)
১।	প্ৰভাকৰ	সিমলা	১২৲
২।	পূৰ্ণচন্দ্ৰোদই	আম্ৰাতলা	১২৲
		সপ্তাহত তিনি বেলি (তিন বার) চাপা।	
১।	ভাস্কৰ	সোভাবাজাৰ	১২৲
২।	ৰসসাগৰ	চোৰিবাগান	৬৲
		সপ্তাহত দুইবাৰ চাপা	
১।	চন্দ্ৰিকা	আৰপুলি	১২৲
২।	ৰসৰাজ	সোভাবাজাৰ	৬৲
৩।	সজনৰঞ্জন (সজ্জনরঞ্জন)	সিমলা	৩৲
৪।	গ্যানপ্ৰদানি (=জ্ঞানপ্রদায়িনী)	বৰ্ধমান	৩৲
		সপ্তাহত এবেলি (=একবার) চাপা	
১।	সাধুৰঞ্জন	সিমলা	৩৲
২।	সুধাংসু	কলিকতা	—
৩।	গবৰ্ণমেণ্ট গেজেট্	শ্ৰিৰামপুৰ	১২৲
৪।	সত্যপ্ৰদিপ	শ্ৰিৰামপুৰ	৬৲
৫।	সংবাদবৰ্ধমান	বৰ্ধমান	৬৲
৬।	চন্দ্ৰোদই	বৰ্ধমান	৬৲
৭।	বাৰ্তাবহ	ৰঙ্গপুৰ	৬৲
		মাহত দুবেলি চাপা। (পাক্ষিক)	
১।	নিত্যধৰ্ম্মানুৰঞ্জিকা	পাতৰিয়াঘাট	৩৲
		মাহে মাহে চাপা	
১।	তত্ত্ববোধিনি পত্ৰিকা	জোৰাসাকু	১২৲
২।	কৌস্তুভকিৰন	সোভাবাজাৰ	১২৲
৩।	উপদেসক	চেৰ্কুলাৰ ৰোদ	১৷৽
৪।	সত্যাৰ্নৱ	মিৰ্জাপুৰ	১৶৽
৫।	সৰ্বশুভকাৰি	বৌবাজাৰ	৩৲

এই অরুণোদয়ের মূল্য বার্ষিক এক টাকা ছিল। সুদূর আসামে থাকিয়া সচিত্র মাসিক পত্র সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ মূল্যে প্রচার করা মিশনারীগণের খুবই প্রশংসার কথা।

অরুণোদয়ের প্রবর্ত্তন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মোপদেশ প্রচার কল্পেই মুখ্যতঃ হইলেও, ইহাতে ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিষয়ক উপাদেয় প্রবন্ধ থাকিত—চিত্রগুলিও বেশ সুন্দর হইত। আসাম বুরঞ্জির (আহোম ভাষায় লিখিত পুস্তক হইতে) অসমীয়া অনুবাদ ধারাবাহিকরূপে ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং আহোম, কাছাড়ী প্রভৃতি রাজগণের মুদ্রার চিত্রও ইহাতে মুদ্রিত হইয়াছিল। ফলতঃ পাদরী সাহেবেরা পত্রখানিকে সাধারণের হৃদয়াকর্ষক ও নানাবিষয়ে শিক্ষাপ্রদ করিতে যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন।

তবে তাঁহারা ভুল-ভ্রান্তির অধীন ছিলেন না—এ কথা বলিতে পারি না। দুইটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথার সমর্থন করিতেছি। সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু-সংবাদ প্রচারকালে ইহাঁরা লিখিয়াছিলেন,—"তেওঁ সকল ব্রাহ্মণতকৈ জাতিত অতি উত্তম।" এবং তাজমহলের চিত্রের নীচে পরিচয়স্থলে লিখিয়াছিলেন,—"নুরজেহান মহারাণির ভৈয়ামের মঠ—The Taj-mahal or Tomb of Nurjehan।" *

২। আসামবিলাসিনী—অরুণোদয়ের ২৮ বৎসর পরে আসামের এই দ্বিতীয় মাসিক পত্রিকার প্রকাশ হয়। পর্য্যায়ে দ্বিতীয় হইলেও আসামবাসী কর্ত্তৃক পরিচালিত পত্রিকার মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রথম। বঙ্গদেশে বৈষ্ণবদের মঠকে 'আখড়া' বলে, আসামে ঐগুলিকে 'সত্র' বলে। শিবসাগর জেলার অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্রের মধ্যস্থ 'মাজুলি' নামক দ্বীপে আসামের প্রধান প্রধান কয়েকটি সত্র স্থাপিত আছে—তন্মধ্যে আউনিআটি সত্র সর্ব্বপ্রধান। এই সত্রের ভূতপূর্ব্ব অধিকারী মহাত্মা ৺শ্রীদত্তদেব গোস্বামী মহোদয় অতীব বিদ্যোৎসাহী, ধর্ম্ম-পরায়ণ বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার নিজ জেলাস্থিত মিশনরীগণের দ্বারা 'অরুণোদয়' প্রচার ব্যপদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে দেখিয়াই তিনি আর্য্যধর্ম্মনীতি প্রচার-কল্পে তদীয় সত্রে একটি প্রেস্ আনিয়া তাহার নাম "ধর্ম্মপ্রকাশ যন্ত্র" প্রদানপূর্ব্বক এই "আসাম-বিলাসিনী" পত্রিকার প্রচার করেন। বলা বাহুল্য, ইহাও অসমীয়া ভাষায়ই লিখিত হইত—তবে সংস্কৃতজ্ঞ গোস্বামী মহাশয়ের পত্রিকার বর্ণবিন্যাস-রীতি ও ভাষাব্যবহার সংস্কৃতানুযায়ীই ছিল। পত্রিকাখানি 'মাসিক' ছিল, এ কথা বলিয়াছি ; কিন্তু ইদানীং প্রবর্ত্তিত নবপর্য্যায়ে "আসাম-বিলাসিনী"র প্রথম সংখ্যায় "আত্ম-কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে,—"আজি বহুদিনৰ আগেয়ে আউনিআটি সত্ৰৰ ধৰ্ম্মপ্ৰকাশ ছাপাখানাৰপৰা আসাম-বিলাসিনী নামেৰে এখনি সাদিনিয়া বাতৰিকাগত (=সাপ্তাহিক সংবাদপত্র) চলা বহুতৰ মনত আছে।" ইহাতে বোধ হয়, ইহা বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বে কিয়দ্দিন সাপ্তাহিক ভাবে প্রচারিত হইত।†

---

* প্রবন্ধ বা চিত্রের নাম অসমীয়া ভাষাতে লিখিয়া নিম্নে ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া হইত। আজকাল স্কুলপাঠ্য পুস্তকগুলিতে এতাদৃশ দ্বি-জিহ্ব (bi-lingual) শিরোনামাদি দেখা যাইতেছে।

† এ বিষয়ে তথ্য জিজ্ঞাসা করিয়া আসামবিলাসিনীর বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয়ের নিকট চিঠি লিখিয়াছিলাম,

"ভাস্কর" প্রভৃতি বঙ্গীয় অনেক প্রাচীন পত্রিকার শিরোভাগে সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা উহার পরিচয় প্রদান করা হইত। এতদনুকরণে আসাম-বিলাসিনীরও শিরোদেশে বৃত্তাভাস আকারের একটি সিলের ভিতরে পত্রিকার নাম সহ নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোক পরিদৃষ্ট হইত,—

যা শ্রীমজ্জগদীশসদ্গুণগণালঙ্কারসম্ভূষিণী
বার্ত্তাব্রাতবিকাশিনী জনমনঃ শশ্বৎসুধাবর্ষিণী।
নানাখ্যানসুভাষিণী গুণবতী স্বেষাং শুভান্বেষিণী
সৈষাসামবিলাসিনী বিলসতি শ্রীদত্তহস্তোষিণী॥
সম্বাদসন্দোহজুষাং জনানামাখ্যায়িকায়াঞ্চ কৃতস্পৃহাণাম্।
তোষায় সম্ভবতাঞ্চ পুংসাং ভূয়াৎ সদাসামবিলাসিনীয়ম্॥

এতৎসহ ঐ সিলমোহরের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল।

উত্তর পাই নাই। আসাম প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বলেন যে, ইহা 'সাপ্তাহিক' হইবার একটা কথা হইয়াছিল বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, আসামের ইতিহাস-লেখক মহামতি গেইট সাহেব ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে "Report on tbe Progress of Historical Researches in Assam" নামে এক রিপোর্ট প্রকাশ করেন—তাহার পরিশিষ্টরূপে (Appendix D), A short account of tbe rise and progress of journalism in the Assam Valley শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রাগুক্ত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া মুদ্রিত হয়। ইহা যদিও অতীব সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র, তথাপি ১৮৯৫ অব্দ পর্য্যন্ত প্রকাশিত পত্রিকাগুলির বিবরণ সংকলনে ইহা হইতে আমরা বহু সাহায্য লাভ করিয়াছি।

আসাম-বিলাসিনী ১৮৭১ অব্দ হইতে ১৮৮৩ সাল পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। পৃষ্ঠপোষক মহাত্মা শ্রীদত্তদেব গোস্বামী লোক-শিক্ষার্থে কেবল যে পত্রিকা প্রচারই করিয়াছিলেন, এমন নহে; তিনি নাটকাদিও রচনা করিয়া সাধারণ্যে উপদেশ প্রচারার্থে অভিনয় করাইতেন। মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত নাটক লিখিয়া তিনি প্রাকৃতের পরিবর্ত্তে বঙ্গভাষায় ব্যবহার করিতেন—ইহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার সমাদরের ভাবই প্রকাশ পাইত।*

৩। আসামমিহির—ইহা 'আসাম-বিলাসিনী'র এক বৎসর পরে ১৮৭২ অব্দে প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আসামের আফিসে ও স্কুলে বঙ্গভাষাই প্রচলিত হইয়াছিল। আফিস আদালতে এবং বিদ্যালয়াদিতে বহু বাঙ্গালী কাজকর্ম্ম করিতেন—ইহাঁরা বঙ্গভাষার চর্চ্চা করিলেও এ পর্য্যন্ত পত্রিকা প্রচার দ্বারা ভাষার প্রসার সাধনে কোনও প্রযত্ন করেন নাই। যাহা হউক, অবশেষে ১৮৭২ অব্দে—যে বৎসরে সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল আসামের আইন আদালতে ও প্রাইমারি স্কুলগুলিতে অসমীয়া ভাষার প্রবর্ত্তন করেন—গৌহাটির উচ্চপদস্থ শিক্ষিত বাঙ্গালী মিলিত হইয়া বঙ্গভাষায় এই পত্রিকা প্রচার করেন। এই সকল বাঙ্গালীর মধ্যে আসামের সুপ্রসিদ্ধ হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন গোস্বামী ও তদানীন্তন গৌহাটি কলেজের অধ্যক্ষ বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ দাস অগ্রণী ছিলেন। বাঙ্গালীর চিরসুহৃৎ কামরূপ—বড়পেটানিবাসী শ্রীযুক্ত চিদানন্দ চৌধুরী (অধুনা রায়সাহেব) একটি ছাপাখানা নিজ নামে সংস্থাপিত করেন—তিনিই এই পত্রের স্বত্বাধিকারী হন। ইহাই আসামের সর্ব্বপ্রথম "সাপ্তাহিক পত্রিকা"। মহা সমারোহে পত্রিকাখানি পরিচালিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশ হইতে বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে বেতনগ্রাহী সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া আনা হইয়াছিল। কিছু দিন পরে ইহাতে ইংরেজী প্রবন্ধও প্রকাশিত হইতে লাগিল; এই বিষয়েও আসামে এই পত্রিকাই সর্ব্বপ্রথম দ্বৈভাষিকী পত্রিকা। কিন্তু ব্যয়ের অনুরূপ আয় না হওয়াতে এবং সম্পাদক অন্যত্র চলিয়া যাওয়াতে পত্রিকাখানি দ্বিতীয় বর্ষেই বন্ধ হইয়া যায়। আসামে রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনাও এই বাঙ্গালা পত্রিকাখানিতেই সর্ব্বপ্রথম হইয়াছিল। এই সকল কারণে ইহা এখনও স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।†

---

* যাঁহারা স্বর্গীয় শ্রীদত্তদেব গোস্বামী সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে বাসনা করেন, তাঁহারা বর্ত্তমান প্রবন্ধকারের লিখিত, ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের মুখপত্র "প্রতিভা" পত্রিকার ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ—১৩২০) প্রকাশিত "গোঁসাই ও ভকত" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন।

† এই পত্রিকা প্রকাশিত হইবার সময়ে গৌহাটি নগরে বাঙ্গালীদের মধ্যে যে উৎসাহ-স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার ফলস্বরূপ একটি বিষয় এ স্থলেই উল্লেখযোগ্য। অভয়াশঙ্কর গুহ নামক একটি বাঙ্গালী যুবক তখন হাই স্কুলে পড়িতেন; ঐ ছাত্রটির হৃদয়ে এত দূর উৎসাহ সঞ্চার হইয়াছিল যে, স্বয়ং অক্ষর তৈয়ার করিয়া ব্লক খুদিয়া স্বহস্তে এক অতি ক্ষুদ্রাকার সচিত্র পত্রিকা ছাপাইয়া তাহা স্বয়ং বিলি করিতেন—এডিটার পাব্লিশার নিজেই সমস্ত ছিলেন। পত্রিকাখানির নাম কেহ বলিতে পারে না—কয়েক সংখ্যা মাত্র চলিয়াছিল। এই যুবক পরিশেষে 'আসাম নিউস্' পত্রের সহকারী সম্পাদক হন—কিন্তু সরকারী কার্য্যে আকৃষ্ট হইয়া চলিয়া যান—তাহাতেও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছেন।

৪। আসামদর্পণ—দরং জেলার অধিবাসী জনৈক ভদ্রলোক কর্ত্তৃক এই অসমীয়া মাসিক পত্রিকাখানি ১৮৭৪ অব্দে প্রকাশিত হয়। কলিকাতার কোনও ছাপাখানায় ইহা মুদ্রিত হইত এবং তেজপুর হইতে প্রকাশিত হইত। তখন কলিকাতা হইতে তেজপুর আসিতে ষ্টীমারেও প্রায় তিন সপ্তাহ লাগিত।* এতদবস্থায় পত্রিকা আর কয় দিন চলে? ফলতঃ কয়েক মাসের মধ্যেই ইহার বিলোপ ঘটিল। ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত অরুণোদয় প্রভৃতি আসামের পত্রিকা আসামেই মুদ্রিত হইত। কলিকাতা হইতে ছাপাইয়া আনিয়া পত্রিকা-প্রকাশের ব্যবস্থা এই "আসাম-দর্পণে"ই সর্ব্বপ্রথম দেখা গেল।

৫। গোয়ালপাড়া-হিতৈষিণী†—এখানিও বাঙ্গালা ভাষায় সাপ্তাহিক পত্র—গোয়ালপাড়া হইতে ১৮৭৬ অব্দে প্রকাশিত হয়। যশোহরনিবাসী শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ সেন ইহার সম্পাদক ছিলেন। ইহা প্রথমতঃ বেশ চলিয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে উৎসাহাভাবে ১৮৭৮ অব্দে বিলুপ্ত হইয়া যায়। গোয়ালপাড়া জেলা জমিদার-বহুল স্থান এবং তন্মধ্যে দু একজন বিদ্যোৎসাহী বলিয়াও পরিচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ জেলায় একখানি সাময়িক পত্রও চলিতেছে না।

৬। চন্দ্রোদয়—পাদ্রিদের "অরুণোদয়ে"র দেখাদেখি সম্ভবতঃ এই অসমীয়া মাসিক পত্রিকাখানির নামকরণ হইয়াছিল। নৌগাঁ জেলার দিহিঙ্গীয়া গোঁসাই কর্ত্তৃক ইহা ১৮৭৬ অব্দে প্রবর্ত্তিত হয়। গৌহাটির চিদানন্দ প্রেসে ইহা মুদ্রিত হইত। ইহার গ্রাহক-সংখ্যা অল্প ছিল—গোঁসাই আপন শিষ্য শাখার মধ্যে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা প্রদানার্থ ইহার প্রচার করেন। অল্পকাল মধ্যেই ইহা উঠিয়া যায়।

৭। আসামদীপিকা—ইহাও অসমীয়া মাসিক পত্র—১৮৭৬ অব্দে আউনিআটি সত্রস্থিত ধর্ম্মপ্রকাশ যন্ত্র হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। এক বৎসরকাল মাত্র ইহা চলিয়াছিল।

৮। আসাম নিউচ্ (= নিউস্)—ইংরেজী ও অসমীয়া ভাষায় এই সাপ্তাহিক পত্রখানি গৌহাটী হইতে ১৮৮২ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। আসামের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ—

---

* অরুণোদয় পত্রিকার ১৮৪৭ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় "কলিকতার পরা গুআহাটিলৈ ভাপর নাও (বাষ্পীয় তরী) অহা জোআর (আসা যাওয়ার) কথা" শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠে জানিতে পারা যায় যে, ঐ বৎসর একখানি জাহাজ আগষ্ট মাসের ১৩ তারিখে কলিকাতা ছাড়িয়া গৌহাটিতে ২৯ তারিখে পৌছিয়াছিল, অর্থাৎ ইহার ১৭ দিন লাগিয়াছিল। তেজপুরে ষ্টীমার যাইত বলিয়া কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। গেলে আরও তিন চারি দিন লাগিবারই কথা।

† ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখিত গেইট্ সাহেবের রিপোর্টের পরিশিষ্টে যে পত্রিকা-বিবরণী আছে, তাহাতে গোয়ালপাড়া-হিতৈষিণীর পূর্ব্বে দুইখানি অসমীয়া পত্রিকার উল্লেখ আছে—কিন্তু নাম নাই। ঐ উভয়খানি নৌগাঁ জেলা হইতে ১৮৭৫-৭৬ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। তদানীন্তন আসাম এড্মিনিষ্ট্রেশন রিপোর্টে ইহাদের উল্লেখ দেখিয়াই বোধ হয়, ঐ বিবরণীতে উল্লেখিত হয়। একখানি সাহিত্য-বিজ্ঞানবিষয়ক, অপরখানি ধর্ম্মবিষয়ক ছিল। উভয় পত্রিকাই সম্ভবতঃ মাসিক ছিল এবং কলিকাতা হইতে মুদ্রিত হইয়া আসিত।

স্বর্গীয় হেমচন্দ্র বরুয়া, ৺মাণিকচন্দ্র বরুয়া প্রভৃতি সকলেই ইহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন এবং খুব আড়ম্বর সহকারে পত্রিকাখানি চলিয়াছিল। ইহার গ্রাহক-সংখ্যা কিঞ্চিদূন হাজারে উঠিয়াছিল—এত গ্রাহক এ যাবৎ এতদঞ্চলের কোনও সংবাদপত্রের হয় নাই। কিন্তু পত্রিকাখানি ১৮৮৫ অব্দের মধ্যভাগে উঠিয়া যায়। 'আসাম নিউস্' রাজাপ্রজা উভয়েরই নিকটে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল—কিন্তু সম্পাদকীয় ভার যাঁহাদের হস্তে ছিল, তাঁহাদের কেহ কেহ স্থানান্তরে ও কার্য্যান্তরে চলিয়া যাওয়ায় এই অতি হিতকরী পত্রিকা অকালে বন্ধ হইয়া যায়।

৯। আসাম-বন্ধু—আসামের সুসন্তান স্বর্গীয় রায় গুণাভিরাম বরুয়া বাহাদুর কর্ত্তৃক এই অসমীয়া মাসিক পত্রিকাখানি ১৮৮৫ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা কলিকাতায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইত। গুণাভিরাম বাহাদুর আসামের ইতিহাস প্রণয়ন ব্যপদেশে দেশের অতীত কাহিনীতে অশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন—এই পত্রে তাঁহার সেই অভিজ্ঞতার ফল ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দ্বিতীয় বর্ষেই পত্রিকা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

১০। মৌ (=মধু)*—গৌহাটি শহরবাসী শ্রীযুক্ত হরনারায়ণ বড়া ১৮৮৬অব্দে এই পত্রিকাখানি প্রকাশিত করেন। তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এক্‌জিকিউটিব এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বলিনারায়ণ বড়া (সুপ্রসিদ্ধ ৺রমেশচন্দ্র দত্তের জামাতা) ইহার প্রকাশকল্পে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। ইহাও কলিকাতায় মুদ্রিত হইত। এই অসমীয়া মাসিক পত্রিকাখানি কিয়ৎকাল স্থায়ী হইবে বলিয়াই আশা করা গিয়াছিল—কিন্তু চারি মাসকাল মাত্র চলিয়াই ইহা বন্ধ হইয়া যায়। এই পত্রিকার নামকরণ হইতে আমরা একটি বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। এ যাবৎ অসমীয়া-পত্রিকা-প্রকাশকগণ পত্রিকাগুলির যথাসম্ভব সংস্কৃত নাম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আসামের নব্য যুবকগণ সংস্কৃত শব্দের অসমীয়া প্রাকৃত পত্রিকার নামে প্রবর্ত্তিত করিতে লাগিলেন—'মৌ' তাহার প্রথম দৃষ্টান্ত। শ্রীদত্ত, হেমচন্দ্র গুণাভিরামের সংস্কৃতানুসারিণী ভাষাও এই উদীয়মান লেখকবর্গের অনুসরণীয় রহিল না।

১১। আসামতারা—এই অসমীয়া মাসিক পত্র আউনিআটি সত্রস্থিত ধর্ম্মপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া ১৮৮৮ অব্দে প্রকাশিত হয়। শ্রীধরচন্দ্র বরুয়া নামক জনৈক ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ইহার সম্পাদক ছিলেন। প্রধানতঃ আর্য্য-ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক প্রবন্ধাবলীই ইহাতে থাকিত। কিন্তু সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ও উপেক্ষিত হইত না। সম্পাদক শ্রীধরচন্দ্র তীর্থপর্য্যটনে চলিয়া যাওয়াতে ১৮৯০ অব্দে ইহা লুপ্ত হইয়া যায়।

---

* মৌ যে 'মধু', তাহা সকলেই অনায়াসে বুঝিবেন—বাঙ্গালায় 'মৌ-মাছি' শব্দে ইহার প্রচার আছে। কিন্তু পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ 'মৌ' শব্দ দ্বারা "মৌ-মাছি"ই বুঝাইয়াছিলেন—কেন না, নামের দিকে ইংরাজী অভিশব্দ 'Bee' লেখা ছিল, বলিয়া জানিতে পারিলাম।

১২। নবাবন্ধু—৺স্বার গুণাভিরাম বরুয়া বাহাদুরের 'আসামবন্ধু' পত্রিকার অনুকরণে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ষোড়শবর্ষীয় যুবক করুণাভিরাম বরুয়া এই অসমীয়া মাসিক পত্রিকা কলিকাতা হইতে ১৮৮৮ অব্দে প্রচার করেন। ইহার দুই সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। পরিতাপের বিষয় যে, তরুণবয়স্ক সম্পাদক স্বীয় পত্রিকাখানির ন্যায় অকালে মানবলীলা সংবরণ করাতে আসামের সাহিত্যাকাশ হইতে একটি উদীয়মান জ্যোতিষ্ক অসময়ে অস্তমিত হইয়া গেল। আসামের বাহিরে থাকিয়া অসমীয়া পত্রিকা সম্পাদনপূর্ব্বক প্রকাশিত করার ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত বলিয়া● এই স্বল্পজীবী পত্রিকাখানি উল্লেখযোগ্য।

১৩। জোনাকী (=জ্যোৎস্না)—কলিকাতাস্থ অসমীয়া ছাত্রগণ কর্ত্তৃক ১৮৮৯ অব্দে এই অসমীয় মাসিক পত্র প্রবর্ত্তিত হয়। 'জোনাকী' আসামীয় সাহিত্য-গগন প্রায় দশ বৎসর-কাল আলোকিত করিয়া স্বীয় নাম সার্থক করিয়াছিল। পত্রিকার লেখকগণ নব্য যুবক হইলেও বেশ ক্ষমতাশালী ছিলেন—তাঁহাদের দ্বারাই বর্ত্তমান অসমীয়া ভাষার স্রোতঃ কোন্ খাতে প্রবাহিত হইবে, ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। জনসাধারণ যে ভাষায় কথা বলে, তাহাই সাহিত্যে চালাইতে কৃতসংকল্প হইয়া, ইঁহারা প্রাচীন কামরূপীয় ভাষার অথবা হেমচন্দ্র গুণাভিরামের ভাষার অনুসরণ না করিয়া অসমীয়া ভাষাকে এমন এক আকার প্রদান করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশবাসীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত দুর্বোধ হইয়া পড়িয়াছে। সে যাহা হউক, নব্য লেখকগণ মাতৃভাষার সর্ব্ববিধ অভাব মোচনার্থে দৃঢ়সংকল্প হইয়া 'জোনাকী' অবলম্বনে সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ভূরি ভূরি সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন—অনেক মনোহর কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইদানীং বিদ্যালয়-পাঠ্য কোনও সংগ্রহ-গ্রন্থ সংকলন করিতে হইলে প্রায়শঃ এই 'জোনাকী' হইতে গদ্য-পদ্য নানাবিধ প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইতে দেখা যায়। জোনাকীর যে সকল উৎসাহী লেখক তখন ছাত্ররূপে পরিগণিত ছিলেন, আজকাল তাঁহাদের অনেকেই—যথা, শ্রীযুক্ত সত্যনাথ বরা, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া প্রভৃতি—অসমীয়া সাহিত্যের অভিভাবকস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছেন—ইহাও জোনাকীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

১৪। বিজুলী (=বিদ্যুৎ)—জোনাকী প্রবর্ত্তনের পর বৎসরেই ১৮৯০ অব্দে কলিকাতাস্থ অসমীয়া ছাত্রগণ আরও একখানি মাসিক পত্রিকার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন—তখন 'বিজুলী' নাম দিয়া জোনাকীর সহযোগিনী অসমীয়া পত্রিকা প্রচারিত হইল। ইহাও জোনাকীর রীতিতেই চলিতেছিল। কিন্তু কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর চলিবার পরে যখন উৎসাহী যুবকগণের অনেকে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া নিজ প্রদেশে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন দুইখানি পত্রিকা কলিকাতায় চলা কঠিন হইয়া পড়িল। তাই সম্ভবতঃ "জোনাকী"খানিকেই অব্যাহত রাখিয়া 'বিজুলী' তুলিয়া দিতে হইল।

১৫। আসাম—'আসাম নিউস' বিলুপ্ত হইবার পরে এই অঞ্চলে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের অভাব অনুভূত হইতেছিল। আসামের রাজনীতিক নেতৃবর্গের প্রধান, স্বনামধন্য

স্বর্গীয় মাণিকচন্দ্র বরুয়া এবং শিক্ষাবিভাগ হইতে অবসরপ্রাপ্ত স্বধর্ম্মপরায়ণ ও স্বদেশবৎসল স্বর্গীয় কালীরাম বরুয়া এই 'আসাম' নামধেয় সাপ্তাহিক পত্র ১৮৯৪ অব্দে প্রবর্ত্তিত করেন। ইহাতে ইংরেজী ও অসমীয়া উভয় ভাষার প্রবন্ধ থাকিত—৺মাণিকচন্দ্র বরুয়া মহোদয় ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিতেন। কিয়দ্দিন বেশ গৌরবের সহিত পত্রিকাখানি চলিয়াছিল—রাজপুরুষেরা ইহাকে সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। ১৮৯৭ অব্দের প্রবল ভূকম্পনের পরে কামরূপ অঞ্চলের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত এবং আরও নানা কারণে ক্রমশঃ পত্রিকার অবস্থাও খারাপ হইতে লাগিল। তথাপি বহু ক্ষতি সহ্য করিয়া স্বর্গীয় কালীরাম বরুয়া মহোদয় ১৯০১ অব্দ পর্য্যন্ত পত্রিকাখানি চালাইয়াছিলেন। তৎপর ঋণদায়ে পত্রিকা ও প্রেস্ উভয়েরই ক্রমশঃ বিলোপ ঘটিল।

১৬। টাইম্‌স্ অব্ আসাম (Times of Assam)—এ পর্য্যন্ত আসাম অঞ্চলে দ্বৈভাষিকী দুই একখানি পত্রিকা চলিলেও সম্পূর্ণ ইংরেজীতে লিখিত পত্রিকা ছিল না। এই টাইম্‌স্ অব্ আসাম সেই অভাব পূরণ করিয়াছিল। ১৮৯৫ অব্দে ডিব্রুগড়নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধানাথ চাংকাকতি নামক জনৈক সুশিক্ষিত যুবক কর্ত্তৃক এই পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইয়া এখন পর্য্যন্তও ডিব্রুগড় হইতে তদীয় সম্পাদকতায় ইহা বেশ প্রতিপত্তি সহকারেই চলিতেছে। ইতোমধ্যে একাধিক পত্রিকা ডিব্রুগড়েই উদ্ভূত হইয়া বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে—কিন্তু চাংকাকতি মহাশয়ের বিশেষ গৌরবের কথা যে, অবিচলিত ভাবে এই পত্রিকা এ যাবৎ সম্পাদিত হইতেছে। ইহা যে কেবল শিক্ষিত অসমীয়াগণের মুখপত্র, এরূপ নহে—এতদঞ্চলের চা-কর সাহেবগণও ইহাকে নিজের জিনিষ মনে করিয়া পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিতেছেন—ইহা পত্রিকা-পরিচালকের সুদক্ষতার বিশেষ পরিচায়ক।

১৭। আসাম বন্তি (=বাতি=প্রদীপ)—বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত আসামের এইখানিই প্রথম পত্রিকা। ১৯০১ অব্দে তেজপুর শহর হইতে অসমীয়া ও ইংরেজীতে এই সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বরুয়া। কিন্তু কিয়দ্দিন পরেই ইহার সম্পাদকীয় কার্য্য আসামের প্রসিদ্ধ সাহিত্যরথী রায় সাহেব শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বরুয়া গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে পত্রিকাখানি কেবল অসমীয়াতেই লিখিত হইত। কিন্তু অল্প দিন হইল, ইহা পুনশ্চ দ্বৈভাষিকী হইয়াছে এবং সাপ্তাহিকের পরিবর্ত্তে "পাক্ষিক" হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ইহাই সর্ব্বপ্রথম "পাক্ষিক" পত্র।

১৮। বিজুলী—নূতন পর্য্যায়—১৮২৪ শকের * (১৯০২ খৃঃ অব্দের) বৈশাখ হইতে 'বিজুলীর' নবপর্য্যায় প্রবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্বে তৃতীয় বৎসরে 'বিজুলী' বিলুপ্ত হওয়ার নব পর্য্যায়ের প্রথম সংখ্যা ৪র্থ ভাগ ১ম সংখ্যারূপে সংজ্ঞিত হইয়াছিল। তদানীং শিলং প্রবাসী শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ শর্ম্মা বি এ (অধুনা এম্ এ) ইহার সম্পাদক হইয়াছিলেন এবং পত্রিকা

---

* আসামে শকাব্দারই প্রচলন অধিক—তবে সরকারী লেখাপড়ায় আগে বাঙ্গালা সাল খুবই চলিত। এখন ইংরেজী অব্দেই কাজ চলে।

তেজপুর সেণ্ট্রাল প্রেসে মুদ্রিত হইত। কয়েক সংখ্যা মাত্র চলিয়া এই নূতন পর্য্যায়ের বিজুলীও অদৃশ্য হইয়া গেল।

১৯। জোনাকী—নব পর্য্যায়—ইহাও ১৯০২ অব্দে আশ্বিন মাস হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এ বার গৌহাটি শহর হইতে আসামের সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত সত্যনাথ বরা বি এ, বি এল্ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া ইহা প্রায় আড়াই বৎসর কাল চলিয়াছিল। শেষ বর্ষে প্রকাশের ভার অসমীয়া-ভাষা-উন্নতিসাধিনী সভার উপর অর্পিত হয়—কিন্তু সাধারণের উৎসাহাভাবে ইহা বিলুপ্ত হইয়া গেল।

২০। ঈষ্টার্ণ হেরাল্ড্ (Eastern Herald)—ডিব্রুগড় শহর হইতে ১৯০২ অব্দে টাইম্‌স্ অব্ আসাম পত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলে এই ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। তত্রত্য বাঙ্গালী উকিল শ্রীযুক্ত বশংবদ মিত্র এম্ এ, বি এল্ উহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি এবং ডিব্রুগড়প্রবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। পত্রিকাখানি আন্দাজ আড়াই বৎসরকাল চলিয়াছিল।

২১। সিটিজেন (Citizen)—অতঃপর ১৯০৪ অব্দে সেই ডিব্রুগড় শহর হইতেই এই আর একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র প্রচারিত হয়। ইহার সঙ্গে আসামপ্রবাসী বাঙ্গালীদের ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। আসামে ইংরেজ-শাসন প্রবর্ত্তন অবধি হাকিম, কেরাণী, উকীল, শিক্ষক, ব্যবসায়ী ইত্যাদিরূপে অনেক বাঙ্গালী এই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছিলেন। বহু বাঙ্গালী এখানে এক প্রকার ঘরবাড়ী বাঁধিয়া দুই তিন পুরুষ যাবৎ বসতি করিতেছিলেন—কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে কাজকর্ম্ম পাওয়া দিন দিনই কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছিল। অসমীয়া শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আপন জন্মভূমিতে চাকুরী পাওয়া সম্বন্ধে ষোল আনারই দাবিদাওয়া করিতেছিলেন, অনেকটা এই নিমিত্তে তদানীং বাঙ্গালী ও অসমীয়ার মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিতেছিল—যেমন এখনও বিহারে হইতেছে। যাহা হউক, বাঙ্গালীগণ নিজের স্বার্থসংরক্ষণকল্পে এই পত্রিকাখানির প্রবর্ত্তন করেন। প্রসিদ্ধ "পাঞ্জাবী" পত্র-সম্পাদক যশোহরনিবাসী শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায় সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং প্রাগুক্ত বাবু বশংবদ মিত্র তাঁহার সহকারীর কার্য্য করেন। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রায় সমস্ত বাঙ্গালী যৌথ ভাবে এই পত্রিকা-পরিচালনের ব্যয়ভার বহন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক 'আসাম প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং কোম্পানি' সংস্থাপন করেন। পত্রিকাখানি বেশ সতেজে চলিয়াছিল। কিন্তু আয় হইতে ব্যয় কুলাইতে না পারায় সিটিজেন্ পত্রিকা ১৯০৬ অব্দে বন্ধ হইয়া যায়। তবে পত্রিকার জন্ম একেবারে নিষ্ফল হয় নাই—আসামে যে সকল বাঙ্গালী স্থায়িভাবে ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছেন, তাঁহাদের রাজানুগ্রহ প্রাপ্তিবিষয়ে অধুনা অনেকটা সুবিধা হইয়াছে।

২২। আড্‌ভোকেট অব্ আসাম (Advocate of Assam)—বস্তির প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বরুয়া গৌহাটিতে তদীয় নিজ আবাসবাটিকায় আসিয়া 'ভিক্টোরিয়া প্রেস' সংস্থাপন পূর্ব্বক এই ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রখানি ১৯০৫ অব্দে প্রচারিত করেন। বেশ দক্ষতা

সহকারে আড্‌ভোকেট চলিতেছিল। কিন্তু সম্পাদক বরুয়া মহাশয় পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইয়া পড়াতে পত্রিকাখানির সমূহ ক্ষতি ঘটিল। তদবস্থায় মধ্যে মধ্যে বন্ধ থাকিয়া, কিয়ৎ-কাল অনিয়মিতরূপে চলিয়া ১৯১২ অব্দে বন্ধ হইয়া গেল।

২৩। আসাম ক্রনিক্‌ল্—(Assam Chronicle) ডিব্রুগড় হইতে এই ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রখানি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বরুয়া কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।* শ্রীহট্টের সুপ্রসিদ্ধ 'ক্রনিক্‌ল' পত্রের অনুকরণে সম্ভবতঃ ইহার নামকরণ হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অল্প কয়েক সংখ্যার পরেই ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

২৪। দীপ্তি—যাঁহারা অরুণোদয় প্রচার করিয়াছিলেন, সেই আমেরিকান্ ব্যাপ্টিস্‌ট্ মিশন সম্প্রদায় কর্তৃক এই অসমীয়া মাসিক পত্রিকাখানি ১৯০৫ অব্দে ডিব্রুগড় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেখান হইতে জুলাই ১৯০৫ হইতে ডিসেম্বর ১৯০৭ পর্য্যন্ত দীপ্তি প্রচারিত হয়। তৎপর ১৯০৮ অব্দের জানুয়ারী হইতে ১৯১১ অব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যোরহাট হইতে প্রকাশিত হয়। তারপর কিঞ্চিদধিক চারি বৎসরকাল বন্ধ থাকিয়া সম্প্রতি গৌহাটি হইতে পুনঃ প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমান বর্ষের সেপ্টেম্বর সংখ্যা "২য় বছর ৭ম সংখ্যা" হওয়াতে দেখা যাইতেছে, গৌহাটি হইতে প্রচারিত "দীপ্তি" নূতন পর্য্যায়রূপে পরিগণিত হইতেছে। এইখানিও অরুণোদয়ের ন্যায় 'সচিত্র' মাসিক। কিন্তু উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। অরুণোদয় আকারে দ্বিগুণ ছিল এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কথা ছাড়া উহাতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় থাকিত—তাই সাধারণ লোকেও আগ্রহ সহকারে তাহা নিত। কিন্তু 'দীপ্তি' খ্রীষ্টনীতি-বিষয়ক কথাতেই পূর্ণ থাকে; তাই সাধারণে্য ইহার খবরও বড় কেহ রাখে না। সম্প্রতি মিশনারীগণ ষত্ব ণত্ব, হ্রস্বদীর্ঘ প্রভেদ স্বীকার করিয়া অসমীয়া ভাষা লিখিতেছেন—ইহা পরম সুখের বিষয়। 'দীপ্তি' কলিকাতা ব্যাপ্টিস্‌ট মিশন প্রেসে ছাপা হয়।

২৫। 'উষা'—জোনাকী ও বিজুলির নূতন উদ্যমও যখন তিরোহিত হইল, তখন তেজপুর হইতে ১৯০৭ অব্দে উষার আবির্ভাব হইল। উষার সম্পাদক আসাম বস্তির রায় সাহেব শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বরুয়া মহাশয়। এই স্থানে ইঁহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ইনি শিক্ষাবিভাগে কাজ করিতেন; সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট হইতে লিটারেরি পেন্‌শন প্রাপ্ত হইয়া অনন্যকর্ম্মা হইয়া সাহিত্যের সেবা করিতেছেন। বরুয়া মহাশয় একাধারে কবি, নাট্যকার, প্রবন্ধলেখক, বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক প্রণেতা এবং পত্রিকা-সম্পাদক। গবর্ণমেণ্ট যখন আসামে ব্যবস্থাপক-সভার প্রবর্ত্তন করিলেন, তখন ইঁহাকে সভ্য মনোনীত করিয়া এবং তৎপশ্চাৎ ইঁহাকে 'রায় সাহেব' উপাধি দিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিংবদন্তী অনুসারে পুরাণেতিহাস-প্রসিদ্ধ বাণরাজের রাজধানী এই তেজপুরেই ছিল (অসমীয়া 'তেজ'

---

* ইহা কোন্ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল, এ যাবৎ অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারা যায় নাই। তাই টাইমস্‌হেরাল্ড, সিটিজন, আড্‌ভোকেট্ অব্ আসাম—এই সকল পত্রিকার সমশ্রেণীয় বলিয়া, ইহাদের পরেই এই-খানি উল্লেখযোগ্য মনে করিলাম।

অর্থ 'শোণিত'), তাই বরুয়া মহাশয় তাঁহার পত্রিকাখানির নাম বাণরাজের কন্যা 'উষা'র নামে রাখিয়াছিলেন। 'উষা' আসামের নূতন যুগের পত্রিকাগুলির অগ্রদূতী হইয়া প্রকৃতই প্রভাতসূচিকা 'উষা' নাম সার্থক করিয়াছিল। ১৯০১ অব্দে কটন কলেজ সংস্থাপিত হইবার পর হইতে উচ্চশিক্ষার্থে আসামের বালবৃন্দের দূরদেশে যাইবার তেমন আবশ্যকতা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল—তাই অসমীয়া-সমাজে এখন প্রচুর পরিমাণে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি দেখা যাইতেছে এবং তাঁহাদের অনেকেই মাতৃভাষার সেবার নিমিত্ত যত্নবান্। এই সকল শিক্ষিত নব্য যুবকেরাই প্রধানতঃ উষার লেখক হইয়া দাঁড়াইলেন। 'জোনাকী' এবং "বিজুলী"ও কলিকাতায় অবস্থিত নব্য যুবকগণের দ্বারা পরিচালিত হইত—কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অঙ্গুলিগণিত ছিল—এখন অসমীয়া লেখক-সংখ্যা বেশ বাড়িয়াছে। "উষার" পরে ক্রমশঃ তিনখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হওয়াতে ইহার প্রভা শেষ কল্পে বড়ই ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল এবং পরিশেষে ইহা বর্ত্তমান অব্দে বিলুপ্ত হইয়া গেল। তথাপি যুগপ্রবর্ত্তকরূপে ইহা দীর্ঘকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

২৬। বাঁহী (=বংশী)—কলিকাতা হইতে ১৯০৯ সালে জানুয়ারী মাস হইতে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজ-বরুয়া বি এ কর্ত্তৃক এই অসমীয়া মাসিক পত্রখানি সম্পাদিত হইতেছে। বেজ-বরুয়া মহাশয় কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুরবাড়ীতে বিবাহ করিয়া ঐ স্থানেই উপনিবিষ্ট হইয়াছেন—তথাপি তাঁহার মাতৃভাষার সেবার নিমিত্তে প্রবল আগ্রহ বড়ই প্রশংসার্হ। অসমীয়া সমাজে সাধারণ লোকের মধ্যেও পরিহাসের আলাপে বেশ একটা প্রবণতা দেখা যায়—লেখা-পড়ায় নিম্নস্তরের লোকমধ্যে প্রচলিত আলাপ-প্রলাপের ভাষা ব্যবহার হওয়াতে হাস্য-কৌতুকের রচনা এই ভাষায় স্বভাবতঃই খুব স্ফূর্ত্তিলাভ করে। বেজবরুয়া মহাশয় আবার ঠাকুরবাড়ীর সংস্পর্শে আসিয়া ঐরূপ চটুলরস-রচনায় বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বাঁহী তাই অসমীয়া সর্ব্বসাধারণের, বিশেষতঃ নব্যগণের বড়ই আমোদের জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলতঃ অসমীয় মাসিকপত্রগুলির মধ্যে আজকাল বাঁহীরই প্রসার সমধিক বলিয়া বোধ হয়। ব্যঙ্গচিত্র (কার্টুন) অসমীয়া পত্রিকায় বাঁহীতেই সর্ব্বপ্রথম দেখা গিয়াছে।

২৭। আলোচনী—'বাঁহী'র কিছুকাল পরেই ডিব্রুগড় হইতে "আলোচনী" ১৯০৯ অব্দের শেষভাগে (১৮৩১ শকের কার্ত্তিক মাসে) প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ চাংকাকতি। ডিব্রুগড়েই ইহা মুদ্রিত হইয়া থাকে। ইহাও 'সচিত্র' অসমীয়া মাসিক পত্রিকা। প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় ইহাতে আসামের শিলালিপি-গুলি ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিতেছেন।

২৮। আসামবান্ধব—ইহা কামরূপনিবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পরিচালিত মাসিক অসমীয়া পত্রিকা। ১৯১০ অব্দ হইতে চলিতেছে। অসমীয়া ভাষার দুইটা ধারা আছে—এক উজানি অর্থাৎ উপর আসাম—শিবসাগর অঞ্চলের ভাষা; অপর ভাটি অর্থাৎ নিম্ন আসাম

—কামরূপ অঞ্চলের ভাষা। আসাম-রাজধানী শিবসাগরে থাকায় অসমীয়া-সমাজের পদ-পদার্থসম্পন্ন প্রধান ব্যক্তিগণ ঐ অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন—তাঁহাদের ভাষাই এখন আদর্শ দাঁড়াইয়াছে—যেমন বাঙ্গালীদের পশ্চিমবঙ্গের অথবা বর্ত্তমানে কলিকাতার ভাষা। পূর্ব্ব-বঙ্গীয়গণ যেমন 'বাঙ্গাল' বলিয়া উপহসিত হন, তেমন কামরূপ অঞ্চলের লোকেরাও 'ঢেকেরী' বলিয়া ঠাট্টার পাত্র হইয়া থাকেন। কলিকাতা অঞ্চলের ভাষা যেমন শুনিতে অধিকতর মিষ্ট, শিবসাগরের ভাষাও তেমনি বড় মোলায়েম। অথচ পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা যেমন অধিক-তর সংস্কৃতমূলক—কামরূপের ভাষাও তেমনি—সংস্কৃত শব্দ-বহুল। যাহা হউক, 'বাঁহী' ও 'আলোচনী' উজানি অঞ্চলের অধিবাসী কর্তৃক সম্পাদিত পত্রিকা বলিয়া কামরূপবাসীরা তাঁহাদের নিজস্ব এই "আসামবান্ধব" প্রচারিত করিয়াছেন। এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আপাততঃ দলাদলির বিদ্বেষ প্রকটিত হইলেও পরিশেষে একটা আপোষ আপনা আপনিই হইয়া যাইবার কথা—হইতেছেও তাই; আমাদের বিশ্বাস, এখন 'উজান' ও 'ভাটি' উভয় অঞ্চলের লিখিত ভাষা প্রায় একরূপই হইয়া উঠিতেছে।

২৯। সম্মিলন—যখন অসমীয়া সাহিত্যে প্রাগুক্তরূপ আন্দোলন অনুশীলন চলিতেছিল, তখন নৌগাঁপ্রবাসী জনৈক বাঙ্গালী উকীল—শ্রীযুক্ত মতিলাল বসু—"সম্মিলন" নামে একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র ১৯১০ অব্দে প্রচারিত করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এই ছিল যে, অসমীয়া ও বাঙ্গালীদের মধ্যে মিলন ঘটে। ঐ বৎসর জানুয়ারি মাসে গৌরীপুরে ঠিক ঐ উদ্দেশ্যেই উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন হয়। যে কারণেই পত্রিকার নামকরণ হউক না কেন, ইহা স্বল্প দিন মাত্র জীবিত ছিল—অতএব ইহাদ্বারা অভীপ্সিত ফললাভ অতি অল্পই হইতে পারিয়াছে।

৩০। বিজয়া—কলিকাতায়ও এই নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু এই বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকাখানি কলিকাতার 'বিজয়া'র অল্প পূর্ব্বে ১৯১১ অব্দের এপ্রিল মাস হইতে (১৩১৮ বৈশাখ) গোয়ালপাড়া জেলায় কোনও জমিদারবংশীয় কুমার বিপ্র-নারায়ণ বি এ কর্তৃক ধুবড়ী হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় যে, ইহা দ্বিতীয় বর্ষেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। ১৩১৯ সালের পৌষ সংখ্যা পর্য্যন্ত পারিজাত প্রেসে ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। কুমার বিপ্রনারায়ণ 'বিজয়া' নামে একটি প্রেস্ ধুবড়ীতে সংস্থাপন করেন। কিন্তু ঐ প্রেসে পত্রিকা ছাপান ঘটে নাই।

৩১। বিশ্ববার্ত্তা—ঢাকা হইতে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভাষায় "বিশ্ববার্ত্তা" প্রকাশিত হয়। আসাম অঞ্চলের লোকসাধা-রণের উপকারার্থে ইহার একটি অসমীয়া সংস্করণেরও প্রয়োজন উপলব্ধ হওয়ায় আসাম ও অসমীয়ার পরম সুহৃৎ, আসাম উপত্যকার কমিশনার মাননীয় কর্ণেল গর্ডন বাহাদুরের বিশেষ উৎসাহে অসমীয়া "বিশ্ববার্ত্তা" ঐ বৎসরেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। শ্রীযুত কালীরাম দাস বি এ অসমীয়া সংস্করণের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঢাকা হইতেই ইহাও মুদ্রিত ও

প্রকাশিত হইত। ১৯১২ অব্দের এপ্রিল মাসে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসাম পুনশ্চ বিযুক্ত হওয়াতে বিশ্ববার্ত্তার এই অসমীয়া সংস্করণ সরকারী সাহায্যের অভাবে বন্ধ হইয়া গেল। অল্প দিনের মধ্যেই পত্রিকাখানি অসমীয়া সাধারণের বড়ই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। ফলতঃ এখন অসমীয়া ভাষায় একখানি সুপরিচালিত সাপ্তাহিক পত্রের অভাব অত্রত্য লোকসাধারণ বড়ই অনুভব করিতেছে।

৩২। আসাম হেরাল্ড (The Assam Herald)—যিনি ইতঃপূর্ব্বে ডিব্রুগড় হইতে আসাম ক্রনিক্‌ল্ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণচন্দ্র বরুয়া মহাশয়ই ১৯১২ অব্দে নৌগাঁ হইতে এই ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু উৎসাহ অভাবে অচির-কালমধ্যে ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

৩৩। আর্য্যদর্পণ—এই বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকাখানি ১৩১৫ সালে বঙ্গদেশ হইতে প্রচারিত হয়। ইহা ধর্ম্মবিষয়ক পত্রিকা—পরমহংস শ্রীযুক্ত নিগমানন্দ স্বামীজীর শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত। ১৩১৭ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা (৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা) পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া, ইহা কিয়ৎকালের নিমিত্ত বন্ধ হইয়া যায়। অতঃপর পরমহংসজী শিবসাগর যোড়হাটের অন্তর্গত কোকিলামুখের নিকটে একটি স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রম সংস্থাপন করিলে তদীয় শিষ্যগণ ১৩১৯ সালের (১৯১২ খৃষ্টাব্দ) শ্রাবণ মাস হইতে আর্য্যদর্পণ পুনঃ প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন। পত্রিকাখানি বেশ নিয়মিতরূপে চলিতেছে। যোড়হাটদর্পণ প্রেসে ইহা মুদ্রিত হয়।

৩৪। আসাম-বিলাসিনী—নূতন পর্য্যায়। প্রকৃতপক্ষে ইহাকে ৺দত্ত দেবগোস্বামীর আসামবিলাসিনীর নূতন পর্য্যায় বলা যাইতে পারে না। ঐখানি প্রধানতঃ যে উদ্দেশ্যে প্রচারিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান 'আসামবিলাসিনী' সেই উদ্দেশ্য—ধর্ম্মনীতির চর্চ্চা—মুখ্যতঃ বজায় রাখিয়া চলিতেছে না। ইহা একখানি অসমীয়া সাপ্তাহিক সংবাদপত্র—সচরাচর এবংবিধ পত্রে যাহা থাকে, তাহাই, অর্থাৎ প্রধানতঃ রাজনীতিক, সামাজিক ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা এই পত্রিকায় করা হইতেছে। কেবল স্বর্গীয় গোস্বামীর সেই শ্লোকদ্বয়-সমন্বিত 'সিল্'টি শিরোনামে ব্যবহৃত হইতেছে। ১৯১৩ অব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে যোড়হাট হইতে ইহা প্রচারিত হইতেছে। সেই 'ধর্ম্মপ্রকাশ' প্রেসেই মুদ্রিত হইতেছে, কিন্তু প্রেসও আউনি-আটি সত্র হইতে স্থানান্তরিত হইয়া যোড়হাটে আসিয়াছে।

৩৫। অকণ (= খোকা)—অসমীয়া ভাষাতে এ যাবৎ একখানি শিশুপাঠ্য পত্রিকার অভাব ছিল। বর্ত্তমান (১৯১৬) বর্ষের প্রারম্ভ হইতে আসামের বিখ্যাত সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদকতায় এই 'অকণ'খানি চলিতেছে। এই সচিত্র পত্রিকার মুদ্রণ-পারিপাট্য প্রশংসনীয়। কলিকাতা 'শিশু' প্রেসে ইহা মুদ্রিত হয়—দেখিতেও 'শিশু'র ন্যায়ই দেখায়। তদনুকরণেই বোধ হয়, ইহার নামকরণও হইয়াছে। যদিও ইতি-মধ্যেই এই ক্ষুদ্র পত্রিকাখানি নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না—তথাপি আমরা এই নবজাতকের দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া আমাদের সামান্য বিবরণীর উপসংহার করিতেছি।

পরিশিষ্ট

পার্ব্বত্য জেলাসমূহের পত্র-পত্রিকা

[আসাম প্রদেশের তিনটা প্রাকৃতিক বিভাগ আছে,—(১) প্রকৃত আসাম—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, (২) পার্ব্বত্য জেলাসমূহ, (৩) সুর্ম্মা উপত্যকা—শ্রীহট্ট ও কাছাড়, যাহা প্রকৃত পক্ষে বঙ্গপ্রদেশের একাংশ এবং এখনও সামাজিক বিষয়ে বঙ্গের অন্তর্নিবিষ্ট। প্রথম বিভাগের অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পত্র-পত্রিকার বিবরণী মূল প্রবন্ধে দেওয়া হইল। তৃতীয় বিভাগের অর্থাৎ শ্রীহট্ট-কাছাড়ের পত্র-পত্রিকার বিবরণ অপর লেখক কর্ত্তৃক আলোচিত হইয়াছে, অতএব এ স্থলে তদ্বিষয়ে প্রয়াস অনাবশ্যক। কিন্তু দ্বিতীয় বিভাগের অর্থাৎ পার্ব্বত্য জেলাগুলির সম্বন্ধে এ স্থলে কিঞ্চিৎ বলা প্রয়োজনীয় মনে করি - নচেৎ স্বতন্ত্র আলোচনা হইবার সম্ভাবনা খুব কম।]

গারো পাহাড়, খাসিয়া ও জয়ন্তীয় পাহাড়, নাগা পাহাড় এবং লুশাই পাহাড়—এইগুলি 'পার্ব্বত্য জেলা।" তন্মধ্যে গারো পাহাড় আসাম উপত্যকার কমিশনারের অধীন, অপরগুলি সুর্ম্মা উপত্যকার কমিশনারের এলাকাভুক্ত। করদ-রাজ্য মণিপুরকেও পার্ব্বত্য প্রদেশের একতম বলিয়া গণনা করিতে পারি। কাছাড় জেলার উত্তরাংশ "উত্তর-কাছাড়" সব্‌ডিভিশনও পার্ব্বত্যশ্রেণীর মধ্যে গণনীয় হইয়া থাকে।

খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়

শিক্ষা ও সভ্যতায় পার্ব্বত্য জেলাগুলির মধ্যে এই জেলাই সর্ব্বপ্রথম। নিম্নলিখিত বাঙ্গালা পত্রিকাখানি ইহা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সাহিত্যসেবক—এই বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকাখানি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাস হইতে প্রচারিত হইয়াছিল। কলিকাতায় ইহা মুদ্রিত হইত। এই পত্রিকা শিলং সাহিত্য-সভা হইতে প্রকাশিত হইত। বর্ত্তমান লেখক তখন শিলং প্রবাসী—তাঁহার সহিত পত্রিকার একটু ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই ছিল। উদ্যোক্তৃবর্গের মধ্যে চুঁচুড়ানিবাসী, তদানীং শিলংপ্রবাসী শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ মহাশয়ের নাম স্মরণীয়—তিনি ইহার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। স্থানীয় লেখক ব্যতীত বাঙ্গালার অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিও ইহাতে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহা প্রথম দেড় বৎসর কাল বেশ সগৌরবে চলিয়াছিল। কিন্তু ১৮৯৭ অব্দের প্রবল ভূকম্পে শিলং সহর বিধ্বস্তপ্রায় হয়—তদবধি পত্রিকাখানি ক্রমশঃ হীনাবস্থা হইতে থাকে—কয়েক জন উৎসাহী ব্যক্তির স্থানান্তরে প্রস্থানেও ইহার ক্ষতি ঘটে। অবশেষে ১৮৯৮ অব্দের এপ্রিল মাসে ইহা বন্ধ হইয়া যায়। আসাম প্রদেশে এই ভাবে বাঙ্গালা মাসিক পত্র প্রকাশের ইহাই প্রথম উদ্যম।

খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড় হইতে নিম্নলিখিত মাসিক পত্রিকাগুলি খাসিয়া ভাষায়, ইংরেজী অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে ;—*

* এই সকল পত্রিকার তালিকা শিলংপ্রবাসী সুহৃদ্বর রায় শ্রীযুক্ত সদয়াচরণ দাস বাহাদুর কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি (শ্রীহট্টবাসী) বাঙ্গালী হইলেও খাসিয়া ভাষায় সম্যক্ অভিজ্ঞ।

১। নংকিট খবর (Nong Kit Khobor)—চেরাপুঞ্জি হইতে প্রকাশিত হইত। বর্ত্তমানে ইহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। খাসিয়া পাহাড়ে ওয়েলশ্ মিশন খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে সম্যক্ সফলতা লাভ করিয়াছেন। খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত অনেক খাসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিয়া গবর্ণমেণ্টের অধীন সম্মানিত পদে নিযুক্ত আছেন। ফলতঃ পার্ব্বত্য জাতীয়দের মধ্যে খাসিয়াগণ ইংরেজী সভ্যতা বিষয়ে যাদৃশ উন্নতি লাভ করিয়াছে, অপর কোনও পার্ব্বত্য জাতি তেমন উন্নত হয় নাই। এই পত্রিকা ওয়েল্শ্ মিশন কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল। খাসিয়া ভাষার অক্ষর ইংরেজী—অন্যান্য পার্ব্বত্য ভাষায়ও ইংরেজী অক্ষরই ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্ব্বে দুই এক স্থলে বাঙ্গালা অক্ষর দেখা যাইত—এখন কদাচিৎ দেখা যায়।

২। পাতিং ক্রিষ্টিয়ান্ (Pating Kristian = Christian Age) উ জোয়েল্ জংপা নামক জনৈক খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী খাসিয়া কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। ১৮৯৬ অব্দ হইতে ১৯০৩ অব্দের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

৩। খাসিমিন্তা (Khasi Minta = Khasi of Date)—উ হমু'রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। ইহা ১৮৯৬ হইতে ১৯১০ অব্দের আগষ্ট পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

৪। নং ইয়ালাম্ কাথলিক (Nong ialum Katholic = Catholic Leader) ফাদার এব্রিল্ নামক জনৈক পাদরি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। ১৯০২ অব্দে প্রচারিত হইয়াছিল, বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

৫। নং ইয়ালাম্ খ্রীষ্টিয়ান্—(Nong ialum Kristian = Christian Leader)—রেভারেণ্ড্ জে সি ইভান্স্ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহা ১৯০২ অব্দের জুন মাস হইতে আরম্ভ হইয়া এখনও প্রকাশিত হইতেছে।

৬। উ নং ফিরা (U Nong phira = Watchman) শ্রীযুক্ত শিবচরণ রায় নামক জনৈক খাসিয়া ভদ্রলোক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। ১৯০৩ অব্দের জুলাই মাস হইতে ১৯১৫ অব্দের মে মাস পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধে বলা আবশ্যক যে, অপর পত্রিকাগুলি সমস্তই খ্রীষ্টধর্ম্মবিষয়ক—কেবল ইহাতেই নানাবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। শিবচরণ বাবু খ্রীষ্টান নহেন; তাঁহার পিতা শিলংএর একষ্ট্রা এসিষ্টেণ্ট্ কমিশনার ছিলেন—কিন্তু ইনি গবর্ণমেণ্টের কাজে না গিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জ্জন করিতেছেন এবং স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতিবিধানে সতত সমুৎসুক বটেন।

৭। জয়ন্তীয়া—রেভারেণ্ড্ সিয়াং ব্লা নামক খ্রীষ্টান খাসিয়া ভদ্রলোক কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১৯০৪ অব্দের এপ্রিল মাস হইতে চলিতেছে।

৮। কা জিং শাই গস্পেল (Ka Jing Shai Gospel = Light of Gospel)—উজয়মোহন রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১৯০৫ সালের জুন মাস হইতে প্রচারিত হইতেছে।

৯। লুর্ শাই (Lur Shai = Morning Star)—রেভারেণ্ড্ রীড্ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১৯১০ সালের এপ্রিল মাস হইতে চলিতেছে।

১০। রেইন্ বো (Rainbow অর্থাৎ রামধনু)—১৯১৫ সালের জুন মাসে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

১১। কা সেং প্রেস্ বিটারিয়ান্ (Ka Seng Presbyterian = Presbyterian Union)—১৯১৬ অব্দের মার্চ্চ হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

সরকারী গেজেট্ প্রভৃতিকে পত্রিকা-পর্য্যায়ে লওয়া বোধ হয় অসঙ্গত। তাই এ স্থলে এগুলির উল্লেখ করা হইল না। কোনও ইংরেজী পত্রিকা এ জেলা হইতে প্রচার হইয়াছে বলিয়া অবগত হই নাই।

গারো পাহাড়

গারো পাহাড় হইতে দুইখানি পত্রিকার খবর পাওয়া গিয়াছে :*

১। আচিক্-নি রিপেং (Aohik-ni repeng = Garo's Friend)—গারোরা নিজেদের 'আচক' বলিয়া থাকে। গারো পাহাড়ে সুসমাচার প্রচারের ভার আমেরিকান ব্যাপ্টিস্ট মিশন গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁদের দ্বারাই ১৮৭৯ অব্দে এই কাগজ প্রথম বৎসর হাতে লিখিয়া লিথো করিয়া বিলি হইত, পশ্চাৎ একটি প্রেস্ তুরায় আনিয়া তাহাতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইত। ত্রয়োদশ বর্ষাধিক কাল পরে তুরাতে মুদ্রণের অসুবিধা হেতুক কলিকাতায় ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস্ হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। ইহা গারো ভাষার কাগজ হইলেও প্রথমে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হইত। ১৯০৬ অব্দ হইতে ইংরেজী অক্ষরে ছাপা হইতেছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারই ইহার উদ্দেশ্য। ডাঃ এম্ সি মেসন এবং ডাঃ ই, জি ফিলিপ্স্, প্রথমাবধি ইহার সম্পাদকীয় কার্য্যে বৃত আছেন—মধ্যে তাঁহাদের অনুপস্থিতি সময়ে রেভাঃ উইলিয়ম্ ড্রিং, মিঃ ডব্লিউ সি মেসন্, মিস্ এফ্ সি বণ্ড্ প্রভৃতি ইহার সম্পাদকতা করিয়াছেন।

২। ফ্রিং ফ্রাং (Phring phrang = Morning Star)। ইহা ১৯১২ অব্দের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯১৪ অব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ইহাও ইংরেজী অক্ষরে গারো ভাষায় লিখিত হইত এবং কলিকাতায় ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেসে ছাপা হইত। ইহারও উদ্দেশ্য ধর্ম্মপ্রচারই ছিল। প্রথমতঃ মিঃ এ মেকডনেল্ড এডিটার ছিলেন, পশ্চাৎ মিঃ মধুনাথজি মোমিন নামক জনৈক শিক্ষিত গারো ইহার সম্পাদকীয় কার্য্যে বৃত হন। গারো ভাষার শব্দগুলি বিশুদ্ধতর ভাবে ইংরেজী অক্ষরে লিখিবার জন্য ইহাতে প্রয়াস করা হইত এবং যাহাতে গারোগণ সুশিক্ষা লাভ পূর্ব্বক স্বদেশের উন্নতিবিধানে যত্নপরায়ণ হয়, ইহাও এই কাগজখানির উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু যথোচিত অর্থ-সাহায্য না পাওয়ায় ইহা স্থায়ী হইতে পারে নাই।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা

---

* তুরা ডেপুটি কমিশনার আফিসের শ্রীযুক্ত বিধুচন্দ্র দত্ত মহাশয় ইহা সংগৃহীত করিয়া দিয়াছেন।

"আসামের পত্র-পত্রিকা" প্রবন্ধ সম্বন্ধে দুএকটি কথা

৭৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লেখক বাঙ্গালা অরুণোদয় নামক পত্রিকার উল্লেখ করিয়াছেন; তৎসম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। পরিষৎ পঞ্জিকার ঘটনাপঞ্জী কিরূপে সংগৃহীত হইয়াছিল, বলিতে পারি না, কিন্তু তাহাতে অরুণোদয়ের যে ১৮৫৬ খ্রীঃ অঃ তারিখ দেওয়া হইয়াছে, তাহার সমর্থনে কোথাও কিছু পাই নাই। ১৮৫৬ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত আমরা তিনখানি (পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৪, ৪র্থ ভাগ, ২য় সংখ্যায় উল্লিখিত দুইখানি নহে) অরুণোদয়ের সংবাদ পাইয়াছি। (১) ১৮৩৯ খ্রীঃ অঃ প্রকাশিত, জমীদার জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে পরিচালিত (Long, *Return Relating to Publications in the Bengali Language till 1857*. Cal. 1859. p. xxxix; Long, *Return Relating to 515 Persons Connected with Bengali Literature*, Cal. 1855)। জন্মভূমি পত্রিকায় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি "বঙ্গীয় সাময়িক পত্রিকার ইতিহাস" শীর্ষক প্রবন্ধে আরও লিখিয়াছেন যে ইহা ছয় মাস কাল মাত্র চলিয়াছিল। কলিকাতায় ইহার গ্রাহক-সংখ্যা ছিল ৫০০; বাহিরে ৭০। বার্ষিক মূল্য ১২৲। কিন্তু মহেন্দ্রবাবু ইহার পরিচালক ও সম্পাদকের নাম দিয়াছেন রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। (২) ১৮৪৮ খ্রীঃ অঃ প্রকাশিত, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (Long, *Return etc.* 1859, p. xl)। লং তাঁহার *Return etc.* 1855 পুস্তিকায় ইহার সম্পূর্ণ নাম সংবাদ-অরুণোদয় এবং তারিখ ১৮৪৯ দিয়াছেন। লংএর মতে ইহা এক বৎসর চলিয়াছিল। ইহা সাপ্তাহিক ছিল। মহেন্দ্রবাবু লং সাহেবের চেয়ে বেশী কিছু বিবরণ দেন নাই। (৩) আগষ্ট ১৮৫৩ খ্রীঃ অঃ প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা। ইহা ক্রিশ্চিয়ান ট্রাক্ট সোসাইটির মুখপত্র ছিল। লালবিহারী দে ইহারই প্রথম সম্পাদক ছিলেন। (Long, *Return etc.* 1859. p. xliv; Murdoch, *Catalogue of Christian Vernacular Literature of India*, Madras 1870. p. 24)। ইহার উল্লেখ Blumhardt এর *Catalogue of Bengali Printed Books in the British Museum* এ (p. 79) পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থাগারে ইহার দ্বিতীয় খণ্ডের ১৯ সংখ্যা (vol 1. no 19) ও তৃতীয় খণ্ডের ১৭, ২৩, ২৪, সংখ্যা (vol III. nos. 17, 23, 24) রক্ষিত আছে। উক্ত খণ্ডসমূহের তারিখ ১৮৫৮—৫৯; শ্রীরামপুরে প্রকাশিত। ইহার বার্ষিক মূল্য এক টাকা মাত্র (Murdoch, *Catalogue*)। এই পত্রিকা হইতে অসমীয় অরুণোদয়ের নামকরণ হওয়া সম্ভব নহে; কারণ, ইহার প্রকাশাব্দ ১৮৫৩। আর একখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের অরুণোদয় মাসিক পত্রিকার সংবাদ উক্ত ব্রিটীশ মিউজিয়মের তালিকায় পাওয়া যায়। (*Suppl. List.* p 192)। উহার আলোচ্য বিষয় জ্যোতিষ ও অলৌকিক রহস্য ("astrology and occult sciences")। সম্পাদকের নাম রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং যে খণ্ড ব্রিটীশ মিউজিয়মে আছে, তাহার তারিখ, কলিকাতা ১৮৯০।

প্রবন্ধের ৭৪ পৃঃ উল্লিখিত বঙ্গদর্শক সংবাদপত্রটি কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ ইত্যাদি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল স্পেক্টেটরের সহিত নামের সাদৃশ্য রহিয়াছে; কিন্তু উক্ত পত্রের প্রকাশাব্দ ১৮৪২ এবং ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দের অধিক পরমায়ু বলিয়া বোধ হয় না।

৭৫ পৃষ্ঠায় লেখক "যুগ্যতদিপিতা ভাস্কর" নামক পঞ্চভাষান্বিত সংবাদপত্রের কথা ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দের আসামদেশীয় অরুণোদয় হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন যে, ইহার ঠিক নাম কি? এই সংবাদপত্রের নাম, যাহা লেখক অনুমান করিয়াছেন, (যুগপৎ দীপন্বিতা) তাহা নহে; ইহা "জগদ্দীপক (সংবাদপ্রভাকর, ১ বৈশাখ, ১২৫৯; জন্মভূমি ১৩০৪-৫) বা জগদ্দীপক (Long, *Return etc.* 1855. p. 146) বা জগদ্দীপ (Long, *Return etc.* 1859 p. xxxix) ভাস্কর" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত নামটাই শুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। যেরূপ আড়ম্বরের সহিত কাগজ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা শেষ পর্য্যন্ত রক্ষিত হয় নাই। কারণ, এই পত্রিকার আয়ুষ্কাল আদৌ দীর্ঘ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইহার সম্পাদকের নাম লং দিয়াছেন—মৌলবি বাজের আলি (Bugerali, *Return* etc. 1859, p. xxxix ; Buzurally, *Return etc.* 1855 p. 146)। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি জন্মভূমির উপরোক্ত প্রবন্ধে বলেন যে, ইহার প্রকৃত নাম মৌলবি বার আলি। চারি ভাষায় লিখিত হইত—পারসী, হিন্দি, বাঙ্গালা, ও ইংরাজী। প্রকাশাব্দ ১৮৪৬। মাসিক মূল্য ।০ চার আনা মাত্র। ইহার পুরাতন ফাইল এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য, সুতরাং আর কিছু বেশী খবর পাওয়া যায় না।

৭৫ পৃষ্ঠায় ১৮৪৬ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের যে তালিকা আসামীয় অরুণোদয় হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। ১৮৪৬ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত প্রকাশিত পত্র ও পত্রিকার বিবরণ দিতে হইলে বর্ত্তমান মন্তব্য অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া যাইবে; প্রবন্ধান্তরে এ বিষয় চেষ্টা করিবার ইচ্ছা রহিল। তথাপি উক্ত তালিকা হইতে কয়েকটি তথ্য জানিতে পারা যায়, তাহা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তজ্জন্য প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ। তালিকায় উক্ত কয়েকটি পত্রিকার সম্পূর্ণ নাম দেওয়া হয় নাই—যথা, সংবাদ-প্রভাকর, সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়, সংবাদ-ভাস্কর, সমাচার-চন্দ্রিকা, সংবাদ-রসরাজ, সংবাদ-সাধুরঞ্জন। সজ্জনরঞ্জন নামে যে সংবাদপত্রের উল্লেখ আছে, তাহা সজ্জনরঞ্জন নহে, সুজন-রঞ্জন। ইহার প্রকাশাব্দ ১৮৪৯ ও সম্পাদকের নাম গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত। রসরাজের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার উদ্দেশ্যে ইহার প্রথম সৃষ্টি। সুধাংশু—কৃষ্ণমোহন বসু-সম্পাদিত খ্রীষ্টধর্ম্মবিষয়ক পত্রিকা (১৮৫০); কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত সংবাদ-সুধাংশু নহে। কারণ, তাহার প্রকাশাব্দ ১৮৫২।

শ্রীসুশীলকুমার দে

সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা*

পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্ব্বিংশ ভাগ, প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় আমার শব্দকোষ সম্বন্ধে মন্তব্যের উত্তর দিয়াছেন। এ বিষয়ে অনেক কথা বলিবার থাকিলেও সংক্ষেপে এখানে দুই একটি কথা বলিতেছি। আমি যে সব কথা বলিব, তাহা অনেক কালের পুরাণ কথার পুনরাবৃত্তি মাত্র; নূতন কিছু বলিতে পারিব, এমন ভরসা রাখি না। তথাপি ভরসা এই যে, বঙ্গভাষায় এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা হয় নাই।

আমি শব্দকোষের এক একটি শব্দ ধরিয়া, তাহার ব্যুৎপত্তি সংস্কৃত হইতে না করিয়া, প্রাকৃত হইতে করিলে সহজ হয়, ইহা দেখাইয়াছি এবং ইহাও দেখাইয়াছি যে, এইরূপে প্রাকৃত হইতে ব্যুৎপন্ন শব্দগুলি প্রাচীন বাঙ্গালার সহিত অবিকল মিলিয়া যায়। রায় মহাশয় এই মত স্বীকার করেন নাই। কেন করেন নাই, যুক্তি কি, এ সম্বন্ধে তিনি সেই পুরাণ কথা টানিয়া আনিয়াছেন; বাঙ্গালা কাহার সন্তান—সংস্কৃতের, না প্রাকৃতের—এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন। তিনি বলেন,—"প্রাকৃত ভাষাই বঙ্গভাষার জননী, ইহা ত রূপকে বর্ণনা। রূপক ভেদ করিলে কি বুঝি? দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার সম্বন্ধ কি? তৃতীয়তঃ, কোষে বাঙ্গালা শব্দের সংস্কৃত, না প্রাকৃত মূল প্রদর্শন কর্ত্তব্য?"—৬৩ পৃঃ।

বাঙ্গালা প্রাকৃতজ, ইহাকে তিনি রূপক বর্ণনা বলিলেন; অথচ ইহার পরেই তিনি বলিতেছেন,—"পণ্ডিতেরা ধরিয়া লইয়াছেন, সংস্কৃত ও প্রাকৃত দুইটা ভাষা। কেহ বলেন সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত, কেহ বলেন প্রাকৃত হইতে সংস্কৃত উৎপন্ন। দুই পক্ষেরই জয় হইয়াছে, পরাজয়ও হইয়াছে। তবে, বোধ হয় প্রাকৃত-পক্ষের শেষ জয় হইয়াছে, স্থির হইয়াছে প্রাকৃত ভাষা হইতে সংস্কৃতের উৎপত্তি।" ইত্যাদি, ৬৫ পৃঃ, ২ প্যারা।

তিনি দুই জায়গায় দুই রকম মত প্রকাশ করিলেন,—আমরা কোন্‌টাকে তাঁহার খাঁটি মত বলিয়া গ্রহণ করিব? প্রথমে "বাঙ্গালা প্রাকৃতজ", এই মতকে তিনি রূপক বর্ণনা বলিলেন; আবার কিছু পরেই বলিলেন—সংস্কৃত প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন, প্রাকৃত জনসাধারণের ভাষা, নিত্যপরিবর্ত্তনশীল, সংস্কৃত লেখ্য ভাষা ইত্যাদি। দ্বিতীয় মতই যদি তাঁহার খাঁটি মত হয়, তবে আমাদের আর কিছুই কহিবার নাই; আমাদের মতই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা এইখানেই নীরব হইতে পারি। কিন্তু আর এক জায়গায় তিনি বলেন,—"কিন্তু সেখানে যে কথা, কোষে সে কথা নহে।"—৬৩ পৃঃ। অর্থাৎ তিনি প্রাকৃত ভাষা লইয়া বাঙ্গালা ভাষার গৌরব করেন, প্রাকৃত সংস্কৃতকে পরাভূত করিয়াছিল, ইহাও স্বীকার করেন, কিন্তু বাঙ্গালা প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে, ইহা তিনি কোষে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কেন না, প্রাকৃত যে "ইতর লোকের ভাষা"।—৬৩ পৃঃ। কিন্তু জিজ্ঞাসা হয়, শকুন্তলা, সীতা প্রভৃতি

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৪শ বার্ষিক, ৩য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

কি 'ইতর' লোক ছিলেন ? আর যাঁহারা সে কালের বড় বড় ঋষি-মহর্ষি, রাজা-মহারাজা—তাঁহারা কি প্রাকৃতে মোটেই কথা কহিতেন না ? * তবে "শিষ্ট প্রাকৃত" নাম আইল কোথা হইতে ? "আর্ষ প্রাকৃত" নামের সার্থকতা কোথায় ? মহাকবি কালিদাস তাঁহার কুমারসম্ভবে সরস্বতীকে দিয়া প্রাকৃত ভাষায় পার্ব্বতীর স্তব করাইয়াছেন। ইহাতে কি তাঁহার পার্ব্বতী ও সরস্বতীকে ইতর-শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছে ? শাতবাহন প্রাকৃত ভাষায় "সপ্তশতী" নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। হর্ষচরিতের রচয়িতা বাণভট্ট বলেন,—

"অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোচ্ছাতবাহনঃ।
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোষং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ॥"

সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, দশরূপকের ধনিকৃত টীকা এবং কাব্যপ্রকাশে "সপ্তশতী" হইতে অনেক শ্লোক তোলা হইয়াছে। রায় মহাশয় কি ইহাকে ইতরের ভাষা বলিবেন ? আজ-কালকার বাঙ্গালায় নানান্ রূপ প্রচলিত। টোলের পণ্ডিতের এক বাঙ্গালা, ইংরাজী-শিক্ষিতের এক বাঙ্গালা, সহরে ভদ্র লোকের এক বাঙ্গালা, গ্রাম্য ভদ্রলোকের এক বাঙ্গালা, গ্রাম্য চাষার এক বাঙ্গালা,—কিন্তু বাঙ্গালা সবই। ইহার মধ্যে কেবল চাষার বাঙ্গালার রূপ দেখিয়া যেমন সমস্ত বাঙ্গালাকে "ইতর" বলা উচিত নয়, সেইরূপ প্রাকৃতের কোন একটা রূপ দেখিয়া প্রাকৃত মাত্রকেই ইতর বলা ঠিক নহে। আর হইলই বা ইতর, ইতর হইতেই যদি বাঙ্গালা আসিয়া থাকে, তবে তাহা স্বীকার করিব না কেন ? ব্যাকরণে এক, কোষে আর—দুই জায়গায় দুই মত, ইহার অর্থ ত আমরা বুঝি না।

রায় মহাশয় তাঁহার শব্দকোষে বিদেশী শব্দ বাদে পনের আনা তিন পাই শব্দের মূল সংস্কৃত হইতে দেখাইয়াছেন। প্রাকৃতকে তিনি একেবারে আমলই দেন নাই। ইহাতে তাঁহাকে যে কত দূর কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে, তাহা যাঁহারা শব্দকোষ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের অজ্ঞাত নাই। তিনি "আবরণ" শব্দ হইতে "উড়নী", "ওয়াড়" ও "ওহাড়ন", "নীবার" হইতে "উড়িধান" এমন কি, "সহস্র" হইতে "হাজারও" [ফা° হজারও দেখাইয়াছেন] কল্পনা করিয়াছেন, তথাপি প্রাকৃতকে স্বীকার করেন নাই। অথচ তিনি বলেন,—"যে ভাষায় সংস্কৃত ও প্রাকৃতের সমন্বয় ঘটে, তাহার উত্তরোত্তর পরিণতিতে বঙ্গভাষা।"—৬৪ পৃঃ, ২য় প্যারা। যদি স্বীকারই করা যায়, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের সমন্বয়ে বঙ্গভাষা হইয়াছে, তবে তাহাতে দুইই থাকিবে—সংস্কৃতও থাকিবে, প্রাকৃতও থাকিবে ; প্রাকৃতের মূল প্রাকৃত, সংস্কৃতের মূল সংস্কৃত দেখাইতে হইবে। কিন্তু তিনি কোষে তাহা দেখান নাই।

সংস্কৃত ভাষা অবশ্য একটা আদিম মূল-ভাষা নয়, তাহা ইহার 'সংস্কৃত' নাম হইতেই বুঝা যায়। সংস্কৃতের জন্মের পূর্ব্বে—পাণিনি প্রভৃতির আবির্ভাবের আগে অবশ্য আর্য্যগণের

---

* ব্রাহ্মণেরা সাধারণতঃ প্রাকৃত ভাষাতেই (মনুষ্যভাষাতেই) কথা কহিতেন এবং আবশ্যক হইলে সংস্কৃত ভাষাও (দেবভাষায়) ব্যবহার করিতেন। তাহার প্রমাণ নিম্নোক্ত উপনিষদ্‌বাক্য হইতে পাওয়া যায় ;—
"তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণা উভয়ীং বাচং বদন্তি যা চ দেবানাং যা চ মনুষ্যাণাং।"

একটা ভাষা ছিল, যাহাকে সংস্কার করিয়া সংস্কৃত ভাষার জন্ম হয়। সংস্কৃত হইল, কিন্তু সংস্কৃতের আগে যে ভাষা ছিল, সেটা কি মরিয়া গেল? পণ্ডিতেরা বলেন—না। সংস্কৃত জন্মিয়া তাহা সাহিত্যের ভাষা হইল। আগেকার ভাষা যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিতে লাগিল এবং চলিতে চলিতে বাঙ্গালায় আসিয়া দাঁড়াইল। এখনও তাহার চলার শেষ হয় নাই; কোথায় শেষ হইবে, কে জানে? বাঙ্গালার যদি মূল ধরিতে হয়, তবে সংস্কৃতকে ধরিব কেন? সংস্কৃতের আগেকার সেই ভাষাকে ধরা উচিত নয় কি?

ভাষার উৎপত্তি ও সাহিত্যে তাহার স্থান, ইহার মধ্যে সুবহু কাল চলিয়া যায়। আদিম মানবের সাহিত্যের প্রয়োজন হয় নাই; কথ্য ভাষা লইয়াই সে সন্তুষ্ট ছিল। তাহার ভাষা মুখে মুখেই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন ধরিবার উপায় নাই। পরে মানুষ শিক্ষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহার প্রথম সাহিত্য হয়, তখন সাহিত্যে ও কহিবার ভাষায় বিশেষ তফাত থাকে না; সাহিত্যেও যা, মুখেও তা। ভাষা সাহিত্যে আবদ্ধ হইলেই তাহা থাকিয়া যায়, অন্য দিকে মুখের ভাষা দিন দিনই পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের একটা সীমা আছে; সে সীমার মধ্যে যত দিন মুখের ভাষা থাকে, তত দিন উভয় ভাষা এক এবং সীমা ছাড়াইলেই দুই হইয়া পড়ে। ভারতীয় আর্য্যগণের আদিম সাহিত্য বেদ।* বেদের ভাষাকে রাখিয়া তাঁহাদের কথ্য ভাষা চলিয়াছে, চলিতে চলিতে অনার্য্য-ভাষার সহিত মিশিয়াছে, মিশিয়া যখন ভিন্ন ভিন্ন দেশের কথ্য ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া উঠিল, তখন লোকব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য একটি ভারত-জোড়া সাহিত্যের ভাষার প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজনেই সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব। তাহাই যদি হয়, তবে বাঙ্গালার মূল সংস্কৃত—ইহা বলি কি করিয়া? সাহিত্যের ভাষা হইতে কোন কথ্য ভাষা উৎপন্ন হইতে পারে, ইহার প্রমাণ ত কোন দেশের ভাষায় পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময়কার সাহিত্যের বাঙ্গালা হইতে আজকালকার কথ্য বাঙ্গালা জন্মিয়াছে, কোন সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তি বোধ হয়, এ কথা স্বীকার করিবেন না। সংস্কৃত যে সাহিত্যের ভাষা, ইহা কেবল আজ আমরাই বলিতেছি না, অনেক প্রাচীন পণ্ডিতও ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।†

---

* আজকাল আমরা বেদের ভাষাকে যে আকারে পাইতেছি, ইহার রচনা-সময়ে যে ঠিক ইহা এই রকমই ছিল, তাহা বলা যায় না। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এবং তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ কর্ত্তৃক ইহার কয়েক বার সংস্কার হইয়াছে। এই সকল সংস্কারে ইহার ভাষা অনেকটা সংস্কৃতমুখী হইয়াছে। এই জন্যই বোধ হয়, বেদের ভাষাকে "বৈদিক সংস্কৃত" বলা হইয়া থাকে। নতুবা বৈদিক ভাষার "সংস্কৃত" নাম হইবার অপর কোন কারণ দেখা যায় না। তথাপি প্রাকৃতের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়।

† সংস্কৃতং কৃত্রিমে লক্ষণোপেতে।—অমরকোষ। পাণিন্যাদিকৃত-ব্যাকরণ-সূত্রেণ উপেত উপগতো লক্ষণোপেতঃ সাধুশব্দঃ।—ঐ টীকায় ভরত। কৌমার-পাণিনেয়াদ-সংস্কৃতা সংস্কৃতা মতা।—বড়্ভাষাচন্দ্রিকা। মহাকবি কালিদাসও ইহাকে "সংস্কার-পূত" বলিয়াছেন। অন্যান্য অনেক সংস্কৃত কোষে "সংস্কৃত" শব্দের উপরোক্ত অর্থই ধৃত হইয়াছে।

বস্তুতঃ বাঙ্গালা যে প্রাকৃত হইতে জন্মিয়াছে, আজকাল ইহা একরূপ সাধারণ সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। কি বিদেশীয়, কি দেশীয়, সকল পণ্ডিতই এ বিষয়ে এক মত পোষণ করেন। মক্ষমুলর, বীম্‌স্, হোর্ণলি, গ্রীয়ার্সন প্রভৃতি বিদেশীয় পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু রায় মহাশয় বলেন,—"বাঙ্গালা সংস্কৃতমূলক ভাষা। কেহ প্রাকৃতমূলক বলিয়াছেন কি না, জানি না। বোধ হয় বলেন নাই।"—৬৮ পৃঃ। অথচ ইহার পূর্ব্বেই তিনি লিখিয়াছেন,—"ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ হয় ত অধীর হইয়া বলিবেন, আবার এ প্রশ্ন কেন? প্রাকৃত ভাষা যে বঙ্গভাষার জননী, তাহা বহু দিন সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে।"—৬৭ পৃঃ।

"প্রাকৃত ভাষা বঙ্গভাষার জননী"—এই বিষয়টা তিনি 'মানুষের জননী"র দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। মানুষের জননী এক দিনে, এক সময়ে মানুষ প্রসব করেন, কিন্তু ভাষা-জননী এক দিন, এক মাস বা দু দশ বছরে কোন ভাষা প্রসব করেন না। এমন কি, ভাষার প্রথম সৃষ্টিও কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে হয় নাই। জননী সন্তান প্রসব করেন, প্রসূত সন্তান দিন দিন বাড়িতে থাকে, কিন্তু তাহার এই বৃদ্ধি জননী প্রতি দিন ধরিতে পারেন না; ছ মাস এক বছর পরে বুঝিতে পারেন, তাঁহার সন্তান কিছু বড় হইয়াছে। ভাষা সম্বন্ধেও এই দৃষ্টান্ত খাটিতে পারে। কোন এক ভাষা হইতে হঠাৎ অন্য একটা ভাষা জন্মে না। লোকের মুখে মুখে সুবহু কাল ধরিয়া পরিবর্ত্তনের পর অপর ভাষার সৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রাচীন আর্য্যভাষা হইতে এই নিয়মেই প্রথমে পালি, পরে প্রাকৃত, তার পর অপভ্রংশ এবং অপভ্রংশ হইতে বর্ত্তমানে প্রচলিত বিবিধ দেশীয় ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে।

রায় মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন,—"কোন সময় ছিল কি, যখন প্রাকৃত ও বাঙ্গালা দুইই ছিল? যে দেশে প্রাকৃত ভাষা ছিল, সে দেশে বাঙ্গালা ভাষাও ছিল কি?"—৬৭ পৃঃ। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে "বাঙ্গালা ভাষা" নামটা কত দিনের, তাহা অনুসন্ধান করিতে হয়। প্রাচীন হাতে-লেখা পুথির মধ্যে "বাঙ্গালা ভাষা" নাম পাওয়া যায় না। ৬০।৭০ বছর পূর্ব্বেকার যে সকল ছাপা বই দেখা যায়, তাহার অনেকের উপরে "গৌড়ীয় ভাষায়" লিখিত। দণ্ডী, অপভ্রংশ ভাষার মধ্যে গৌড়ী ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা নাম খুবই আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। তবে এখন আমরা যাহাকে বাঙ্গালা ভাষা বলি, তাহার নাম কি বরাবরই গৌড়ীয় ভাষা ছিল? না। প্রাচীন পুথি অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কিছু কাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার নামই ছিল "প্রাকৃত" ভাষা। ইহার দৃষ্টান্ত হাতে-লেখা পুথিতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। রায় মহাশয় অশিক্ষিত নর-নারীর বাঙ্গালাকে "প্রাকৃত" বলেন বটে (৭২ পৃঃ), কিন্তু আমরা পুথিতে দেখিতেছি, বড় বড় কৃতবিদ্য নামজাদা লোক মার্জ্জিত বাঙ্গালায় বই লিখিয়া তাহাকে "প্রাকৃত" বলিতেছেন। কৃষ্ণকর্ণামৃত, গোবিন্দলীলামৃত, গীতগোবিন্দ, মহাভারত প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের বাঙ্গালা পদ্য অনুবাদ "প্রাকৃত" নামে কথিত। অতএব বলা যায়, সুবহু কাল যাবৎ

পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রাকৃত বাঙ্গালায় পরিণত হইয়াছে; তাহার প্রমাণ—এই সে দিন পর্য্যন্তও ইহার নাম ছিল "প্রাকৃত"। সুতরাং প্রাকৃত ও বাঙ্গালা দুইটা ভাষা নয়, একটা অপরটার পরিণতি মাত্র। কাজেই কোন এক সময়ে কোন দেশে প্রাকৃত ও বাঙ্গালা নামে দুইটা ভাষা ছিল না, একটাই ছিল, বর্ত্তমানটা তাহার পরিণতি মাত্র।

পরিণামের নিয়ম সম্বন্ধে তিনি বলেন,—"পূর্ব্বরূপের কিছু থাকিবে, কিছু লুপ্ত হইবে, কিছু নূতন আসিবে। কিন্তু যেটা নূতন মনে করি, সেটা পুরাতনে অপ্রকট ছিল।"—(৬৩ পৃঃ) নূতন পুরাতনে অপ্রকট থাকে, ইহা দার্শনিক সত্য বটে, কিন্তু কোন এক নির্দ্দিষ্ট ভাষা সম্বন্ধে এ কথা খাটিতে পারে না। বট-বীজে বট-বৃক্ষই অপ্রকট থাকে, কিন্তু অশ্বত্থ-বৃক্ষ থাকে না। সেইরূপ বাঙ্গালায় যে সকল বৈদেশিক শব্দ প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা বাঙ্গালার পূর্ব্বরূপে অপ্রকট ছিল না, উহা একেবারেই নূতন আমদানি। বাঙ্গালা সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে, এ বিষয়ে যুক্তি দেখাইতে গিয়া তিনি বলেন,— "হাজার হাজার বাছা বাছা সংস্কৃত শব্দ যাহা সে কালে কেবল পণ্ডিতের মুখে ও কলমে বাহির হইত, পামরের মুখে হইত না, সে সব এ কালের পণ্ডিত ও পামর উভয়েরই মুখে শোনা যাইতেছে।"—(৬১ পৃঃ।) এই যে "হাজার হাজার বাছা বাছা সংস্কৃত শব্দ," অনুসন্ধান করিলে ইহার আট শতই বোধ হয়, তৎসম বলিয়া ধরা পড়িবে অর্থাৎ ইহার আট শতই প্রাকৃতে ও সংস্কৃতে সমান ভাবে ব্যবহৃত হইত, ইহা একা সংস্কৃতের সম্পত্তি নহে। তা ছাড়া সংস্কৃত অভিধানে পাইলেই কি তাহা সংস্কৃত বলিয়া ধরিতে হইবে? সংস্কৃতের মধ্যে কি অপর কোন ভাষার শব্দ নাই? অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সংস্কৃতের মধ্যে ম্লেচ্ছ, যাবনিক, প্রাকৃত এবং অনার্য্য-ভাষার অনেক শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। আবার দেখা যায়, কোন সংস্কৃত শব্দ স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের নিয়মে রূপ বদলাইয়া প্রাকৃতে আসিয়াছে, কিছু পরে সেই প্রাকৃত রূপই সংস্কৃত বলিয়া আবার সংস্কৃত সাহিত্য এবং অভিধানে প্রবেশ করিয়াছে।

শব্দকোষের যে সকল শব্দের মূল আমি প্রাকৃত দেখাইয়াছি, সেই প্রাকৃত কবেকার, কোন্ দেশের এবং তাহার মূল কি, এ সম্বন্ধে রায় মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন। প্রশ্নটি গুরুতর এবং এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে আলোচনাও অধিক হয় নাই। "প্রাকৃত অনিত্য ও অপরিচিত" (৬৭ পৃঃ)—এ কথা আমাদের পক্ষে খাটিলেও, যাঁহারা প্রাকৃতের অনুশীলন ও আলোচনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে খাটে না। প্রাচীন পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে যেমন সংস্কৃতের চর্চ্চা করিয়াছেন, প্রাকৃতের চর্চ্চাও তাহা অপেক্ষা অনেকে কম করেন নাই। বিরাট প্রাকৃত-সাহিত্য, তুলনায় সংস্কৃত-সাহিত্য হইতে কোন অংশে হীন নহে। আজকাল প্রাকৃত আমাদের নিকট অপরিচিত ও উপেক্ষিত, কিন্তু এমন এক দিন ছিল, যখন প্রাকৃত না শিখিলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত না এবং প্রাকৃত না জানিলে কেহ গুরুপদবাচ্য হইতেন না। বস্তুতঃ সংস্কৃত যেমন "নিত্য ও পরিচিত," আগেকার

অনেক পণ্ডিতের নিকট প্রাকৃতও সেইরূপ নিত্য ও পরিচিত ছিল। তাই তাঁহারা সংস্কৃতেরও ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, প্রাকৃতেরও ব্যাকরণ লিখিয়াছেন। সংস্কৃতের যে চিত্র দেখিয়া তাহাকে আমরা নিত্য ও পরিচিত বলি, প্রাকৃতেরও সেইরূপ চিত্র যাঁহারা ভাল করিয়া দেখেন, তাঁহারা প্রাকৃতকে অনিত্য ও অপরিচিত বলেন না। কেবল সাহিত্যের ভাষার ব্যাকরণ যেরূপ সম্পূর্ণ হইতে পারে, কথ্য ও সাহিত্য, উভয় ভাষার ব্যাকরণ সেরূপ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কেন না, এত বড় একটা দেশের এত বড় লীলাময়ী ভাষার পূর্ণ জ্ঞান এক জনের পক্ষে অসম্ভব। যাঁহার যতটুকু জ্ঞান, তিনি ততটুকু লইয়া ব্যাকরণ করিলেন; তাই প্রাকৃত ব্যাকরণ প্রায়ই অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণতা ঢাকিবার জন্যই তাঁহারা সংস্কৃতের দিকে বেশী ঝুঁকিয়াছেন। "অহং" অর্থে নানা দেশের প্রাকৃতে নানান্ রকম প্রয়োগ হইত; কোথাও হং, অম্মি, কোথাও হং ম্মি, অহং, কোথাও হকে, হগে, হউঁ। সংস্কৃতে এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য অস্মদ্ শব্দের একটি রূপ লওয়া হইল 'অহং'—তাহাও প্রাকৃত হইতে। ও দিকে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রূপ হইতে আমি, আম্মি, মুই, মেঁ।, মৈ, মী, মু, হুঁ, হাঁউ প্রভৃতি পদের সৃষ্টি হইল। কোষকার কি এই সকল পদকে অস্মদ্ শব্দের 'অহং' রূপ হইতে জাত বলিবেন? বাঙ্গালায় নানাবিধ প্রাকৃত শব্দের অস্তিত্ব থাকিলেও ইহা মূলতঃ মাগধ অপভ্রংশ হইতে উৎপন্ন। মাগধ অপভ্রংশের মূল—মাগধ প্রাকৃত, তাহার মূল শৌরসেন প্রাকৃত। সুতরাং উপরোক্ত সকল প্রাকৃতের শব্দ ও লক্ষণই বাঙ্গালায় পাওয়া যাইবে। ইহা ছাড়া অপভ্রংশ ভাষার আর একটি লক্ষণ এই যে, নিকটবর্ত্তী অনেক প্রাকৃতের শব্দ ইহাতে প্রবেশ করিয়া থাকে। এই হিসাবে বাঙ্গালায় অন্যান্য প্রাকৃত শব্দও প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের দেশে বাঁশের অঙ্কুরকে "করাইল" বলে; ইহার মূল বা ইহার সহিত সমজাত শব্দ সে দিন গুর্জ্জরী প্রাকৃতে পাইয়াছি—"করিল্ল"। কোথায় বাঙ্গালা—কোথায় গুজরাট! কিন্তু উপায় কি? অপভ্রংশ ভাষার নিয়মই এই। রায় মহাশয় যে "ওক্কিঅ" লইয়া এত কল্পনা করিয়াছেন, তাহাও গুর্জ্জরী দেশী প্রাকৃতে পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি 'ওক' বা 'উকি'র মূলে বৈয়াকরণ পণ্ডিতের রচিত, সাহিত্যের সংস্কৃতের 'হিক্কা' ও "উদ্গার"ও দেখিয়াছেন।—(৬১ পৃঃ)। বাঙ্গালা, মাগধ অপভ্রংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহাতে যে মাগধ প্রাকৃতের শব্দ বা নিয়মই থাকিবে, অন্য প্রাকৃতের থাকিবে না, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রচিত বাঙ্গালা শব্দকোষে এইরূপে বাঙ্গালার মূল ধরিতে হইবে, যে শব্দ যত বার রূপ বদলাইয়া আসিয়া বাঙ্গালায় দাঁড়াইয়াছে, তাহার তত রূপ দেখাইতে হইবে। ইহাতে অদ্ভুত পরিশ্রম, অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন।

"কোন্ দেশের কোন্ সময়ের প্রাকৃত",—(৬১ পৃঃ), ইহার কবুল জবাব দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব। ভাষার উৎপত্তি ও সাহিত্যে তাহার স্থান লাভ, ইহার মধ্যে অনেক কাল চলিয়া যায়, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রাচীন আর্য্যভাষা অনার্য্যভাষার সহিত মিশিয়া স্বাভাবিক